অঙ্গুষ্ঠ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রঞ্জন প্রকাশালয়
কলিকাতা
১৯৩১

যুগবাণী সাহিত্যচক্র
১৪ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীশূলপাণি চক্রবর্ত্তী
মানসপত্মলা প্রেস
১৯।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

রসস্য নিবেদনং—

রসিকেষু—

রসের নিবেদন দশের কাছে
আনিনু ভয়ে ভয়ে, কি জানি পাছে
মাঠেতে যায় মারা, হেলার আঁচে!

সুজলা এই দেশ অশ্রু-ভরা,
ডুবিয়া যায় পাছে হাসির ভরা—
রোদন অবকাশে যতনে গড়া।

তবুও বহু আশা পুষিয়া বুকে,
ছাড়িয়া দিনু তরী স্রোতের মুখে,
তলায় যদি, যাক তলিয়ে চুকে।

অশ্রু-নদী মাঝে চড়া কি নাই!
সেথায় ঠেকে যদি মিলিবে ঠাঁই—
তাহারই উদ্দেশে ভেলা ভাসাই।

এ মোর তরলতা পাষাণ-পুরে,
ধ্রুপদ-মাঝে যেন খেম্‌টা সুর-এ;
আলেয়া সম নেচে বেড়াক্ ঘুরে।

বেরস জন যাক্ ভ্রুকুটি ক'রে,
রসিক জন যেন হৃদয়ে ধরে—
আমার নিবেদন তাদের তরে।

কৈফিয়ৎ

ছোট্ট ছেলের হাতে যদি একগাছি দাও লাঠি—
তাই দিয়ে সে ভাঙ্‌বে মাথা, ভাঙ্‌বে ঘটিবাটি,

ঘোড়া ভেবেই চড়্‌বে কভু, কিম্বা বুড়োর মত
ভর দিয়ে তায় চল্‌বে ধীরে, যেন বয়স কত!

বিছানাতে শুইয়ে কাছে, আঁক্‌ড়ে খাবে চুমো,
যেন সে তার পুত্র সাধের, বল্‌বে—'যাদু ঘুমো'!

বিধির বরে পেয়েছি এই ছন্দ-লাঠি গাছা—
বয়সে নই শিশু, তবু বয়সটা বেশ কাঁচা।

লাঠির ঘায়ে আমিও তাই ভাঙ্‌ছি হাঁড়িকুড়ি,
কাব্যে জুতে কখনো বা ক'সে হাঁকাই জুড়ি,

কখনো বা নমস্যদের করছি অনুকরণ—
ভেতরে নাই বস্তু কিছু, বাইরে তাঁদের ধরণ!

মনের ভেতর পাক ধরেনি, লিখ্‌ছি আবোল-তাবোল,
যেথা সেথা মার্‌ছি খোঁচা, ক্রমেই হচ্ছে গাঁ-গোল!

ভাঙ্‌ল যাহা, ফুট্‌ল যাহা, দাম দেবে কে তার?
ব্যথা যাঁদের লাগ্‌ল মনে, তাঁদের নমস্কার!

অবোধ জনের লাঠির আঘাত গায়ে যদিই লাগে—
ক্ষমা যেন করেন তাঁরা, একটু অনুরাগে;

এ-ত নহে অশিক্ষিতের মক্স করার দোষ,
খেয়াল-খেলা মাত্র এ যে, বৃথা অসন্তোষ!

বয়সকালে যদি কভু খেল্‌তে গিয়ে লাঠি,
আঘাত করি অঙ্গে কারো—তখন মেরো চাঁটি !
আজকে শুধু গুরুজনের, ঘাড় বাঁচিয়ে চলা—
বাড়াবাড়ি হয় যদি-বা, ছু' একটা কানমলা !

—*—

অঙ্কুর

ভোরের স্বপ্ন

কাল নিশি-ভোরে দেখিনু স্বপন অপরূপ,—
অর্থ তাহার শিহরিয়া ভাবি মনে—
কেহ কি বলিল, 'এই সংসার মায়াকূপ—
পথহারা হ'য়ে ভ্রমিছ বিজন বনে,'
কেহ কি আমায় দেখাইল দূর ছায়ালোক—
কিম্বা গভীর অম্বুধি তলহীন,
বলিল, 'এ ভবে কেহ নয় কারো, মিছে শোক,—
কাঁদ' আর হাস', সমান রাত্রি দিন ;
জীবনের আগে, মৃত্যু-আঁধার ঘোরতর—
শব্দের লেশ আলোকের কণা নাই—
জীবনের শেষে, নাহি ঈপ্সিত অগোচর,'
কাল রজনীতে কেহ কি বলিল তাই !
নিয়ে গেলে মোরে যেথায় শুভ্র জ্যোৎস্নায়—
পরীবালিকারা অবগুণ্ঠন খুলে,

অঙ্গুষ্ঠ

মেঘরাজ্যের অপ্সরী যেথা গান গায়—
নৃত্যের তালে আধ-এলায়িত চুলে।
দুধ-সরোবরে ডুবায়ে নগ্ন দেহখান—
মরাল-গামিনী হরিণ-নয়নে চায়,

গিয়েছিনু কি গো, কাল নিশি হ'তে অবসান
মেঘলোকে, সেই সরোবর-কিনারায় ;
মেঘে কি আকাশে বাতাসে কি জলে, গেছি ভুলে—
পুরুষ কি নারী, ভুলিয়া গিয়াছি তাই ;—

শুধু মনে আছে মহাসাগরের উপকূলে—
মরুভূমি এক সীমানা তাহার নাই !
নাহি গাছপালা, ছায়া-উপছায়া, তৃণদল,
জ্যোৎস্না-আলোকে ধূ ধূ করে বালুরাশ ;

তারি মাঝখানে বুঝিতে পারি না কার ছল
অক্ষম জীবে কার যেন উপহাস !
কেমনে লিখিব, মনে খনে খনে জাগে ভয়—
ঊর্দ্ধ আকাশে মিটি মিটি তারাগুলি,

ঘোর মরুভূমি, শুধু ধূ ধূ ধূ ধূ বালুময়—
তারি মাঝে নড়ে কার বৃদ্ধাঙ্গুলি !
বালুর উপরে কোনোদিকে কিছু নাহি আর—
নাই মাথা বুক, নাহি কর পদতল—

অঙ্গুষ্ঠ

শূন্য মরুতে অঙ্গুষ্ঠের হাহাকার—
ভূত-প্রেতদল যেন হাসে খলখল !
সভয়ে চাহিয়া হেরিনু অসীম নীলাকাশ—
বহুদূরে নীল বারিধির গরজন
শ্বেত বালুবেলা রচিয়াছে মহা অবকাশ,
তারি মাঝে কার অঙ্গুলি-তরজন !

নিখিলবিশ্ব নীল হ'য়ে এল বেদনায়—
গগন-প্রান্তে হেরিলাম দুটি চোখ—
হাসে মিটি মিটি নহে মোর প্রতি করুণায়—
দুটি চোখে যেন হেসে নিল তিন লোক !

টুটিল স্বপন, সভয়ে জাগিয়া হেরিলাম
প্রভাত আলোকে হাসিতেছে ধরাতল,
নয়নে তখনো আঙুল নড়িছে অবিরাম—
কানে আসিতেছে উপহাস-কোলাহল ।

দিবসের কাজে আবার লাগিনু ধীরে ধীরে
ভুলিতে নারিনু তবু সে স্বপন মোর ;
কে দেখাল মোরে নীল সাগরের মরুতীরে
বৃদ্ধাঙ্গুলি, কাল নিশি হ'তে ভোর ।

সে কি গো মৃত্যু ? জীবন-দেবতা কিম্বা সে ?
ভাগ্য আমার করিল কি উপহাস ?

অঙ্গুষ্ঠ

এসেছিল কিগো এই ধরণীর মরুবাসে—
অমৃত-আলয়ে নিত্য যাদের বাস ?

বলে গেল তারা একটি মাত্র ইঙ্গিতে—
'ওরে ধরণীতে সকলি শূন্য ফাঁকা' ?
অথবা মৃত্যু কহে উপহাস-ভঙ্গীতে,
'আমি গতি শুধু, চল সোজা চল বাঁকা।'

ভয় হ'ল মনে, গেনু গণকের সন্ধানে—
স্বপ্ন-তত্ত্ব শুধালেম তাঁর কাছে ;
কহিলেন তিনি, "অতি ভয়ানক এর মানে—
ছুটিয়া চলেছ আলেয়ার পাছে পাছে ;

ফণীমনসার কাঁটা একে একে করি সাফ,
কাঁটা বনে পথ করা অতি সুকঠিন,
জলেতে কুমীর, ডাঙায় ব্যাঘ্র দেয় লাফ,
কোনো পথ নাই, অতি ঘোর দুর্দ্দিন !

ঘরের খাইয়া বনের মহিষ করি তাড়া,
শ্বাপদের মুখে দিবে অমূল্য প্রাণ—
পরের কারণে নিজে শেষে হবে ঘরছাড়া—
কোনো সমস্যা হইবে না সমাধান।

যাদের লাগিয়া জাগিয়া কাটাও নিশীথিনী—
তুমি জান না-ক তাহারা সুখেই আছে,

অঙ্গুষ্ঠ

তারা খায় দায় ঘুমায় ও করে বিকিকিনি—
জনম লভিয়া মরিয়া আবার বাঁচে।

সর্ব্বনাশেরে বরে যারা শিরে হানি কর—
লাথি খেয়ে যারা মোলায়েম হাসি হাসে;
ঘোর অবমান নিত্য যাদের সহচর—
তোমার উষ্মা তারা নাহি ভালবাসে।

দেবতা তোমার অতি প্রসন্ন মহাশয়—
সময় থাকিতে করি দিল সাবধান;
ছাড়' এই কাজ, কাহারে দেখাও মারীভয়!
পরের কারণে কাটিও না নিজ কান।

যাদের পিছনে করিয়াছ এই অভিযান
বৃদ্ধাঙ্গুলি তারা দেখাইল আজ,
রাজার প্রহরী শুধু দেখে রাজ-অপমান—
ভাগ্য তোমার, স্বপনে পাইলে লাজ!

ছাড় এই সব, আয়ুরেখা তব ভাল নয়—
যশরেখা তব বিলুপ্ত কারাগারে—
বুড়া আঙ্গুলের পূজা দিও আজি মহাশয়—
বিরূপ এ গ্রহ ছাড়িলে ছাড়িতে পারে।

দর্শনী মোর নগদ চারিটি টাকা—"
টঁ্যাক হ'তে লয়ে দিলাম তাঁহার হাতে,
বুঝিনু দেবতা মোর প্রতি হ'ল বাঁকা—
হেন অপব্যয় কেন হ'ল আজ প্রাতে!

ফাটা ফুস্‌ফুসে আমি আর হুতো চোপ্‌সান-কাশি কাশি

ও পাড়ার ওই পট্‌লির মুখে পাণ্ডু-পাটল হাসি,
ফাটা ফুস্‌ফুসে আমি আর হুতো চোপ্‌সান-কাশি কাশি;
সে কাশির পিছে পিছে,
কোটী কামিনীর কত না কাতর কামনা নিঃশ্বসিছে!

বিবস দিবসে অলস বাসনা অবশ বসুন্ধরা,
তাতল তটিনীতটে তেঁতুলেতে পট্‌লি ঘষিছে ঘড়া;
নিদয় নিঠুর নিদাঘ রৌদ্র মদ্যের মত তিতা—
গিতালি করিছে মাতাল বাতাস, শ্মশানে জ্বলিছে চিতা।

মোরা সে ঘাটের কূলে—
ক্যাওড়া ভাবিয়া শ্যাওড়ার আড়ে আড়ি পেতেছিনু ভুলে।
হুতো দিল গুঁতো গিছে ছুতো ক'রে জুতো ভেদি ফুটে কাঁটা,
চমকি চাহিনু পট্‌লির পিসী পিছনে তুলেছে ঝাঁটা!

ভয়েতে দিলাম রড়—
কামিনী-কুসুমে এত কালকূট, কাংস্য-কণ্ঠস্বর !
ঘরে এসে ডরে বাক্ নাহি সরে, মাথা ঢাকি কাঁথা দিয়া,
প্রেয়সীর সাথে নয়, বুঝি হয় মৃত্যুর সাথে বিয়া !
উস্থুখুস্থু করে মন—
মিশিমুখো পিসী কবে ম'রে যাবে, ঘাট হবে নিরজন !

—*—

কাব্যসৃষ্টি হয় শুধু ভাই
বেদনার কালিদহে—
দল বেঁধে সবে মামুলী ছন্দ করিয়াছ একচেটে,
কাব্যসৃষ্টি হয় না-ক' ভাই এঁটো কলাপাত চেটে।
শুনহে 'কাব্যি' ভাই—
কাব্য লিখিতে ছন্দ ছাড়াও বস্তুও কিছু চাই।
বুকের রক্ত উজাড় করিয়া যে রচিল 'মরীচিকা',
বেরাল-ভাগ্যে সহসা তাহার ছেঁড়েনি কাব্য-শিকা।
কথার উপরে কথা গেঁথে শুধু রচেনি অনুপ্রাস—
প্রতি পংক্তিতে জমাট বেঁধেছে বুকের দীর্ঘশ্বাস !
কেবল ছন্দ নয়—
বিশ্বের সাথে 'হাতুড়ে' কবির সুনিবিড় পরিচয় !
তোমরা করিছ কাব্যসৃষ্টি বাক্য উলটি নিয়া,
বিরোধী কথায় অনুপ্রাসের ছিটা মাঝে মাঝে দিয়া,-

অঙ্গুষ্ঠ

কাব্য সে নহে নহে—
কাব্যসৃষ্টি হয় শুধু ভাই বেদনার কালিদহে।
উপমার সাথে চাই নিরুপমা ভারতীর কৃপাকণা—
উদ্ভট কথা নহে শুধু, চাই অপরূপ কল্পনা!
সাধনা যাদের নাই—
কথার উপরে কথা গেঁথে তারা খোঁজে শুধু বাহবাই!

চিরতরুণ

নবারুণ সম আমি যে তরুণ কিশোরের অবতার
পিতৃপুণ্যে চির তারুণ্য করিয়াছি অধিকার।
প্রবীণা যদিও স্ত্রী,
গজায়েছে দাড়ি হয়েছে যদিও দেহটা বিগতশ্রী।
নাতিনাতিনীরা তারুণ্য-নদী যদিও হয়েছে পার—
নয়নে যদিও ঝাপ্‌সা নেহারি তবু বরে বিধাতার—
দাড়ি দুলাইয়া ফুলাইয়া ছাতি চঞ্চল হ'য়ে ফিরি,
কত যে তরুণ-তরুণীরে ঘিরে' হাঁটি চলি ধীরি ধীরি—
জানে কি তাহারা হায়—
গেলাসে গেলাসে কত বাড়ে বিল ঠুন্‌ঠুন্ পেয়ালায়—

অঙ্গুষ্ঠ

কঠিনে আমার মন উঠে না-ক' তরলের কারবার—
যত বেড়ে যায় ততই চিত্তে মানি যে চমৎকার।
মাথায় বেঁধেছি চূড়া—
সুরের বেসাতি করি না কারণ খাঁটি তার চেয়ে সুরা।

বিশ্ব যখন নেশায় রঙিন আমি রহি সাদা চোখে,
সরসিয়া উঠে লোলুপ বাসনা দেহটা যদিও ধোঁকে—
তরুণের গাহ জয়,
বয়সে বৃদ্ধ নিত্য তরুণ আমি হোটেলের 'বয়'।

—*—

হ'ল শুধু 'কালিয়া'ই

কলিজা ও ঠ্যাং অমৃত সমান—সুধা দিয়ে গড়া দেহ,
পরতে পরতে মাংসে ও হাড়ে—ক্ষরিছে চর্ব্বি-লেহ !
হাড়ে মাসে গড়া তনু—
ভুলাত নিত্য শাস্ত্র-বচন, পরাশর-ভৃগু-মনু।
সাঁড়াশীর মত ঠোঁট দুটি, কত হৃদয়-হরণ বাণী,
করিত প্রচার, ক্লান্ত মনের ঘুচায়ে সকল গ্লানি !
লালটুপি শিরে, কণ্ঠে তোমার লোহিত ললন্তিকা,
হেলনে-দোলনে বাড়ায়ে তুলিতে জঠর-অগ্নি-শিখা !
হ'ল শুধু 'কালিয়া'ই—
তোমার মাঝে যে 'কট্‌লেট' ছিল সে কথা ত জানি নাই !

অঙ্গুষ্ঠ

কোথা গেল তব নরম পালক, কই সেই লাল ঝুঁটি—
আঁস্তাকুড়েতে কে বেড়াবে আর ক্ষুদকুঁড়া খুঁটি খুঁটি।
আজ তুমি গেলে পেটে—
চোবা হাড়গুলি রয়েছে পড়িয়া আর সবি খেনু চেটে।
বন-বেরালের লোলুপ আঁখিতে তোমার বিরহ দেখি—
চুনো-পুঁটি আর উচ্ছে-ভাজায় স্মৃতি তব রাখিলে কি!
মিয়ার দোকান-ঘরে—
তোমারি কারণে হৃদয় আমার 'হাপুসে' কাঁদিয়া মরে।

চাটাই বিছায়ে কাটাই প্রহর
ঢাকাই পরোটা খাই—

আগুন লেগেছে 'বাগুনে'র ক্ষেতে, বুঝি ফাগুনের গুণে,
'উনায়ে' উনুন নুন দিল কেবা, ঘুণ ধ'রে গেল চূণে।
ভুমো গালে চুমো খেতে ঘুম দিল খোকা পথক্রম পাশে,
লুচি-মুখো মুচি কাঁচা আম-কুচি খেয়ে মুখ মুছি হাসে।
চাঁদের ফাঁদেতে বাঁধা প'ড়ে খাঁদা লোকে চাঁদা করি কাঁদে,
বাঁধে বাঁধে লোক চলে নানা ছাঁদে গামছা ফেলিয়া কাঁধে।
ভূর্জ্জপত্রে হায়—
কে পাঠাল লিপি, সূর্য্যের বুকে তূর্য্য কি শোনা যায়!

অঙ্গুষ্ঠ

গুর্জ্জরে আজ খর্জ্জুর বনে দুর্জ্জয় হ'ল কে,—
লোপ করি গোঁফ, বিলাতী কলপ লেপি লোল অলকে।
বৃষ্টি পড়িছে, সৃষ্টিছাড়ারা 'কৃষ্টি'র লাগি কৃশ,
দৃশদ্‌বতীর তীরে ম্রিয়মান দাঁড়ায়ে তৃষিত বৃষ।
হায়রে গ্রহের ফের—
হৃদ্যতা দিয়ে কে বোজাবে আজ ছিদ্র দারিদ্র্যের?
মুক্তার লাগি চুক্তি করিয়া শুক্তি তুলিনু তীরে,
মৌরীবনেতে গৌরী-বধূর কৌড়ি হারাল কি রে!
জ্বরে জর জর বজরায় ফিরি নজরা হানিয়া ঘাটে,
হৃদয়-দরজা প্রিয়াপদরজ না লাগি বুঝি বা ফাটে!
'ঠাঠা-পড়া' রোদে তাই—
চাটাই বিছায়ে কাটাই প্রহর, ঢাকাই পরোটা খাই।

আমি যে প্রথমতম

তাজা 'বয়লার',—কয়লাকুঠির ময়লা-গাদার ধারে,
গয়লাবধূর পয়লা সোয়ামী ফেরে কম্পাস ঘাড়ে।
বিশাই তাহার নাম—
যত বাড়ে বেলা, বোঝা ঠেলে ঠেলে ছোটে তত কালঘাম
ফার্লঙ দূরে লণ্ড সাহেবের অব্‌লঙ বাঙলায়,
ধানী গয়লানী 'সানি' দানি' ঘানী-বলদে পানি পিলায়।

অঙ্গুষ্ঠ

পাশে হাসি' হাসি' বাঁশী-চাপ্‌রাশী কাশির ইসারা করে,
কটক-চটকে ভুলিয়া কামিনী চলিল কটক পরে—
বিশাই দেখিল হায়,
পহেলি সহেলি 'বহেলি' তাহারে আনবাড়ী পানে যায়!

মেঘল হইল দীঘল বদন মুঘল-চিত্রসম
দাঁড়ায়ে বিশাই—ভাবে, দুনিয়ায় কে বুঝে বেদন মম ?—
কহিল, "প্রেয়সী ধানী,
শীতল করুক শয্যা তোমার আমার চোখের পানি।

ধুধূ মরুভূমি হেথায় আমার, ক্লান্ত পথিক চলি—
আমার বুকের সাহারা 'শ্যামাক্‌' তোমার বনস্থলী ;
নিরালা যাত্রা মম,
প্রিয়তম তব যে হবে হউক, আমি যে প্রথমতম।"

—*—

সুবিচার

কাঁচা ঘাস কচুপাতা কাঁটাকিরি শ্যাওড়া—
হেঁকে বলে "শোনো' গ্যাঁদা, দোপাটি ও ক্যাওড়া,
রজনীগন্ধা শোনো, বেলি জুঁই করবী,
বাগানে আসন পেয়ে হয়েছ যে গরবী—
মাঠে ঘাটে থাকি ব'লে নই ছোট আমরা,
চেয়ে দেখ সকলের গায়ে এক চামড়া!

অঙ্গুষ্ঠ

"না হয় ফোটেই ফুল বাস ছোটে যদিও—
সমান সকলে ভাই, সবে একপদীয়।

"গরু ভেড়া ম্যাড়াদের দেখ নাক' শুধিয়ে,
উঁচু থাকা ভাল নয়, আঁখি দুটি মুদি' হে।"

কথা শুনে কেতকী ত হেসে গেল গড়িয়ে—
বেলি জুঁই হাসে মৃদু, মৃদুবাস ছড়িয়ে।

রজনীগন্ধা হাসে, হাসে গ্যাঁদা দোপাটি,
গরবী করবী হাসে নেড়ে নেড়ে খোপাটি।

একদিন বাগানের খোলা পেয়ে বেড়াটা—
লোভে লোভে ছুটে এল বাবুদের মেড়াটা,

বেলি জুঁই দোপাটির রহিল না চিহ্ন—
রজনীগন্ধা গ্যাঁদা কেতকীও ছিন্ন!

কাঁচা ঘাস কচুপাতা সুখে উঠে হাসিয়া—
এ উহার গায়ে পড়ে মহা উল্লাসিয়া।

বাগানের ফুলগাছে নাদাখানি পূরিয়া,
ম্যাড়া খায় কাঁচা ঘাস কচুপাতা মুড়িয়া।

অতএব সারকথা শোন ভাই সকলে—
খাঁটি কোকোজেম খাও, ঠকিও না নকলে

—•—

চাবুক

না জানিয়া শিশু আলোকের মোহে আগুন ধরিতে যায়,
পুড়াইয়া হাত জ্ঞান হোক্ তার কোনো পিতা নাহি চায় !
আদরে ভুলায়ে বুঝায়ে সুঝায়ে শিশুরে করিলে মানা—
নাহি শোনে যদি, কর্ণ মলিতে হয় তাও চাই জানা।

দুষ্টবুদ্ধি থাকে যদি কেহ, খড়ের ঘরেতে কারো,
আগুন লাগাতে চাহে যদি কভু, ছাড়িয়া কি দিতে পারো ?
গাল দিয়ে আর মার দিয়ে তারে বুঝাইয়া দেওয়া চাই—
পাড়ার আগুনে তার ঘরটাও পুড়িয়া হইবে ছাই।

হেন উন্মাদ আছেত অনেক দাঁড়ায়ে পথের ধারে—
উলঙ্গ হ'য়ে ছড়ায় বিষ্ঠা, পথিকে ছুঁড়িয়ে মারে,
দিবসে নিশীথে সকল প্রহরে সবে করে জ্বালাতন,
বাতুল-আগারে পূরিতে তাদেরে চাহে সুবুদ্ধিজন।

বয়সে বালক বুদ্ধিতে পাকা, প্রবীণ জ্যেষ্ঠতাত—
অনেক আছেন, বাপ-পিতামহে করে দেন নস্যাৎ।
যার খায় তারে না মানিয়া চায় চলিতে উল্টা পথে,
দোষ কিবা যদি জ্যাঠামি তাদের ভাঙা যায় কোনোমতে !
দেখিয়াছি আরো আছে একদল শিংভাঙা বুড়া গরু—
যেখানে সেখানে লাফ মারে আর ডাকে ক'রে গলা সরু,

অঙ্গুষ্ঠ

দুধ নাহি দেয় বাছুরের মত উল্লাসে ছোঁড়ে চাট—
অপরাধ সে কি করে, যদি কেহ ভাঙে তাহাদের ঠাট্ !

আরো একদল আছে আছে জানি, পাকা ঝুনো শয়তান—
কচি-কাঁচাদের চিবাইয়া মাথা করে যারা জলপান।

নামের সুবিধা নিয়ে করে তারা সাধারণে প্রতারণা—
মজুত প্রহারে উচিত ভাঙিতে সেই শয়তানীপনা।

পিটুলি গোলাকে দুগ্ধ বলিয়া চালাইতে যারা চায়—
আঁস্তাকুড়ের টিবিতে চড়িয়া সরা গানে ধরাটায়—

কল্পনা করে বিরাট বিশ্ব সুবৃহৎ তাড়িখানা—
নাক কান কাট, চোখে খোঁচা মেরে কর তাহাদের কানা।

দুষ্টে শাসিতে, বোকারে বোঝাতে, শিশুর বাড়াতে জ্ঞান—
কঠিন হইতে হয় বা যদিও, সেও তার কল্যাণ !

আদরের সাথে চাবুকখানাও কাছে কাছে রাখা চাই—
পস্তাবে শেষে মেনি বাঁদরেরে বেশী যদি দাও নাই।

প্রশ্নোত্তর

১

কোন্ দেশে হয় বলিতে পার কি মোরে ?
খোকা পেটেএল জানে ছোট বউ স্নান ক'রে এসে ভোরে।

অঙ্গুষ্ঠ

বিধবা কোথায় মদ খেয়ে করে কৃষ্ণ-রাধিকা লীলা—
ভাগলপুরেতে ? ঐ যা, ভুলিয়া গিয়াছি কি যেন villa !

২

'লজগজে' ভাষা কোথায় কাহারা বলে ?
পালঙ্কে শুয়ে গরীবের লাগি যেথা চোখ ভাসে জলে।
নিজে যারা মেকী তবুও বিকায় খাঁটি গব্যের দরে—
লক্ষ্ণৌ, না না মস্কো হবে বা, পুছ পণ্ডিতবরে।

৩

উকীল কোথায় গল্প নবেল লেখে—
রাহাজানী আর খুনী মাম্‌লার ব্রিফগুলা শুধু দেখে ?
ভদ্র ঘরের প্রেম ভালবাসা কে দেখাল মিছা ফাঁকা—
কেহ কহে, বুঝি ভবানীপুরেতে, কেহ বলে, না না, ঢাকা।

৪

সাহিত্য কোথা মৃত্তিকা ফুঁড়ে উঠে ?
পদী খেঁদি আর পটলি কোথায়, দেয় সাহিত্য-ঘুঁটে ?
মার সনে ছেলে, ছোট্‌দি ও ভাই, দেওর বৌদি সনে—
প্রেম করে কোথা ? পটলডাঙ্গাতে ? কেহ বলে ঠন্‌ঠনে।

৫

ই চোড়ে পাকিলে কোথা হওয়া যায় কবি ?
বেদে' এম-এ পড়ে, 'লা গায়োকোণ্ডা, দ্যভিঞ্চির' ছবি !

ভদ্র বাড়ীতে শিক্ষিতা মেয়ে গোলাপী সেমিজ গায়—
থাকে কোথা শুধু? লেথকের ঘরে—আর কোথা পুছ তায়!

৬

প্রাসাদ ফেলিয়া কারা খোঁজে শুধু আঁস্তা কুড়ের ছাই,
ঘেয়ো মন নিয়ে ঘেয়ো কারা দেখে সকল দুনিয়াটাই?
মুটে মজুরের কবি যেবা তার ভেঙে গেল শিরদাঁড়া—
কাশী কালীঘাট যেথাই সে থাকে, থায় শুধু নথ-নাড়া।

৭

তরুণ বয়সে ভীমরতি কোথা হয়?
বালকের মন রমণ-রণেতে নিতি মাগে পরাজয়—
ঝুটা কোথা হয় শাস্ত্র-বিবাহ, স্বামী নামটাই ফাঁকি,
কপিলাবস্তু? যশোধরা কা'র হস্তে বাঁধিল রাখী?

৮

রবির আলোকে জোনাকি কোথায় জ্বলে?
আইন-না-মানা বীরপুরুষেরা প্রেম মাগে আঁখিজলে!
ভাঙা ক্লীব দেহ, Pan-মৈথুন-ইচ্ছা কোথায় মনে?
কোথায় কে জানে? বঙ্কিম বাবু মরেছে শুভক্ষণে!

—•—

গোল আলু

আমি চিনিগো চিনি তোমারে ওগো গোল-আলু।
তুমি আছ বিশ্ব জুড়ে ওগো গোল আলু।

অঙ্গুষ্ঠ

তোমায় দেখেছি নৈনিতালে,
তোমায় দেখিয়াছি ট্রান্সভালে—
তোমায় দেখেছি আগে ও হালে, ওগো গোল আলু।

আমি ঝোলেতে তোমায় বাঁধি,
আমি অম্বলে তোমা রাঁধি—
আমি তোমার বিহনে কাঁদি, ওগো গোল আলু।

কুম্‌ড়ো পটল কপি
সব ফুরায়ও যদ্যপি—
বাঁচি তোমাতে পরাণ সঁপি, ওগো গোল আলু!

গাথা

বেলেঘাটার মতি ধোপা
বড় পোলের ধারে,—
ধোপানীটার বড়ই চোপা,
সবাইকে নথ নাড়ে!

শান্ত বড় তাদের গাধা—
আপন মনে চরে,
কেমন ক'রে ঢুক্‌ল, দাদা,
ভোলার পড়ার ঘরে!

অঙ্গুষ্ঠ

গ্রহের ফেরে তখন ভোলা
কিন্‌তে গেছে দই,
তক্তপোষে রেখে খোলা
রুষ-গল্পের বই।

ভোজ্য ভেবে মনের সুখে
গাধা চিবোয় সেটা,
মিষ্টি বুঝি লাগ্‌ল মুখে?—
ছিল কি আধ-পেটা!

সেদিন থেকে কি হ'ল তার—
খায় না ঘাস-কাঁটা,
মতি লাগায় বেদম প্রহার,
পাঁচী লাগায় ঝাঁটা।

গাধা শুধুই মার খেয়ে যায়,
খায় না কিছুই হা রে—
আপন মনে ঘুরে বেড়ায়
পদ্ম-দীঘির ধারে।

ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চেয়ে থাকে
কান ক'রে তার খাড়া,
সাধ্যি কাহার সরায় তাকে,
যতই কর তাড়া।

ব্যাপার দেখে আকুল মতি
ওঝা আনায় ডেকে ;
গাধাটার কি হ'ল গতি—
আসিনি আর দেখে ।

"কত কিছু পড়িলাম—"

শুষ্ক নিশীথিনী রাত্রি, দ্বিপ্রহর বেলা—
নিস্তরঙ্গ মরু মাঝে ভাসাইনু ভেলা ।
শূন্য মাঠ জনাকীর্ণ, গোষ্ঠে ফেরে গাই,
যিশুরে মারিল ঢেলা জগাই মাধাই ।
দর দর রক্ত-ধারা বহে ক্ষুরধার—
দ্রৌপদী আনিল ত্বরা হেম-রৌপ্যাধার ;
ফিরিয়া চাহিল দান্তে ছল-ছল চোখে,
গেল চলি' মহাশ্বেতা দগ্ধ হিম-লোকে !
রৌদ্রকর-ম্লান তার কচি মুখখানি
ঝলকিল অর্দ্ধ রাত্রে, করে কানাকানি
আয়েসা ও ওফেলিয়া, বলে—শোন ভাই
কিষ্কিন্ধ্যা করিল জয় কানাই বলাই ।
কুঞ্জবনে পুঞ্জ পুঞ্জ ফুটেছে কণ্টক,
মুছিল বিশীর্ণ সন্ধ্যা রক্ত অলক্তক,

অঙ্গুষ্ঠ

বায়স ডাকিছে দূরে সারস ঘুমায়,
কাঁচা ঘুম ভেঙে খোকা মিটি মিটি চায়।
বঙ্কিমে চাপিয়া ধরে রোহিণী সুন্দরী—
হীরারে করিলে সাধ্বী কোন্ যুক্তি ধরি ?
বোঠানে সতীশ বলে এ কী সর্ব্বনাশ—
পার্ব্বতী হইল সতী, মরে দেবদাস !
রাধিকা পদ্মের নালে লিখিল লিখন—
কার শাপে পাসরিল দুষ্মন্ত রাজন !
ভৈমীরে ফেলিয়া বনে শ্রীবৎস হোথায়,
বেহুলা ভেলায় ভাসে মাঝ দরিয়ায় ;
মুসোলিনী জাগে, আর ঘুমায় লিঙ্কল্ন্,
কুরুক্ষেত্রে কে ভাঙিল 'হেগ' সন্ধিপণ।
বটিচেলী কাঁদে কেন উজ্জয়িনীপুরে ;
তানসেন সঙ্গীহীন বালিগঞ্জে ঘুরে ;
নিউটন কাউন্সিলে বাধাইল গোল
স্বর্গেতে স্বরাজ্য হ'ল, বল' হরিবোল।

এসেছে !

এসেছে তরুণ এসেছে নূতন ভরসা,
পতিত অতীত—বৃদ্ধের আশা ফরসা !

অঙ্গুষ্ঠ

এসেছে তরুণ, কুট হামসুন-ধরমী,
Pan-Hunger-মরমী !
এসেছে নবীন মৃত ও অতীতে দলিয়া,
বেদনা-অশ্রু দুই চোখে ছলছলিয়া—
এসেছে, তরুণ এসেছে,
শাড়ী ও সেমিজে পথে পথে ভালবেসেছে।

সখি-সংবাদ

খ্যাঁক্-শেয়ালী বল্‌ল ডেকে, "কাঠবেরালী সই,
উই-চিংড়ে ওই এসেছে, বন-মরালী কই ?
বনের যত তরুণ-মনের নরুণ-ফোটা ব্যথা—
বন-চাঁড়ালের পাতায় লিখে করুণ সে সব কথা
মাসে মাসে সবার কাছে পাঠানোটাই ঠিক—
হাঁদা গোদা বাঘ ভালুকে কর্‌ছে ভারী দিক্ !
কচি-কাঁচা ব্যাঙ্-ব্যাঙাচি, রামছাগলের ছানা,
পুঁই-পাদাড়ে ভোঁদড় যত টিক্‌টিকি রাতকানা,
গন্ধ-গোকুল, গুব্‌রে পোকা, কাঠঠোক্‌রা, ফিঙ্গে-
সিঙ্গী হাতীর পায়ের চাপে ফুঁক্‌ছে খালি শিঙ্গে ;
মনের কথা পাতায় লিখে কর্‌তে হবে জাহির,
সকাল-সন্ধ্যে শুন্‌ছ ত সই, শব্দ 'ত্রাহি ত্রাহি'র।

অঙ্গুষ্ঠ

সঙ্ঘবদ্ধ হবই মোরা কচি-কাঁচার দল—
মাসিক লিখে গল্প-গাথায় কর্‌ব কোলাহল !”
কাঠবেরালী শুন্‌ল ব’সে কান ক’রে তার খাড়া—
বল্‌লে শেষে, তেরছা চোখে, লেজটি দিয়ে নাড়া,
“বল্‌লে যা সই, ঠিক তা বটে, একটু লাগে গোল—
কি লাভ ইথে নিজেই যদি পেটাই নিজের ঢোল।
লিখে লিখে উজাড় হবে বনচাঁড়ালের ঝাড়—
বাঘ ভালুকে মনের সুখে মট্‌কে খাবে ঘাড় !
তুমি সখি এইত সেদিন আস্‌শ্যাওড়ার ঝোপে,
শশক-ছা’কে চিবিয়ে খেলে !—আজকে মোদের শোকে,
মোদের দুখে, চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায়—
ব্যাঘ্র ভালুক সইতে পারি তোমায় সহা দায় !”
এই না ব’লে কাঠ-বেরালী উঠ্‌ল গিয়ে গাছে—
খ্যাঁকশিয়ালী জুটল গিয়ে খ্যাঁকশেয়ালের কাছে।

গান

তুই পোষা টিক্‌টিকি—
কেমন ক’রে জান্‌বি আমার মনে আছে কি ?
জানিস্ কি মোর কোন্ বেদনায় চক্ষু ছল ছল,
কোন্ কারণে বক্ষে আমার অথই পাথার জল !

অনুষ্ঠ

কিসের দুখে সকাল বিকাল ঘুরে বেড়াই ছাতে—
কোন্ সে ব্যথায় ডাল না মেখে জল মেখে খাই ভাতে;
কার ঘরেতে পড়্‌ল বাঁধা আমার প্রেয়সী—
কোন্ গগনে উঠল গিয়ে আমার মন-শশী,
বল দেখি তুই সুধাই তোরে খবর জানিস কি?
আমার পোষা টিক্‌টিকি!

বল্ পোষা টিক্‌টিকি—
কার আঁচলে পড়্‌ল বাঁধা আমার পাঁচসিকি—
উনুন-শালে হলুদ হাতে কাব্য প'ড়ে মোর—
সম্বরা-নুন বেঠিক কাহার হিয়ায় লেগে ঘোর;—
(আমার) উপন্যাসের 'হিরো'র প্রেমে কোন্ তরুণী রাতে—
স্বামীর সনে কয় না কথা—আঁধার বিছানাতে,
স্বপন ঘোরে আমায় ভেবে বাড়িয়ে বাহুটি—
স্বামীর গলা জড়িয়ে ধ'রে চম্‌কে জাগে কি?
সত্যি ক'রে বল্ দেখি তুই এসব জানিস কি—
আমার পোষা টিক্‌টিকি!

বল্ পোষা টিক্‌টিকি—
মনের ক্ষোভে কিসের লোভে কাব্য লিখেছি—
কোন্ বেদনায় লাজুক বধূ ঘোম্‌টা খুলে চায়—
'ছুট্‌লে' বউ কিসের দুখে বাপের বাড়ী যায়—

অঙ্গুষ্ঠ

গাঁয়ের যুবা কোন্ কারণে দুপুরে মাছ ধরে—
কিসের লোভে ভদ্রজনায় চায়ের দোকান করে—
কোন্ কারণে বেকার ছেলে বাজায় বাঁশরী।
কোন্ সে-ব্যথায় মাস না যেতে পালায় মেসের ঝি—
পোকা মাকড় খেয়ে বেড়াস্ এসব জানিস কি—
আমার পোষা টিক্‌টিকি!

রোমদ্গমক

(ভাষা ও ছন্দের ক্রমবিকাশমূলক)

স্যাদাচ্ছুরিতকং হাসঃ সোৎপ্রাসঃ স মনাকস্মিতং।
মধ্যমঃ স্যাদ্বিহসিতং রোমাঞ্চো লোমহর্ষণং॥

—অমরার্থচন্দ্রিকায়াং স্বর্গবর্গঃ।

বাজে বাদিত্র, আতোদ্য বাজে, ঘন, বল্লকী, বীণ্,
নিষাদ-ঋষভ-ধৈবতাদি ক্রমে কাকলী-লীন।
কভু কল-প্রক্বাণ মধুর,
তার-মন্দ্র নিকট দূর,
ঊর্দ্ধক, যশঃপটহ, ঢক্কা, বিপঞ্চি পরিক্ষীণ।
আরণ্যক জন্মিল ক্ষায়, নাকে সম্মদ দিন।

ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক শুষির বাজে আনদ্ধ, তত;
ডমরু, মড্ডু, ডিণ্ডিম বাজে হুড়ক্ক অবিরত।

প্রসেবক কাঁপে, প্রবাল
উপনাহ হইল ঘাল ;
সঘনে কাঁপে কোলম্বক ধ্বনি-নির্হ্রাদ-হত,
নিক্কাণ, নিক্কণ, ক্কাণ, ক্কণ সহস্র শত।

তৌর্য্যত্রিকমুখর ত্রিদিব, নাচে ভ্রকুংসকুল,
হর্ষমগন দ্রুহিণাচ্যুত অন্ধকরিপু-স্থূল,
লাসিকা পরিবাদিনী করে,
ওঘ-ঘন ছন্দে বিহরে,
পোড়ে কুন্তোলূখলক-আদি কৌশিক গুগ্‌গুল্‌,
ক্ষীরসাগরকন্যকা সুখে বিশুষ্ক করে চুল।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল নরনারী ছন্দমাত্র সার,
ভুজঙ্গসঙ্গতা, মত্তা, ত্রিষ্টুভ কি অনুষ্টুভ আর ;
মঞ্জুভাষিণী, ছায়া, স্রগ্বিণী,
কভু গুরু, কভু কলকিঙ্কিণী,
প্রমিতাক্ষরা, মালতী, মদিরা, সুরসা, তন্বী, ভার,
বিপুলা, চপলা, উদ্গাতা, কভু পয়ার চমৎকার।

নাহি জানি কোন্ ক্ষণে ভুলি অরণ্যের ব্যাকুলতা,
মানুষের চিত্তে জাগে শিবা-সভ্যতার আবিলতা,
চষিতে শিখিল এই মাটি,
বস্ত্র পরিহিল পরিপাটী,

অঙ্গুষ্ঠ

ভুলিল দুর্ভাগা নর অরণ্যের নগ্ন বর্ব্বরতা,
এক নারী এক নর নিয়ে হ'ল ভোগসুখরতা।

ইট-কাঠ পাথরের জঙ্গলেতে ঢুকিল মানব,
ঘোরায় তাহারে নাকে দড়ি দিয়া যন্ত্র-ময়দানব,
সিমেণ্ট কংক্রীট আদি ধীরে—
দ্যালে তারে ফেলিল যে ঘিরে,
সোম-সুরা ছেড়ে ক্রমে ধরিল সে ধানের আসব,
ঢেকে ঢুকে দেহটারে ফেরে নর যেন জ্যান্ত শব।

ঝুটো এ-বেশ ফ্যাল্ ছুঁড়ে ফ্যাল্, আদিম মানুষ, বন্‌কে চল্,
দূর পাহাড়ের গা বেয়ে ছাখ্, আদিম ধারার নাম্‌ল ঢল ;
গ্যাংটো, ক্ষ্যাপা আয়রে ছুটে,
আয়রে মজুর, আয়রে মুটে
উবু হ'য়ে ডাবা হুঁকোয় তামাক খেতে বাঁধবি দল,
মাতাল হ'য়ে নাচ্‌বি রে আয় দূর ক'রে দে সভ্য ছল।

লম্বা লোমে গতর ঢেকে লাথিয়ে রে তোর কাঁচিয়ে পাকা ঘুঁটি—
পয়লা জোড়া মরদী জোয়ান যেম্‌নি ধারা উদ্‌মো এল ছুটি,'
তেম্‌নি ধারা মাইরি তোরা আয় রে,
বনের হাওয়া চোখ মেরে যে যায় রে,
ট্যাঁক্ ভারী যার, নাই এল সে,—আয়রে গফুর আয়রে পটল পুঁটি,
বনে গিয়ে লোম গজিয়ে বুনো হ'য়ে ছিঁড়্‌ব ওদের টুঁটি।

পুং-সতীনের স্মরণে কবি অনুপ্রাসরঞ্জন

(প্রিয়ার প্রতি)

যদি কোন দিন বেদানার মত বেদনা জমাট বাঁধে,
বাদল আকাশ বাজায় মেঘের মাদল লইয়া কাঁধে—
বসিয়া তাহার কোলে,
আমার নামটি ভুল ক'রে সখি তুলো গোলে-হরি-বোলে।
আমার দেশের গরম বাতাস যদি ঢুকে তব ঘরে—
বর-দেহে ওই ঘর্ম্মের সাথে ঘামাচি সৃষ্টি করে,
বন্ধুর হয় পেলব তোমার দেহলতা কমনীয়—
আমারি দেওয়া সে সুড়সুড়ি ভেবে পিঠ তব চুলকিও।
শয্যায় শুয়ে প্রিয়া—
রেখো ব্যবধান তা'তে ও তোমাতে পার্শ্বোপাধান দিয়া।
যদি কোন দিন ছাতে শুয়ে তব দাঁতের বেদনা জাগে,
আঁতের ব্যথায় আমিও ব্যথিত ভেবো সখি অনুরাগে।
ডাল রাঁধিবার কালে,
গাল দুটি তব লাল কোরো সখি ভাবি' বত্রিশ সালে।
গহনার লোভে যদি ভুলে যাও, ভুলো সেদিনের কথা—
শিল-নোড়া হাতে নারী ভোলে জানি সরিষার মনোব্যথা।
তাহারে বাসিও ভালো—
শুধু ভুলিও না খেয়েছি একদা তোমারই শটির পালো।

বেগুন

আলু নহ, কচু নহ, তুমি যে বেগুন,
লজ্জায় বেগুনী বুঝি কালো তব দেহ !
পোড়ায়ে কাঠের আঁচে সাথে তিল-স্নেহ,
নুন আর লঙ্কা, তুমি নহ ত বে-গুণ ॥

বৃক্ষ মাঝে মূল্যবান যেমন সেগুন,
আনাজেতে তুমি তথা ; গরীবের গেহ
আলো করি ঝোল যেন বিভু 'অম্বুলেহ'—
সীমাহীন বারিধির Coral Lagoon.

ভাজিতে অম্বলে ঝোলে কিম্বা নিম সঙ্গে,
বসন্তের রঙ্গ ভাঙ্গ' অপাঙ্গ ভ্রূভঙ্গে ॥

বেসনলেপিত অঙ্গে ভাজি হ'য়ে তৈলে,
সুরা সহযোগে তুমি ফাউলের বাবা ;
গরীবের চলে না ক' তুমি সখা নইলে,
হিন্দুর প্রয়াগ তুমি, মুসলিমের কাবা ॥

শনিবারের চিঠি শতবার্ষিকী

উননবনবতিশততম বর্ষ পূর্ণ হওয়াতে শনিবারের চিঠির উদ্দেশে লিখিত

ভাব্‌তে মনে লাগছে চমৎকার—
নব-নবতি বছর পরে শতেক হবে পার।
আজিকে সেই কল্পনাতে রঙ ধরে মোর মন-খানাতে,
বাতাস বহে নৃত্য-চপল ছন্দ ঝনৎকার।
মনের সে রঙ ছড়িয়ে পড়ে সব-'মাসিকে'র পাতার 'পরে,
আকাশ-পথে 'হকার' কহে, আজকে শনিবার।
শহর গ্রামে পথের বাঁকে —'শনির চিঠি' উচ্চে হাঁকে
কেউ বা খুসী, খোঁচা খেয়ে কারো বা মন ভার!
ভাব্‌তে মনে লাগ্‌ছে চমৎকার।

তোমার হাসি ছড়িয়ে দিকে দিকে,
সবার মনের মেঘে সেদিন কর্‌ছ লঘু ফিকে।
ব্যঙ্গ তোমার রোদের মত ঝলক হেনে যাবে, যত
আঁধার ঘরে আঁধারী জীব চাইবে অনিমিখে!
যেথায় যত ঝুটো মেকি কেই-বা ন্যাকা কেই-বা নেকী,
কোন্ যুগে কি ঘট্‌ল ফাঁকি তাই রাখিলে লিখে;
হঠাৎ-গুরু গজায় কিসে সোহং স্বামী হয় শ্রীবিশে
মেকী-খাঁটি ধরলে সঠিক ভুললে না চিক্‌চিকে।
তোমার হাসি ছড়ায় দিকে দিকে।

অঙ্গুষ্ঠ

খোঁচা খেয়ে খিঁচিয়ে ওঠে কারা !
চকিত আলোর ঝল্‌কানিতে চামচিকেদের সাড়া।
নকল সিংহাসনের 'পরে   বস্‌ত যারা গর্ব্বভরে
চৌমাথাতে এনে তাদের কর্‌লে তুমি তাড়া।
গাজির পাতার বিজ্ঞাপনে   সাহিত্য কয় যে নূতনে,
বারবণিতা যাদের ঘরের বধূ সালঙ্কারা,
তরুণ নামের অন্তরালে   লুকায় যারা কালে কোলে
পড়ল ধরা, কঠোর বাণে হঠাৎ দিশেহারা।
খোঁচা খেয়ে খিঁচিয়ে উঠে তারা।

বলত যারা, নোংরা কর ফিরি—
সেদিন তারা সবাই এসে বসবে তোমায় ঘিরি।
জানি তাদের রাত্রি হবে,   যোগ দেবে এই মহোৎসবে
কায়াবিহীন তখন সবাই ছায়া অশরীরী,
তাদের নাতি নাতিনীরা   কেউ প্রগল্‌ভ, কেউ সুধীরা,
উপল-পথে কেউ-বা চপল ঝরণা ঝিরি ঝিরি।
যেথায় যত তরুণ আছে   রঙীন হবে তোমার আঁচে
কালিকলম প্রগতি আর কল্লোল সুচ্ছিরি !
তোমার কথাই করবে তারা ফিরি।

মণি-মুক্তা তখন হবে
বীণাপাণি উল্লাসেতে সাজবে পরিপাটি।

সেদিন নরেশ রাধাকমল বাস্ত মাঝেই রইবে অমল
পাখোয়াজে বোল ফোটাবে ধূর্জ্জটিরই চাঁটি।
জানি সেদিন হসন্তিকা পর্‌বে সত্য হাসির টীকা,
সওদা ছেড়ে ধূপছায়া তার ভুলবে খুঁটিনাটি!
সেদিন তোমার আড্ডা-ঘরে মিলবে এরা পরস্পরে,
আসবে তারা আজকে যারা দুয়ার আছে আঁটি!
মণি-মুক্তা তখন হবে খাঁটি।

কত কথাই জাগ্‌ছে আজি মনে,
প্রকাশ করতে ভাষা না পাই থাকুক সংগোপনে।
ভাবী দিনের প্রেমেন কি সে দৈনিকেতে কলম পিষে
মনের দুখে কাল কাটাবে আঁধার কক্ষ-কোণে?
শৈলজা কি ছুট্‌বে কাশী, মুরলী কি ছাড়বে বাঁশী,
গজল কবি ভজ্‌বে নবী ক্রমিক বিবর্ত্তনে!
অচিন্ত্যেরই চিন্তা-জ্বরে আগুন দেবে বুদ্ধ ঘরে—
ডুব দেবে কি শরৎচন্দ্র শ্রীরূপনারায়ণে?
কত কথাই জাগ্‌ছে আজি মনে।

সেদিন যেন তোমার বক্ষে কোলে,
অতীতকালের হাসি মোদের মুক্তা হ'য়ে দোলে!
আমরা তখন থাক্‌বো কোথায় হয়ত হেথায় হয়ত হোথায়,
নূতন ন্যায়ের পাঠ নেব কোন্ নৈয়ায়িকের টোলে।

সেদিন মোদের মনের প্রীতি জাগাবে কোন্ কল-গীতি
তুমি যেদিন রাজার মত উঠ্‌বে চতুর্দ্দোলে।
মোদের চিত্তস্রোতের ধারা তোমার চিত্তে হবে হারা—
রক্তে মোদের ফসল তব, কে দেবে তাই ব'লে ?
থাক্‌ব তবু তোমার বক্ষে কোলে।

মরুর পথে আজকে অভিযান,
পূর্ণিমাতে অমানিশির মিল্‌বে কি সন্ধান ?
আজকে যারা আঁধার পথে ক্ষীণ আলোকে কোনো মতে
অনেক আশায় বুক বাঁধিয়া চল্‌ছে গেয়ে গান।
সেদিন শনিমণ্ডলীরা পাহাড়-ভাঙা পথের পীড়া
বুঝ্‌বে কি হায়, গলায় প'রে বিজয়-মাল্যখান ?
তুমি সুধুই জানবে সখি কোন্ সোলা আর চকমকি,
আজকে নিবিড় অন্ধকারে করল দীপ্তিদান।
মরুর পথে আজকে অভিযান।

কল্পনাতে আজকে দেখি খালি—
অরুণ রবির কিরণ এসে বিদায় দিল কালি।
দেখছি মনে দূরের ছবি মলিন হ'য়ে এল রবি,
একটি ঘরে বস্‌ল কারা ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি'—
হাসি গল্প গানের সাথে কালির আঁচড় খাতার পাতে—
কেউ কহে, "বাঃ বেড়ে হ'ল" "নিছক গালাগালি"—

অঙ্গুষ্ঠ

আবার চলে কাটাকুটি কাজের মাঝে মনের ছুটি,
ফুল কুড়িয়ে গাঁথছে মালা ভাবি দিনের মালি—
কল্পনাতে আজকে দেখি থালি।

তারা কি আর চাইবে পিছন ফিরে—
নবতি-নব বছর পারের টুক্‌রা কালের তীরে!
যেথায় মোরা কজন মিলে ঝাঁপ দিয়েছি হিম সলিলে
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘট ভরেছি নীরে!
তারা কি আর কর্‌বে মনে জন্ম দিনের শুভক্ষণে,
দেখবে চেয়ে এড়িয়ে আসা আঁধার চিরে চিরে!
সেদিনে হায় কোন্ ষোড়শী বাতায়নে রইবে বসি',
মোদের ছন্দ বাজবে কি তার চরণ-মঞ্জীরে।
তারা কি আর চাইবে পিছন ফিরে।

কালের স্রোতে হারাই মোরা যদি—
ক্ষতি কি তায়, পৃথ্বী বিপুল কাল সে নিরবধি!
মোরা জানি নূতন এসে নেবে তোমায় ভালবেসে
সাগর পানে বিপুল বেগে বইবে তব নদী!
মোদের শ্মশান-ভস্ম 'পরে জানি সুদূর যুগান্তরে—
রইল পাতা ভাবী কবির অচল পাকা গদি।
আজ জেনেছি ছুটবে তুমি প্লাবন করি নূতন ভূমি
নারবে বাধাবন্ধ কোনো রাখতে তোমায় রোধি।
কালের স্রোতে হারাই মোরা যদি!

অঙ্গুষ্ঠ

ভাবতে মনে লাগছে চমৎকার—
নব-নবতি বছর পরে শতেক হবে পার।
রঙ্গে তোমার, তোমার লেখায়, তোমার ছন্দে, তোমার রেখায়,
দেখছি মনে কালের চাকা ঘুর্‌ছে অনিবার।
শুন্‌ছে কানে দূরের বাঁশী মৃত্যুপারের কলহাসি,
দম্ভভরা চরণ-শব্দ বিজয়-মত্ততার—
অসীম সে কাল পড়ল ধরা মোর আঙিনায় কলস্বরা
তটিনী সে, নয় মহাকাল বিপুল ক্ষুরধার!
ভাবতে মনে লাগ্‌ছে চমৎকার।

হে অসূর্য্যম্পশ্যা তুমি অমাবস্যা মোর

(জেলেপাড়ার জুলিয়েটের প্রতি পটলডাঙ্গার রোমিও)

এই ছিল এই নাই, একি ভ্রান্তি, একি মোহ-ঘোর,
হে অসূর্য্যম্পশ্যা, অয়ি শ্রাবণের অমাবস্যা মোর!
নিরত তপস্যা মম তোমার পূর্ণিমা-প্রাপ্তি লাগি ;—
তোমারে ডাকিছে বিশ্ব, ব্যগ্র বায়ু—বক্ষ-স্পর্শ মাগি'।
ক্ষুধার্ত্ত স্পন্দনে হের ঘন ঘন ভূমি কম্পমান,
অদৃশ্য নক্ষত্রলোকে উল্কা খসি' পড়ে খান্ খান্ ;
সমুদ্র কল্লোল তুলি' তোমারে ডাকিছে নিরন্তর,
পবন হাঁকিছে দ্বারে ঝঞ্ঝারূপে, বিদ্যুৎ প্রখর

অঙ্গুষ্ঠ

ক্ষণে চমকিয়া তব গুপ্তকক্ষে করে আঁখিপাত,
সমস্ত নিখিল ব্যাপি' তোমা লাগি' আঘাত-সংঘাত।

পথে পথে চলি ফিরি, না জানি কিসের অন্বেষণে,
চিরপরিচিত তুমি স্তব্ধ ছিলে মুক্ত-বাতায়নে,—
মুকুর লইয়া করে, লোল করি ঘন কেশপাশ
সঘন নিঃশ্বাসে আধ-স্রস্ত ছিল তব বক্ষোবাস,
আমারে হেরিয়া সখি, সচকিতে করিলে প্রস্থান,
বিঁধে গেলে মর্ম্মস্থলে মর্ম্মান্তিক সেই অপমান!
চিনিলে না হায় সখি, আদিম সৃষ্টির সেই কথা—
'হবা' আর 'আদমে'র অপরূপ প্রেমের বারতা!
আমি সে 'আদম', তুমি 'হবা' মোর চিরন্তনী প্রিয়া—
সেদিনের কথা, তবু তুমি সখি গিয়াছ ভুলিয়া!

কিম্বা বুঝি জড়ায়েছ আপনারে সংস্কারের জালে,
তাই কিগো হেরিলাম অপরিচয়ের লজ্জা ভালে?
আমি কত আপনার, হে প্রেয়সী হের চোখ মেলে,
চ'লে এস বক্ষে মোর, নিন্দা-ভয়, লাজ-লজ্জা ফেলে।
হে সখি, নিদেনপক্ষে হান তব চক্ষের ইসারা,
লক্ষ রোমকূপে মোর পড়ে' যাক্ হরষের সাড়া!
এতটুকু দিবে দান! তাও নয়? আরে রে কৃপণ—
তব অন্ধ জড়ত্বের কিছুতে হবে না জাগরণ!

অঙ্গুষ্ঠ

তুমি চলে গেলে,—বুঝি ডাক দিল তব মিথ্যা স্বামী ?
হতাশে কাঁদিল বক্ষে সখি তব চিরন্তন 'আমি' ?

বদ্ধ ঘরে ভালবাসা পুরোহিত মন্ত্র দিল কানে,—
তারে কে দিয়েছে মন্ত্র সে-ই জানে আর শাস্ত্র জানে !
লক্ষ যুগ বর্ষ ধরি' জন্মে জন্মে একি ভ্রান্তি টানা—
বিধাতা দিয়েছে নাকি মানুষের প্রাণের ঠিকানা !
মন তাই কেঁদে ফেরে কাঙালের মত দ্বারে দ্বারে,
মিথ্যা শাস্ত্র দেহে বাঁধি' রুদ্ধ ঘরে লুকাইয়া মোরে !
স্বামী শুধু অন্তঃপুরে দেহটার নিষ্ঠুর প্রহরী—
শোন না কি ডাকে তোমা এ নিখিল দিবা-বিভাবরী !
হিয়া বুকে কেঁদে মরে, কানে শুধু পশিছে আহ্বান—
দেহটারে ঘিরে আছে কারাগার, কঠোর পাষাণ।

খুলে ফেল, ভেঙ্গে গেল, ছিঁড়ে ফেল নিগূঢ় নিগড়,
দ্বার যদি রুদ্ধ রাখে সমাজের ক্রূর অনুচর,
বাতায়ন-পথে দেবী ঝাঁপ দাও পথধূলি 'পরে !
তোমারে রাখিবে বন্দী নিরন্ধ্র ও কবন্ধিত ঘরে—
একি অবিচার হায়, একি ভুল, এ কি ব্যভিচার !
থেকো না নিজেরে ভুলে, খোলো দ্বার, ভাঙ ভাঙ দ্বার !
সকল বন্ধন টুটি' ছিন্ন' করি' সংসারের ডোর
চ'লে এস আপনার মুক্তি-সুখে আপনি বিভোর !

অঙ্গুষ্ঠ

আমি হেথা পথমাঝে দাঁড়াইয়া আছি প্রতীক্ষায়—
অদৃশ্য নিয়তি সখি টানিতেছে তোমায়-আমায় !
হায় দগ্ধপক্ষ নারী আত্মঘাতী ! ভুলি' পথ-চলা—
বদ্ধ ঘরে হাস্যে-লাস্যে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে গলা—
তোমারে সাজে না সখি ! পথধূলি ডাকিছে তোমায়,—
শৃঙ্খলিত তোমা লাগি শূন্য ব্যোম করে 'হায় হায়'।
চন্দ্র ডাকে, সূর্য্য ডাকে ডাকিতেছে নিখিল-যৌবন,
ডাকিছে পর্ব্বতগুহা, ডাকিছে পুরুষ নিরন্তন !
পথে-পথে যাযাবর, আমি সখি তোমারি লাগিয়া
নিদ্রা নাই চক্ষে মম, নিত্যকাল রয়েছি জাগিয়া,—
ধরিয়া আনিতে নারি, বাধা দেয় আইন কঠোর,
চুপিসারে এস তাই কবোষ্ণ এ বক্ষমাঝে মোর !

—*—

ভাঙা পিয়ালার গান

দাওয়ায় বসিয়া গেয়ে যাই আমি ভাঙা পিয়ালার গান ;
দোকানে বোতলে ধেনো সে তরল—
একাধারে তাহা সুধা ও গরল,
ট্যাঁকে নাই কিছু, নেশা ছোটে পিছু মন করে আন্‌চান্‌ ;
দেখি আর গাই ভাঙা পিয়ালার গান।

অঙ্গুষ্ঠ

পথিক সুজন করে আসা যাওয়া,
দেখে আমি লাজে ম'রে যাই বাওয়া ;
অন্তর-পাখী কহে হাঁকি হাঁকি, 'কর কর বারিদান'-
শুনি আর গাই ভাঙা পিয়ালার গান।

*

মানবক আমি চেনে না আমারে
ক্ষেপিয়া আজিকে গেছি একেবারে—
পাগলা কুকুরে খুঁচিয়ে তাহারা করে বাঁচিবার ভাণ;
দেখে নেব গেয়ে ভাঙ্গা পিয়ালার গান।

*

কতকাল ঠোঁটে ওটেনি পেয়ালা,
আফিং ছাড়াল বেয়াড়া গোয়ালা—
বসেছি দাওয়ায়, উবু হ'য়ে তাই জাগিয়াছে অভিমান।
তাল ঠুকে তাই ডাক্‌ছি সকলে,
পিষিয়া মারিব মোর ঘ্যাঁচা-কলে
শত্রুর শেষ রাখিব না টিপে বাহির করিব প্রাণ।
মাতাল বলিয়া করিতেছে ঘৃণা—
দেখেছে চক্ষু দেখেনিত 'সিনা',
দাওয়ায় বসিয়া তাল ঠুকে ফুলে ফাঁপিয়াছে হিয়াখান

অঙ্গুষ্ঠ

না হয় আমার প্রিয়-প্রেয়সীরে
নটিনী সতীরা বসেছিল ঘিরে—
কেচ্ছা গাহিয়া না হয় বহুত মলিয়াছি নিজ কান—
ভাঙ্গা পিয়ালার গান গাই তবু ভাঙা পিয়ালার গান।

হিপোপোটেমাস্ বাচ্ছা

চিড়িয়াখানায় তুইজনে ছিল সঙ্গী,
সকাল সন্ধ্যা করিত অঙ্গাঅঙ্গী।
আছিল তাহারা মাটির তুলাল,
ধূলার আবীর, পঙ্ক গুলাল
পরস্পরের হানিয়া পৃষ্ঠে
করে উদ্দাম নৃত্য—
কভু বা গাত্রে গাত্র ঘৃষ্টে
তুষিত' দ্রষ্টা-চিত্ত।

ছিল না তাদের তৃণ-সজ্জিত অঙ্ক,
হ'য়ে তুর্দ্দম ঘাঁটে কর্দ্দম-পঙ্ক ;
কাটে বৎসর ধূলায়-খেলায়,
হঠাৎ একদা সন্ধ্যেবেলায়,

অঙ্গুষ্ঠ

—রক্ষক দিল হিপো-গিন্নীরে
পাল্‌সেটিলা দু' কাঁচ্চা,
আঁধার ভেদিয়া আসিল বাহিরে
হিপোপোটেমাস্‌ বাচ্ছা।

দুইজনে যেন পেল অমূল্য রত্ন—
করিতে লাগিল লালন-ললিত-যত্ন
বাড়ে শিশু যেন হিমাংশুকলা—
দর্শকদল দেয় পাকা কলা,
গাত্রকণ্ডূয়নে সে শিশুর—
ছলছল আঁখি দীপ্ত ;
কর্ণে বাজিল আধো আধো সুর—
হিপো-দম্পতী তৃপ্ত।

—*—

হঠাৎ

বহুদিন তোরে ভুলেছিনু আজ হঠাৎ পড়েছে মনে,
আজি সন্ধ্যায় রজনীগন্ধা বাস দিল অকারণে।
খুলে দিনু বাতায়ন,
সুমুখে দেয়ালে প্ল্যাকার্ডে দেখিনু" Corporation Loan"
কি-জানি নাটক হবে শনিবারে, সাজিবে কঙ্কাবতী,
বাজারে সদ্য বাহির হয়েছে নরেশ সেনের 'সতী'।

অঙ্গুষ্ঠ

গলির ওপারে জানালার ধারে খেঁদি প্রসাধনরতা—
ব্যবধানে কিবা আসে যায়, হ'ল চোখে আর চোখে কথা।
তোমারে পড়িল মনে—
তুমিও প্রেয়সী এমনি করিয়া ব'সে আছ বাতায়নে!
নরেন দেবের 'বসুধারা' খানা খোলা পড়ে আছে কোলে—
ভাবিছ দুবার নুন দিলে কি না ইলিশমাছের ঝোলে।
হোলীর হল্লা দূরে
শোনা যায়, মৃদু খচমচি সনে ছ্যারর‍্যারর‍্যারর‍্যারর‍্যা সুরে।
পাশের বাড়ীতে কচি শিশু এক করে ঘোর ক্রন্দন,
তোমার মেয়ের কান্নার স্মৃতি বিকল করিল মন।
উদিলে স্মরণে মম—
বেগুনের ক্ষেতে পহেলি বেগুন যেমনটি মনোরম!

—*—

নমস্কার

তোমাদেরে করি নমস্কার,
অশুচি হইলে গৃহ, হাঁড়ি ফেলিয়ো না দূরে,
কুকুরেরে করিয়ো সংহার।
তোমার অঙ্গন মাঝে যে জঞ্জাল নিত্য রাজে
যদিও বীভৎস গন্ধময়,
তোমার ঘরের পাশে— নরক-নর্দ্দমা হাসে—
তোমারই সে, ঘৃণ্য কভু নয়।

অঙ্গুষ্ঠ

অতি যতনে তারে সাজায়েছ গৃহদ্বারে
দূরে আজ ফেলিবে কেমনে ?
জঞ্জাল বাড়িয়া যায়, দিকে দিকে গন্ধ ধায়
প্রতিবেশী অমঙ্গল গণে।
যদি তার নাহি সহে সে যেন অন্যত্র রহে,
কারো নাহি নিন্দা অধিকার,
মোরা শুধু মোহে ভুলে আবরণ দিয়ে খুলে
ভুল বুঝে করি নমস্কার।

তোমাদেরে করি নমস্কার !
তোমার সোনার ঘরে যা আছে সুবর্ণ তাহা
অতি মূল্যবান চমৎকার।
মোরা ভেবেছিনু মনে চীৎকারিয়া প্রাণপণে
করাব অঙ্গন তব সাফ,
নীতি-বাক্য দু'চারিটি শুনাইব pretty pretty ;
শুধু বাড়ে মনের উত্তাপ !
তোমরা শতেক কাজে ব্যস্ত রহ গৃহমাঝে,
জঞ্জালের রাখনি সন্ধান—
পাছে অমঙ্গল হয় মোরা করি এই ভয়—
মারিয়াছি গন্ধ-ভেদী বাণ—

সে বাণ আসিল ফিরে বাজিল মোদের শিরে
সেও এক তাজ্জব ব্যাপার!
তার পর রাজ-দ্বারে কি ঘটিল বলি কারে
শ্রদ্ধাভরে করি নমস্কার।

তোমাদেরে করি নমস্কার!
সবারে সমান প্রেমে টানিছ, বক্ষের মাঝে
তোমরা সাম্যের অবতার!
রোজাভূত এক সাথে খেলে তব আঙিনাতে,
সম প্রেম প্রহরী ও চোরে,
তোমরা জেনেছ সার মায়াময় এ সংসার,
বাঁধা সবে মোহমায়া ডোরে।
যারে খুসী তোল শিরে, চোরে কিম্বা প্রহরীরে,
যে যা বলে করিছ বিশ্বাস,
গৃহ-পাপ গৃহে রাখি, বাহিরে আরক্ত আঁখি
ফেলিতেছ মুক্তির নিশ্বাস!
আমরা করিয়া ভুল ঝাড়িতেছিলাম ঝুল,
কে জানে সে গৃহ-অলঙ্কার!
হইয়াছে অপরাধ মিটেছে সংস্কার-সাধ
তোমাদেরে করি নমস্কার।

অঙ্গুষ্ঠ

"নবায়মানা"

(অতি আধুনিক প্রেমকাব্যের তিলোত্তমা)

প্রেয়সী, তোমার অধরে ওকি ও—
পানের লাল ?
কালো এলোচুলে ভরেছে গাল !
ভাঙ্গা ভুরু মাঝে গোবর, না না, ও খয়েরী টিপ্,
কালো চোখ দুটি সাগর-deep,
মন-ডিঙ্গা মোর হতেছে ঘাল,
কি জঞ্জাল !
কানে দুল দুটি ভুল হয় যেন বসোরাগুল,
দুলিয়া দুলিয়া কহিছে আমারে, তুমি কি fool !
চোখের ভুল কি ? নহে নহে সখি, মনেরি ভুল,
প্রণয়ী-জনের এমনি হাল !
ছাগের পাল !

*   *   *   *

গাল-বাগিচা যে আল্‌গোছে লাল
কালের আঁচে ?
কালো এলোচুল বেড়িয়া আছে !
নহে নহে সখি, ভ্রমর উড়িছে মধুর লোভে,
ফিরে ফিরে যায় মনঃ-ক্ষোভে ;

অঙ্গুষ্ঠ

আমারও বুদ্ধি হয় বেতাল,
কি জঞ্জাল!
কণ্ঠ তোমার সুখে বেড়িয়াছে সোনার হার,
নীলাম্বরীর কালো মিশ্‌মিশে চওড়া পাড়!
ফেলে দাও ভুঁয়ে বড় বাড়িয়াছে অহঙ্কার—
বুকে রাখিও না ও মায়াজাল,
সূতার তাল!

* * * *

প্রেয়সী, তোমার বুক-বাতায়নে
বাড়ায় গ্রীবা,
বন্দী দুজনা রজনী-দিবা।

রেখেছে ওদের কেন কহ সখি, পরদা ঘিরে,
উত্তাল ঢেউ সাগর-নীরে!
বাধা পেয়ে হের কুটিছে ভাল,
কি জঞ্জাল!

দূর কর সখি, নীলাম্বরীর নীলাবরণ,
ঢেউয়ের আঘাতে ভাঙিয়া-চূরিয়া হোক্ মরণ!
লুব্ধ হতেছে লোভে লোভে মোর মুগ্ধ মন
উঠিতে পড়িতে হতে নাকাল,
হায় কপাল!

—*—

অঙ্গুষ্ঠ

আলেয়া

দীর্ঘজীবন করিয়া সীবন
ধোপ-দুরন্ত-করা
বহিরাবরণ, ফেলেছি চরণ
ধরা নয় যেন সরা।

দলে দলে গেল চরণ ছুঁইয়া
কত উড়ে-মালী রাজা ও ভুঁইয়া,
কত বিগলিতা মালতীললিতা
হয়েছে স্বয়ংবরা।

মনের বিলাসে ললিতে বিভাসে
শুধু কেটে গেছি ছড়া।

* * * *

আবরণ তলে কি জ্যোতি উথলে
কেহ কভু দেখিল না,
কেহ কহে গোরা এল মন-চোরা,
কেহ বলে কেলেসোনা।

কেহ কহে, যেন স্তবের মূরতি,
কস্তুরী-মৃগনাভি দুই রতি,
স্বর্গ-প্রতিভা মানি, নিশি-দিবা
কেহ করে আরাধনা,

অঙ্গুষ্ঠ

অ-স্থর ধরার আমি গীতি-হার,
সুরের আলিম্পনা।

*　　　*

কত সন্দেহ চিনিল না কেহ,
বাড়িছে স্তুতির ঋণ,
তাই নিরজনে গৃহ-বাতায়নে
একেলা কাটাই দিন।

ছিল যা বস্তু ক্রমে হ'ল ধোঁয়া,
মিঠা মিষ্টিক, ফিলজফি-চোঁয়া,
স্বপনের জাল বুনি স্থরসাল,
ঝুটা ধ্যানে সমাসীন,
আকাশসবিতা, হ'ল না কবিতা
মৃত্তিকা-বিমলিন।

*　　　*

ফেলি কালকূট, অমৃতমুকুট
পরিধান করি শিরে,
আলেয়ার মত জ্বলি অবিরত
তিমির-তমসা-তীরে।

ধ্রুবতারা বলি বন্দিল যারা
গহন আঁধারে তা'রা দিশাহারা,

অঙ্গুষ্ঠ

নাহি মেলে সাথী সুদীর্ঘ রাতি
জ্বলি আর নিভি ধীরে,
উদাস বাতাসে শিহরাই ত্রাসে
একা ভাসি আঁখিনীরে।

*　　　*　　　*

দেবতার বরে উল্লাস ভরে
ছিলাম ভ্রাম্যমাণ,
পথে পথে ফিরি, গান ক'রে ফিরি
বিহ্বল ছিল প্রাণ।
সে বর আজিকে ঘোর অভিশাপ,
সে চির-পথিক য়ীহুদির পাপ,
লেগেছে আমারে, নারি থামিবারে,
নাহি যে পরিত্রাণ,
জাগে হাহাকার, নীড় রচি আর
করি মৃত্তিকা ঘ্রাণ।

*　　　*　　　*

যারা আসে কাছে কেহ নাহি বাঁচে
নিকট হয় যে দূর,
শুনি প্রাণপণে কোথা গৃহকোণে
বাঁশী বাজে সুমধুর!

অঙ্গুষ্ঠ

মাটি ভ্রমে পূজি দূষিত পঙ্ক
চাহি না জ্যোৎস্না, চাহি কলঙ্ক,
ভয়ে ভূমা ভাগে, কেন ভাল লাগে
মিথুন-রসের সুর,
বঞ্চিয়া যারে এনু বারে বারে
সে হাসি হাসিছে ক্রূর।

* * * *

চরণের গতি শঙ্কিত অতি,
তবুও চলিতে হবে
নূতন পৃথ্বী নব ধরিত্রী
জাগিছে মহোৎসবে।

শোণিত-সিনানে, পঙ্কগন্ধে
নাচিছে হৃদয় নূতন ছন্দে,
মুখে মেখে ছাই যোগ দিতে চাই
উন্মাদ কলরবে।

নিয়তি যে ডাকে, পিছে প'ড়ে থাকে
শুধু বুঝি অনুভবে।

* * *

আলোকে আমারে দেখিয়াছ হা রে
দেখনি আঁধার রাতি,

অঙ্গুষ্ঠ

জীবন-পাথার একা হই পার,
আজো মিলিল না সাথী
পথে যেতে যেতে খানিক থামিয়া
ধরার ধূলায় আসি যে নামিয়া,
ধূলি ও পঙ্কে তুলিয়া অঙ্কে
মাটির নেশায় মাতি ;
পুন অসহায় ছুটে চলি, হায়,
জ্বলে আলেয়ার বাতি।

মেঘদূত

দুইজনে হই পার নদী-গিরি-পারাবার,
গৃহকোণে বসি নিরালায়।
ভিজে বায়ু বহে বেগে আকাশ আঁধার মেঘে,
আলো হাসে গাছের মাথায়।
মুখোমুখি ব'সে থাকি হাতখানি হাতে রাখি,
ভাষা সে থমকি থাকে চোখে ;
বাধাহীন ছোটে মন একাকার ত্রিভুবন,
উড়ে যায় লোক হতে লোকে।

অঙ্গুষ্ঠ

সন্ধ্যা নামে সুনিবিড় আকাশে মেঘের ভিড় ;
লাল সোনা রঙ ধরে তাতে,
রঙ ধরে দুটি মনে, তরু-শাখে বনে বনে
ভাষা ফোটে বায়ুর আঘাতে।
মনে পড়ে কত কথা, যুগান্তের ব্যাকুলতা,
কবেকার বিস্মৃত স্বপন,
হাতে কোনো কাজ নাই, এক সাথে বসি তাই—
কাব্য পড়ি, খোলা বাতায়ন।
আষাঢ় প্রথম দিনে— আনি 'মেঘদূত' কিনে,
নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ,
খাসা ছাপা, খাসা ছবি, কবিতা হৃদয়-দ্রবী,
কত ছন্দ, সলীল্ অবাধ।
কাগজ সে গজ-মোটা রেখা কত ছিটে ফোঁটা,
কত রঙ লাল কালো নীল,
সিপিয়া ব্রাউন কভু, ঘোর ঘোর লাগে তবু,
নাহি কোথা ছাপার ডেভিল।
আছে উপহার-পৃষ্ঠা একাধারে ভোগ, নিষ্ঠা !
চিত্র যত চিত্তাকাশে ভাসে,
পাহাড়ী মেয়েরা বসি বিরহে উঠিছে শ্বসি',
মনে পড়ে কবি কালিদাসে।

তার কি আছিল scope, নিষ্ঠুর ধাতার কোপ,
অসময়ে জন্মিল বেচারা !

এক যক্ষ এক প্রিয়া এক ছাঁদে বাঁধা হিয়া,
এক পথে যেতে কেঁদে সারা !

একটানা এক ছন্দ এক সুর একই গন্ধ,
দীর্ঘ কাব্য বহে এক খাতে,
খাগের কলম নিয়ে ভূষিমাখা কালি দিয়ে
কাব্য লিখে গেল তাল-পাতে।

কোথা চট্ট হরিদাস, অ্যান্টিক বিলাতী খাস,
কোথা ভ্রাম্যমাণ জলধর ;
ছিল না শ্রীচারু রায় জ্ঞানদা পূর্ণও হায়,
ছাপাখানা ছিল না তৎপর !

মন্দ মন্দাক্রান্তা তালে, কোন্ কবি লেখে হালে ?
শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী-কবি ,
কটি-দোলা কত ছন্দে লিখে গেছে মনানন্দে,
পটুয়ারা আঁকিয়াছে ছবি।

'লাগ্‌বগাবগ্' কভু কভু ছন্দ জবু থবু,
হাতী-ছন্দ ঘোড়া-ছন্দ কত—
পড়িতে পড়িতে মনে মেঘ ডাকে ঘনে ঘনে
বেড়ে যায় বিরহের ক্ষত।

কভু বা বিদ্যুৎ হাসে বক্ষ কেঁপে উঠে ত্রাসে
কভু ভাবি চুমু খাই কারো—
কভু হেন ভাব জাগে, গৃহিণীরে ভাল লাগে,
কহি, 'সখি, নেকাব-উতারো' !
মনে জাগে কত ভাষা, ছুঁড়ে ফেলি সর্ব্বনাশা
সস্তাকেনা 'মেঘদূত'খানি—
প্রেয়সী হাসিয়া কহে, 'রাত তত বেশী নহে,
এখনই যে ফেল পুঁথি টানি ?'
তাহারে আঁকড়ি ধরি কহিলাম 'প্রাণেশ্বরী,
বই প'ড়ে ভয় হল মনে—
কি জানি করেছি পাপ, মোরে প্রভু দিবে শাপ ;
নির্ব্বাসনে তোমার বিহনে,
কেমনে থাকিব বল ?' প্রিয়া বলে, 'শুতে চল,
দূর কর বহি অলক্ষুণে !'
কহি 'সংখ্যা দশাধিক গুণিতে পার না ঠিক,
দিনগণা ফুল গুণেগুণে—
নহেক তোমার কাজ।' প্রেয়সী পাইল লাজ,
স্কন্ধে মোর মাথাখানি রাখি,
দুটি কালো আঁখি দিয়া আমারে দেখিল প্রিয়া,
গগনে মেঘের হাঁকাহাঁকি।

হেঁয়ালি

ঘুমে মগন সোনার পুরী কে রয় জাগি দুয়ারে,
মুক্তা পথে গড়িয়ে যায় শুঁকিয়া যায় শুয়ারে !
বন্ধু, তোমার মিথ্যা আশা,
কাগে মাথায় বাঁধল বাসা,
কোকিল তবু ডিম পাড়ে না ;
ইংরেজে আর বুয়ারে
লাগ্‌ল কোথায় লাঠালাঠি, জাগ্‌ল হুক্কাহুয়ারে !

তোষাখানার রক্ষী হ'ল পোষা কুকুর শেয়ালে,
ঘুণ ধরিল পাকা বাঁশে, ফাট্‌ল পাষাণ দেয়াল-এ।
কাব্য হঠাৎ গেল উবে,
পছিম কাঁধে চাপ্‌ল পূবের,
পূবের ঋষি 'হলিউডে'
মাতেন মনের খেয়ালে,
নয়া-বাহন নাড়ুগোপাল ভূমানন্দে নেহালে।

বিশ্বপ্রেমিক গোরাচাঁদের নিত্যানন্দ মুহুরী,
নোংরা শিখ কি ক্যানেডিয়ান তাহার হ'ল জহুরি !
লক্ষ্মীরে যে পেত্নী বানায়,
হাঁকিয়ে মোটর, যায় না থানায়—
নোংরা সে কয় ? মিস্ মেয়ো হায়,
চাপ্‌ল কাঁধে বহুরই ?
চুনো-গলির ফিরিঙ্গিনী বেহেস্ত-খসা raw-হুরী !

অঙ্গুষ্ঠ

সাইগনে হায়, বাপের বড়ীর 'বাইগনে' কে ভুলিয়া,
নকল বাপের স্কন্ধে চেপে নাক আসিল তুলিয়া,
হিন্দুয়ানীর গন্ধে কেঁপে,
কষ্টে বসি রাখল চেপে,
Star-এর-আঁখি-ঠারের লোভে
'মুখোস' গেল খুলিয়া !
ঠাকুর-ঘরের ধূপের ঘ্রাণে নাক ঢাকিল ঝুলিয়া।

তিন ঠ্যাঙেতে বেরালছানা দাঁড়িয়ে আছে শিয়রে,
কুকুরছানা চরণ চাটে তক্তপোষের নিয়ড়ে।

মেনি বাঁদর চাপল কাঁধে,
ভেঙায় শ্রী-মুখ নিখুঁত ছাঁদে,
ঘুরঘুরে আর আরসোলারা
বাবরি চুলে বিহরে,
মহাকালের ডাক শুনিয়া শিব যে ভয়ে শিহরে !

স্বপ্নভাঙা নিঝর তোমার এই কি ছিল ললাটে,
মনের লেখা পড়লে না ক' দেখলে শুধু মলাটে !
দেখলে তবক চক্‌মকানি,
পোষা টিয়ার বক্‌বকানি

অঙ্গুষ্ঠ

শুন্‌লে শুধু সন্ধ্যা-ছায়ায়
চক্ষু তোমার ঘোলাটে!
খাইনি ব'লে তুমিও খাও ঠাকুরঘরের কলাটে?
ছন্দ-পতন হয় কি না হয় বন্ধ করে লেখনী
শৃগাল-কুকুরের ডাক ভুলিয়া, হিসাব ক'রে দেখনি!
কান কি তোমার সে কান আছে
বেসুর স্তুতি কানের কাছে
অহরহ শুন্‌ছ প্রভু,
সাচ্চা ঝুটা শেখনি!
সন্দেহ হয়, মন্দ আরো তোমার ললাট-লেখনই!

পরের মুখে ঝাল খেয়েছ, পরের কথা শুনিয়া,
স্তাবক-তুষ্ট হে মহারাজ, হঠাৎ হ'লে খুনিয়া!
লেলিয়ে পুলিশ পালিয়ে গেলে,
কেউটে কভু হয় না হেলে!
ভাবের বিশ্ব উঠ্‌ল ভ'রে,
নিঃস্ব মাটির দুনিয়া,
ধনুক-ছিলা ছিঁড়ল হঠাৎ স্বপন-তুলা ধুনিয়া!

স্বদেশ তোমায় চিন্‌লে না ক' এইটে হ'ল হেঁয়ালি,
ভাবছ বুঝি, বিদেশ করে তোমার যশের দেয়ালি!
সে ভুলও শিব, ভাঙবে তোমার,
শেক্সপীয়ার ও গ্যেটে হোমার,

অঙ্গুষ্ঠ

রবেই বেঁচে, বল্‌বে তখন
এরাও কুকুর-শেয়ালই !
স্বদেশ স্মরি কাঁদবে তখন থাক্‌বে না আর খেয়ালী
শ্মশান শিবে ধরল ছেঁকে পোষা শেয়াল কুকুরে,
শিব দেখিছে আপন ছায়া তাদের চোখের মুকুরে।
তারাই শুধু বুঝ্‌লে হা রে,
তাঁর প্রতিভা তপস্যারে,
কুকুর নিয়েই মত্ত মহেশ
প্রভাত-সন্ধ্যা-দুকুরে,
সাগর-সেঁচা সূর্য্য সে কি অস্ত যাবে পুকুরে ?

মাণিকতলা to পণ্ডিচারী

বোমা বমি ক'রে ব্যোম ভোলা ব'নে বোমারু বারীণ বীর,
পণ্ডিচারীর গণ্ডীতে ঢুকে মুণ্ডিত করে শির।
মোষের মতন রোষে
ব'সে ব'সে ক'সে চোষে চোষকাঠি বাবাজী বারীণ ঘোষে !
কি করিবে হায়, ভাবিয়া না পায়, খায় দায় ঘুম যায়,
কভু 'রাধা' ভাবে করে সাধাসাধি, দাদার বাধা না পায় !

অঙ্গুষ্ঠ

মণ্টু ও মণি এমনি সময়ে শনির 'টনিক' খেয়ে,
ধেয়ে এসে হেসে কেশে কেশে শেষে বলিল, "অলপ্পেয়ে,
যত ব্যাটা ঠ্যাটা মিলে
অস্ত্র হানিয়া বস্ত্র-হরণে ত্রস্ত করিয়া দিলে!"
শুনি, রুণু রুণু গুণী বারীণের খুনিয়া উঠিল খুন—
কহে, "জয় দাদা, কুলত্যাগী রাধা নিয়ে আয় কালী চূণ—
এবার আসলে স্থদে
বারুদে বোমার ভুলচুক যত আলবৎ দিব শুধে।"
দ্বার রুধে দাদা লেখে খুদে খুদে, বুঁদ হয়ে মুদে চোখ,
"পণ্ডিচারীর আশ্রমে বোমা! ও মা একি!" ভাবে লোক।
সে বোমা মাকাল ফল,
ফাটিল সহসা নব শক্তিতে, আকাশে ফটিক জল।

প্রতীক্ষা

পুকুরের কালো বুকেতে লাগিল রঙের ছোপ,
ফাৎনায় চোখ রাখ্, মন, মাছ গিলিবে টোপ্।
এক চোখ রাখি দূর ফাৎনায়,
আর চোখে দেখি কারা ঘাটে নায়—
ঘোষবউ বুঝি! রাঙা গায়ে মাখে পিয়ার্স-সোপ!
পুকুরের কালো বুকেতে লাগিল রঙের ছোপ!

অঙ্গুষ্ঠ

আকাশে ঘনায় শ্রাবণের কালো কাজল মেঘ,
পুকুরের পাড়ে মাথা নাড়ে ঘেঁটু ও কাল্‌মেঘ ;
ওপারে ঝাঁক্‌ড়া বকুলের শাখে
'বউ কথা কও' রহি রহি ডাকে—
ঘোষবউ তবু ডাকে নাকো বাড়ে হৃদয়াবেগ !
আকাশে ঘনায় শ্রাবণের কালো কাজল মেঘ !

কালো জলতলে রোহিত-কাতল-সফরী খেলে,
বৃষ্টির ভয়ে আকাশে পাখীরা পাখ্‌না মেলে !
তেঁতুল তলায় একা ঘুঁটে-বুড়ি
গোবর কুড়ায়ে ভরিতেছে ঝুড়ি,
ওপারের ঘাটে কালো কৈলাস ছিপটি ফেলে
কালো জলতলে রোহিত-কাতল-সফরী খেলে।

আমি ব'সে আছি তরুণ তাপস ধৈর্য্য ধরি,
আসুক ঝঞ্ঝা আসুক বাদল কি শর্ব্বরী !
ছিপ্‌টি রহিব ডান হাতে ধরি—
উড়ে চলে মোর কল্পনা-পরী
ঘোষের বধূর খসে খোঁপাখানি, আহা কি মরি।
আমি ব'সে আছি তরুণ তাপস ধৈর্য্য ধরি !

আমি ব'সে আছি বসেছিল যথা দান্তে কবি,
চলে বিয়াত্রিচে ঠমকি ঠমকি, দেখনি ছবি ?

অঙ্গুষ্ঠ

আমি ব'সে আছি যেন নজরুল,
ঘাড়খানি বেয়ে পড়ে এলোচুল—
আমি পড়ে আছি বুকখানা মোর সাহারা-গোবি—
বসে আছি হেথা বসেছিল যথা দান্তে কবি।

নামিল বৃষ্টি ত্রস্তে ছুটিল ঘোষের বউ,
নিষ্ঠুরা বালা, বুকে দয়া মায়া নাহি আদৌ!
ফাৎনা কখন ডুবিয়াছে ছাই,
পালাল মৎস্য টোপ গিলিয়াই—
Ferment হ'তে পারিল না আহা, মনের মৌ—
নামিল বৃষ্টি ত্রস্তে ছুটিল ঘোষের বউ।

ঘোষজায়া গেল, বোস-ঝি আসিবে বসিয়া আছি,
বসিয়া থাকিব যতদিন আমি রহিব বাঁচি।
এ ঘাটে না হয় যাব আন্ ঘাটে,
ক্লান্ত তপন যাবে যাক্ পাটে—
এমনি করিব যতকাল নাহি চলিব রাঁচী—
ঘোষজায়া গেল, বোস-ঝি আসিবে বসিয়া আছি।

ভ্রান্তি

নোবেল-খেলাত পেল যবে কবি
যুরোপ ঘুরে,
খুসীর খেয়ালে যারা গিয়েছিল
শ্রীবোলপুরে—
বোলপুর নহে, যেন সে স্বর্গে,
পূজিতে তাঁহারে পাদ্য-অর্ঘ্যে—
ফিরে এল পেয়ে' চতুর্ব্বর্গে—
করুণ সুরে
ভর্ৎসনা কত হ'ল বর্ষিত,
আসিল ঘুরে।

দেশ নাকি তাঁরে চেনেনি কখনো
চেনেনি জাতি—
সেদিনের সেই সম্মান-ঠাট—
সে বজ্জাতি!
দেশ যা দিল না তারি লোভে লোভে—
ঘুরে ফিরে কবি বর্ত্তুল গ্লোবে;
কিছুই টেঁকে না, দুই তিন ধোপে
নয়া-স্যাঙাতি,
ছোট হয় কেহ, বড় হ'য়ে ওঠে
আরেক জাতি!

জাতি ছেড়ে কবি ধরিল তখন
বিশ্বারতি ;
আগুন ছাড়িয়া কারো কারো যথা
ধোঁয়ায় মতি !

উঠিতে বসিতে সেইদিন হ'তে
ভাসায়ে জাতিরে বিশ্বের স্রোতে—
চলে দিক্ ভুলে আত্ম-আলোতে
বিশ্বব্রতী—
আপনিই সার। বিশ্বও নাই,
নাই ভারতী।

ভারতী যে নাই প্রমাণ সেদিন
সম্মিলনে—
সেদিন যাদেরে ফিরাল, তারাই
সিংহাসনে
কবিরে বসাতে করিয়া চেষ্টা,
(পাকা বেলে কাক মেটায় তেষ্টা !)
কি ফল লভিল তাহারা শেষটা ?
সে আয়োজনে—
পণ্ড করিতে কি করিল কবি
কে তাহা ভণে !

অঙ্গুষ্ঠ

জ্বলিতেছে, তবু ধাতব সূর্য্য
দুঃখ এই !
মিথ্যা একথা—তাঁর প্রতি দেশে
শ্রদ্ধা নেই ।

আপন করিতে জানে যেই জনা—
তারি পায়ে সবে বিকায় আপনা ;
'হব না আপন' যাঁহার সাধনা
শুধু তারেই,
আপন করিতে পারে নাই কেহ—
সত্য এই !

তুমি এদেশের নহ যদি ভাব
এদেশ তবে,
তোমারে লইয়া মাতিবে বা কেন
মহোৎসবে ?

মাটিতে পশেনি যে তরুর মূল,
মাটিরে নিয়ত ভাবে যেই স্থূল—
মাটি-রস পেতে তারো হয় ভুল
কাচের টবে !

ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে সেও রস
পায় না যবে !

অঙ্গুষ্ঠ

সবই বুঝিলাম, বুঝি নাই শুধু
হে কবি-গুরু,
এতো অভিমান, কেন আয়োজন
করিলে সুরু ?
সভাপতি পদ করিয়া গ্রহণ,
চাঁদা-সংগ্রহে দিলে শেষে মন !
এযে রসিকতা, প্রাকৃত ধরণ
অতীব পুরু।
পঞ্চাশোর্দ্ধে শেষ না হইয়া
কাঁচিয়া সুরু।

ঠিকানা তোমার কেহ জানিল না,
চমৎকার !
বিপিনচন্দ্র পালের বহালে
অশ্রুধার !
বক্তৃতা যদি লিখে রেখে গেলে,
ভাগনে জামাই ভাইপো কি ছেলে,
কারেও না দিয়ে পাঠাইতে 'মেলে'—
পয়সা চার—
মাত্র খরচ, তাও কি তোমার
জোটেনি আর ?

অঙ্গুষ্ঠ

বৃথা আক্ষেপ ! তুমিই তোমার
উপমা কবি—
আঘাত তোমার কঠিন, কান্না
হৃদয়-দ্রবী !
তবু মনে হয় অভিমান মিছে,
আঁধার মাত্র প্রদীপের নীচে !
পূজা-সম্ভার ভক্ত বহিছে—
দেবতা লোভী—
যা পেয়েছ আর পায় নাই কেহ—
মিথ্যা সবই ?

—*—

উন্মত্ত মাতঙ্গ সম এলো প্রেম

উন্মত্ত মাতঙ্গ সম এল প্রেম অগ্নিগিরিস্রাব,
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল যেন দিকে দিকে তুলিছে আরাব !
ভৈরব হুঙ্কারে—
জন্ম জরা মৃত্যু মায়া ভেসে গেল বিস্মৃতি-পাথারে ।
শুধু দিগঙ্গনা—
নিঃসীম নিবিড় শূন্যে আঁকি দিল মেঘ-আলিম্পনা ।
রক্তরাঙা -বেদনার বিচিত্র বোধন—
নিখিল ক্রন্দসী-বালা করিছে রোদন—
কোথা তার সাথী !

অঙ্গুষ্ঠ

ধরিতে কি চাহে তারে তারাজাল পাতি
শূন্য নীলাম্বরে ?
অরণ্যে তমাল কাঁপে, শিহরিয়া উঠে নীপ, দাড়িম্ব বিদরে !

একি ঘোর অমানিশীথিনী !
বিশ্ব উঠে চমকিয়া, থম্ থম্ করিছে মেদিনী ;
মদন মূর্চ্ছিত হ'য়ে ধূলি-ভস্মে পড়িল ছড়ায়ে—
কম্পিতা রতির বক্ষে আর্ত্ত ব্যথা উঠিল ঘনায়ে—
নটেশের নৃত্য হল স্থরু,
সহসা গগন-গাত্র চমকিল, মেঘ গুরু গুরু ,
প্রশান্ত অম্বুধি গর্জ্জে উত্তাল তরঙ্গ-শ্বাস তুলি
ঘূর্ণী সাথে নৃত্য করে ধরণীর ধূলি—
নিদাঘের কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান—
প্রদীপ্ত পাবক সম এল প্রেম, নব অভিযান !

কে সে ছিল প্রতীক্ষিয়া বৃদ্ধা শবরীর দীন বেশে
লোলচর্ম্ম জীর্ণ মূর্ত্তি ; আলুলিয়া শ্বেত শুভ্র কেশে
কোন্ বিরহিনী—
সে কি দূর সিন্ধুপারে শুনেছিল মৃত্যুর কিঙ্কিনী,
কিবা বাঞ্ছিতের বংশীরব ?
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া একি ঘোর মৃত্যুর তাণ্ডব !

অঙ্গুষ্ঠ

বিমূঢ়া কুণ্ঠিতা বালা কাঁদে আর শিরে হানে কর—
আজি তার মরণ-বাসর—
কিম্বা একি উৎসবের দীপ্তোজ্জ্বল স্নিগ্ধ রাত্রি তার—
স্বয়ম্বরা হবে বালা তাই বুঝি আনন্দ-সম্ভার
এল আজ ঝঞ্ঝার আকারে—
আকাশ-দামামা বাজে ঘন ঘন বিদ্যুৎ-প্রহারে !

এ কি এ অযুতকণ্ঠে জাগিয়াছে আনন্দ-আরতি—
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এল সেকি প্রেমের সারথি—
সুদূর তমিস্রাপার হ'তে—
ভাসিবে কি ঘর ভুলি পথ ভুলি ভেসে-যাওয়া স্রোতে,
উচ্ছ্বসিত প্লাবন বন্যায় !
মন্দ মন্দাক্রান্তা তালে ছিন্নপর্ণা শেফালির প্রায়
সেকি যাবে ভেসে—
অনন্তের অসীম উদ্দেশ্যে ?

আসিয়াছে আসিয়াছে, দূর হইতে আসিয়াছে ডাক—
আসিয়াছে মহাকাল, আসিয়াছে কঠিন বৈশাখ—
যেতে হবে তারি সাথে সাথে
বেদনা বিশ্রামহীন শান্তোজ্জ্বল তিমির প্রভাতে—
অস্তাচল শৈলপাদমূলে,
যেথায় জনম মৃত্যু একসাথে ছন্দ হ'য়ে দুলে !

অঙ্গুষ্ঠে

অসীমের উন্মত্ত নর্ত্তনে—
বিরাটের চক্রনেমি যেথা প্রাত্যহিক আবর্ত্তনে
অঞ্চলের আবর্ত্ত আঘাতে—
লয় টানি রাত্রি ও প্রভাতে।

হেমন্ত শরৎ শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত যেথায়—
ফিরে আসে পুনঃ ফিরে যায়—
দিক্ হ'তে দিকে দিগন্তরে—
বিরাট অসীম নীলে শশী যথা একেলা সন্তরে।

ভয় নাই, নাহি নাহি ভয়—
এল প্রেম উন্মত্ত দুর্জ্জয়—
রক্ত অসি ঝলসিছে প্রভাতের প্রথম প্রভায়—
আর্ত্ত ও ব্যথিতক্লান্ত ঘুম-জাগা চোখ মেলি চায়-
এসেছে সুন্দর—
এল অন্ধ অমানিশা, এল ক্ষুদ্র, এল ভয়ঙ্কর।

—*—

অরসিকেষু

বেরস জনের চরণে নমস্কার ;
দোহাই তোমার অধমে রেহাই দাও,
কাব্যে তত্ত্ব না করি আবিষ্কার—
কাঁচা মাথা মোর পার ত চিবায়ে খাও।

অঙ্গুষ্ঠ

কোন্ পথে প্রভু, চলিবে কহিয়া দিও,
তোমা হ'তে আমি রহিব যোজন দূরে—
চৌমাথা পরে কহিও কি তব প্রিয়,
গাহিয়া চলিব ঠিক বিপরীত সুরে।

সোজা কথা যদি সহজ করিয়া বলি,
বাঁকা অর্থেতে অনর্থ,কেন কর !

সোজা পথ যেটা ভেবে তারে বাঁকা গলি,
মোরে গালি পাড়ি, বৃথাই ঘুরিয়া মর !

উদোর পিণ্ডি চাপায়ে বুদোর ঘাড়ে,
চোখা বুদ্ধির আত্মপ্রসাদ লভি,
বুদ্ধির দৌড় বুঝাইয়া হাড়ে হাড়ে—
গোবরে মিছাই ভাব বিশুদ্ধ হবি !

কাব্য লিখিয়া পাঠক না যদি মেলে,
সেও ভাল তবু কোরোনা বিকৃত টীকা ;
চলা যায় তবু ধূ ধূ মরুভূমি ঠেলে,
প্রাণ মরুভূমি করে মরু-মরীচিকা !

জটলা পাকায়ে চায়ের পেয়ালা হাতে
রাজা ও উজির মার ধরে' যত খুসী
কুৎসার ঢিল ছোড় মেয়েদের মাথে
কাব্য লইয়া করিওনা ঘুসাঘুসি।

অঙ্গুষ্ঠ

'মেঘদূতে' খুঁজি মোরোনা ভুগোল কথা
'উর্ব্বশী' নহে মীমাংসা দর্শন
ফুল তুলিবার আছে চিরাগত প্রথা
তার লাগি মিছা ভূমি কর কর্ষণ।
তত্ত্ব নহেক, কবিতা কাব্য খাঁটি
অবোধ্য ভেব না হলে পরিষ্কার;
স্বকৃত অর্থে হানিও না শিরে লাঠি,
বেরস জনের চরণে নমস্কার!

অন্তিম বাসনা

(উলু দিও নাকো আমি মরে গেলে সুড়সুড়ি দিও কানে,
পচারে বলিও সে যেন তিনটে লাল বাতি জ্বেলে আনে।
পাড়া মাতাইয়া বিনিয়ে কেঁদো না, রুমালে মুছিও চোখ,
কাছে যেন মোর নাহি আসে সখি খোঁড়া নুলো হাবা লোক
শিয়রে আমার অ্যাশ্‌ট্রে রাখিও চরণে আলতা দিও,
এক ঠ্যাঙ্গে যেন দাঁড়াইয়া থাকে মোর যত আত্মীয়।
তুমি শুধু কাছে ব'সে,
সেলেটের পরে ভগ্নাংশের অঙ্ক যতনে ক'সে—
ফলটি তাহার লিখিয়া রাখিও আমার বুকের পরে—
বাসর-রাত্রে গোপনে সেইটি শুনায়ো নূতন বরে।)

অঙ্গুষ্ঠ

আলো যেন রাতে নাহি হয় জ্বালা যদি তব কালো চোখ
দীপ্তি হারায়—তবে তা রাতের অন্ধকারেই হোক।
বিনুনি তোমার এলাইয়া দিও কাঁচুলি রাখিও এঁটে,
বাম হাতখানি যতনে রাখিও আমার শীতল পেটে।

তব দক্ষিণ করে—

কাঁকণের সাথে শাঁখা যেন বাজে মৃদু কিঙ্কিনী স্বরে।

মধুর করিয়া ভৃত্যোরে ডাকিও, হাবীরে করো না মানা—
মৃত্যু-শিয়রে বিছায় যদি সে বোস-পুকুরের পানা;
আলিশায় যদি বসে এসে চিল, বসিতে তাহারে দিও;
শীত করে যদি—জড়াইয়ো দেহে আমার উত্তরীয়।

আমার দোয়াত-দানি—

যদি বা শুকায় কালি করো সখি ঢালিয়া চোখের পানি।
কবিতার খাতা গল্প আমার যেখানে যা কিছু আছে,
গভীর করিয়া রাখিও পুঁতিয়া আঁস্তাকুড়ের কাছে;

দেখো প্রতিদিন প্রাতে

রজনীগন্ধা ফুটেছে কি সেথা আঁধিয়ার কোন রাতে।
পহেলি বয়সে লিখেছিনু তোরে যে প্রেমের লিপিগুলি
মাছের থলিতে পুরিয়া শ্যাওড়া-ডালে রেখে এসো তুলি।

দোহাই তোমার প্রিয়া—

ব্যথার কারণ ঘটায়ো না কারো 'মাসিকে' পাঠায়ে দিয়া।

অঙ্গুষ্ঠ

শেষ অনুরোধ মোর—
ব্যথিত হয়ো না যদি চোখে তব লাগে কোন নব ঘোর ;
আমারে ভুলিও, দিও ফুটিবারে তব মন-কোকনদে—
বইগুলি মোর শুধু করো দান সাহিত্য-পরিষদে।

রেড্ রোড্

নুপুর-বিহীন পায়ে রুনুঝুনু, চোখে পাখোয়াজ বাজে,
পাদুকা-মাঝারে কাঁদে ছায়ানট, শুনি বক্ষের মাঝে,
না-পরা তোমার আল্‌তার রাগে
রঙিন স্বপন চোখে মোর জাগে,
চিহ্ন-না পড়া গণ্ডের দাগে
আমি ম'রে যাই লাজে।
সখি গো আমার, দেয়াশিনী সখি, পথ চল কোন্ কাজে,
আধুলির মত হিয়াটি আমার লুকায়ে 'বুকের খাঁজে।

প্রাণখানা মোর পড়ে পিছলিয়া তোমার পাদুকামূলে,
তপ্ত নিশ্বাস খেলিতেছে মম, তব বিচূর্ণ চুলে ;
দন্তে কাটিয়া শাড়ির আঁচল
দংশিছ মোর হিয়া-শতদল,
না দেওয়া তোমার আঁখির কাজল
ঝুল হ'য়ে গাছে ঝুলে,

অঙ্গুষ্ঠ

হিয়া-কম্পন হেরি তব যবে দূরে গঙ্গার কূলে
রেঙ্গুন যাত্রী জাপানী জাহাজ ঢেউয়ের আঘাতে দুলে।

সখি গো আমার, দেয়াশিনী সখি, জেগেছে কি অভিমান ?
চলেছ কোথায় মলিন ধূলিরে চরণ করিয়া দান ?
রেড্ রেড্ সখি, বক্ষ আমার,
এস, ভয় নাই চাপা পড়িবার,
হেরিবে না কেহ তব অভিসার
—নিরালা এ হিয়াখানা।
হেথা নাহি সখি, ভুখা গোরাদের গরু-খোঁজা অভিযান,
উৎসুক হ'য়ে নাই এই পথে কুৎসা-কাতর কান।

শ্রান্ত হইয়া পড় যদি সখি হেথা বেঞ্চ পাতা আছে,
নিবিড় আঁধার যদি চাও সারি-দেবদারু রহিয়াছে,
ভুলেছি যাদের ষ্ট্যাচু তাহাদের
পাথর-বাঁধানো তাও আছে ঢের,
মোড়ে মোড়ে 'বিট' পথ-পুলিশের—
ভয় কিছু পাও পাছে।
সখি গো আমার, দেয়াশিনী সখি, চুপিসাড়ে এস কাছে,
আলো নাই হেথা ঘন তমিস্রা দিগন্ত ব্যাপিয়াছে।

আঁধার আসিল গভীর হইয়া, তবু প্রাণে নাহি ভয়,
লোক চলাচল থামিয়াছে পথে, মোর এই অনুনয়—

অঙ্গুষ্ঠ

রাজপথ ছেড়ে এস সখি চ'লে
আমার হৃদয় সড়কের কোলে—
ওই দেখ দূরে আসে ট'লে ট'লে
গড় গোরা কতিপয়,
মন্দগমনে চলিয়াছে হের বন্ধ ফিটনচয়,
রাজপথে সখি নিজেরে এমন করিও না অপচয়।

সখি গো আমার, দেয়াশিনী সখি, ক্ষণেক ফিরিয়া চাও,
ফাল্গুনে আজ উন্মাদ হ'য়ে বহিছে দখিনা বাও,
হিয়া-হিমাচলে না পার চাপিতে
এস নেমে এস হৃদয়-বাপীতে।
ওলন-দড়িতে মাপিতে মাপিতে
নেমেছ কতেক বাঁও,
একান্ত যদি কর অবহেলা আড়-চোখে চেয়ে যাও,
এমন নিশীথে পায়ে ঠেলিও না কিছু যদি মেলে ফাও।

—*—

আমি কে ?

জন্ম আমার ভারতে, আমারে ভেব না ভারতবাসী,
স্থান অকুলান মক্কায়—তাই হেথা জন্মিনু আসি।
বলেছে পগম্বর,
"যেথানে হোক্‌না ঘর,

অঙ্গুষ্ঠ

আরব তোমার ভূমি পৈত্রিক, আমি সে জনমদাতা,
যেথানে তোমার থাকনা চরণ, এথানে আমার মাথা।"

ভুলেছি যদিও জননীর ভাষা, তা ব'লে আরবী নই?
কোরাণ যদিচ পড়িতে জানি না, সেই শাস্ত্রের বই!
কোরাণ স্পর্শ করি,
আমি হুকেতা নামাজ পড়ি,
আরব কাঁদিলে আমি কাঁদি আর, আরব হাসিলে হাসি,
যদিও নহেক আরবী ছন্দে তবুও আরববাসী।

আরবের সাথে যোগাযোগ আজও রেখেছে মোল্লাভাই,
স্পর্শিয়া তার দাড়িখানি মোরা হজের পুণ্য পাই।
ভারতে বিদেশ বাস,
যদি কভু হয় আশ—
স্বদেশ মাতার কোলেতে ফিরিয়া ধরিব আরবী বোল—
দয়া করে হেথা আছি সুতরাং মিছা করিও না গোল।

ছাদ বিহার

বিকেল হলেই ছাদ আমারে কসে যে আয় টান
কত প্রেমের ozone বাতাস বয় সেথা উজান
আমি থাকতে নারি ঘরে
তাড়া হুড়ো করে

যাহোক কিছু মুড়ি চিঁড়ে না চিবিয়ে গিলে
মেসের জন কয়েক মিলে
ছাতে ছুটি বেহুঁস হয়ে যেন
মৌতাতেরি সময় হলে কালাচাঁদের প্রিয় ভক্ত হেন
পরস্পরের অগোচরে হেথা হোথা দৃষ্টিবাণ হানি—
মনের কোণে দুষ্ট আশা করে কানাকানি
একটা মাছও পড়বে নাকি জালে
এদিক ওদিক দেখা ত যায় পালে পালে
পঞ্চ হতে পঞ্চাশৎ পার।—
আহা, ঐ কী চমৎকার!
কালো বটে, গড়ন কি সুন্দর—
মরি মরি, হৃদয় আমার ওর চরণে মাথা খুঁড়ে মর্
হস্‌নে অধীর—
আঃ ম'লো যা ছোঁড়াগুলো ওদিকপানে করেছে যে ভিড়—
পালাবে এখ্‌খুনি
কি নাম উহার কেই বা জানে—হৃদয় গাছের ছোট্ট সে টুনটুনি,
হে ভগবান্ ধন্য তুমি, তাকিয়েছে এইদিক্
পঁচিশখানা বাড়ীর পরে বোঝা যায় না ঠিক—
কিন্তু দাঁড়াবার কি ভঙ্গী চমৎকার—
আহা হাতের কাছে থাকত একটা বাইনাকুলার
ছেলেগুলো আর কেউ না উঠ্‌ত ছাতে—
বামহাতে

অঙ্গুষ্ঠ

তার একখানি বই ; ডান হাতটি গালে
রেলিং পরে কনুই দিয়ে ঠিক গ্রীসিয়ান চালে
কী অপূর্ব্ব ভঙ্গী
বছর সাতের ছেলে একটা সঙ্গী,
তার সাথে ত হেসেই লুটোপুটি
হাসির ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে গুটিগুটি
আমার পানেই চায়
হায় হায়
এক কোণেতে দাঁড়িয়ে একটু মনের মতন করে
দেখবো ওরে
নেইক তাহার জো
প্রফুল্লটা যেই তাকাল কট্‌মটিয়ে—চোঁ
করে
সে দৌড় দিল যে ঘরে
আমার হৃদয় পিণ্ডটাকে মাড়িয়ে গেল চলে
বেঁচে যাই ওর চরণ তলে মলে',
আহা ঐ যে—হল্‌দে রঙের শাড়ীপরা বোসেদের সেই মেয়ে
ওরি পানে চেয়ে চেয়ে
সুকুমার আর অজিতটাকে চশমা নিতে হল
আ মল
যা
পালায় মেয়েটা।

অঙ্গুষ্ঠ

বাঁড়ুয্যেদের বাড়ির ছাতে দেখি,
কাচ্ছা বাচ্ছা ছোট বড়র সভা বসেছে কি—
দশ বছরের যুবতীটি দড়ি নিয়ে লাফায়
আমার মনের ম্যাগনেটটাকে কাঁপায়।
ঐ বাড়ীর ঐ ছাতের কোণে একটি মাত্র মেয়ে—
এদিক ওদিক চেয়ে
দিলেম ছুঁড়ে চুমো উহার দিক—
আঃ কি বেরসিক,
পালিয়ে গেল
জ্বালিয়ে গেল
আমার হৃদয় কাঠ।
শৈলজার ঠাট
দেখনা—পাখ্না মেলে উড়্ছে যেন ছোঁড়া
পক্ষীরাজ ঘোড়া,
ভাব্ছেন যেন দেখতে উনি কার্ত্তিকেরি মত
ছাতের ওপর উঠ্ছে মেয়ে যত
সবাই যেন পড়েছে ওঁর জালে।
ভাবছে সবাই আড়ালে আব্ডালে
দেখবার যা নিচ্ছে দেখে পরস্পরে দিয়ে ফাঁকি
মেয়ে দেখে ভাবাবেগে কেউ বা ওঠে হাঁকি
হেঁড়ে গলায় ভাবে গাইছে গান
যে শোনে তার মজে বোধ হয় প্রাণ

অঙ্গুষ্ঠ

কত ঠামেই চলি আর কত ঢঙেই দাঁড়াই
কত ভাবেই আঁখিঠারে কত হৃদয় মাড়াই
কত বুকে বিঁধি মদনবাণ
বিছানাতে শুয়ে শুয়ে তাই না ভেবে করি যে আন্‌চান
ঘুম আসে না চোখে
শরাহত সেই মেয়েদের শোকে।

কোনও বাড়ির মেয়েগুলো এমনি ফাজিল
একটু বেশী দৃষ্টি দিলে দেখায় কীল
লাথি দেখায় ইটের ফুটো দিয়ে
কেউ বা আসে জুতো একটা ঝাঁটা একটা নিয়ে।

তাও লাগে ভাল
হোক্‌ না ছোট হোক্‌ না বেঁটে কালো,
পায়চারীতে শ্রান্ত হয়ে একদিকেতে দৃষ্টি স্থির করি
ময়লা জলের ট্যাঙ্কের ওপর চড়ি
একটী হৃদয় জয়ের তরে করি বিষম ধ্যান
হারায় চেতন হারায় সকল জ্ঞান,
ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে আঁধার
ছোট বড় যায় না বোঝা লাল কি কাল পাড়
যায় না বোঝা—তবু তাকাই
অন্ধকারের আড়ালেতে ইসারা তার যদি একটু পাই

অঙ্গুষ্ঠ

চক্ষু টাটায় দৃষ্টি নাহি চলে
ভুলি আশার ছলে
তবু দেখি আঁধার ঠেলে ঠেলে,
ঐটুকু মোর চরম আরাম আমি মেসের ছেলে।

প্রকাশের বেদনা

প্রকাশের বেদনায় হাত মোর চুলকায়
চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠে ;
ভিতরেতে ভাব যত ঠ্যালা মারে অবিরত
কলমেতে মিল নাহি জোটে।
চলিতে চলিতে পথে ভাব আসে মনোরথে
চট ক'রে খুলি নোট বই
গাড়ী ট্রাম 'বাস' লরি কিছু না খেয়াল করি
মনে যাহা আসে টুকি লই।
কভু কোনো জানালায় চকিতে কে সরে যায়
দেখা যায় আঁচলের পাড়,
লিখি 'দামিনীর মত হৃদাকাশে করি ক্ষত'
গাড়োয়ান হাঁকে 'হুসিয়ার'।
চমকিয়া সরে যাই মিল খুঁজে নাহি পাই
তবু লিখি আসি ফুটপাতে,

অঙ্গুষ্ঠ

'ওগো দামিনীর মত হৃদাকাশে করি ক্ষত
সরি যাও পলকের পাতে'।
ভাবেতে বেঁহুস রই হাতে নিয়ে নোট বই
বেরসিকে বোঝে না যে হায়
কেহ যায় ঠ্যালা মারি কেহ যেতে তাড়াতাড়ি
ছাতা দিয়ে খোঁচা মেরে যায়।
এলোচুল লাল সাড়ী দেখি চলে কোনও নারী
ভাবাবেগে পিছু তার চলি
মাথায় কে থুথু ফেলে কেহ ছ্যায় জল ঢেলে
তবু চলি এ গলি ও গলি।
ছাদের আলিসাপরে কভু দেখি থরে থরে
একপাল বসিয়াছে কাক ;
কভু আসি বায়ু ভরে মরমে আঘাত করে
গাধাদের বিরহের ডাক।
কভু দেখি কেন জানি শূন্যে তুলি লেজ খানি
গরুতে বাছুরে মারে ছুট
কোথা শুনি বাজে কাঁসি ভিখারিণী কভু আসি
ভিখ মাগে মেলি করপুট।
বিড়িওলা বিড়ি বাঁধে মুটে চলে মোট কাঁধে
বুড়ো পায়ে মোজা পরে' চলে
বদন আড়াল করি কেহ যায় রিক্স চড়ি
কেহ দেখি কারু কান মলে।

অঙ্গুষ্ঠ

কেউ চলে লাফে লাফে চুমু দ্যায় চা'র কাপে
চাখানায় দেখি কোনো লোক,
হাতে ঠোঙা কেহ যায় কেহ বা তামাক খায়
পান খেয়ে কেহ গেলে ঢোক।
ফিরিওলা করে ফিরি কেহ ফুঁকে দেশী বিড়ি
বিদেশী চুরুট কেহ ফোঁকে।
মস্তকেতে কারো টিকী কেহ বা ভাঙ্গায় সিকি
কারু দেখি চসমাও চোখে!
উড়েগুলো চুড়ো নেড়ে রামায়ণ পড়ে বেড়ে
কেহ দেখি মাথা চুলকায়
কেহ যায় খালি গায়ে কারো আছে জুতো পায়ে
গাছ তলে কেহ ঢুল খায়,
শিশু দ্যায় হামাগুড়ি কেহ বা বাজায় তুড়ি
বসে বসে কেহ হাই তোলে
কেহ করে ফিস্ ফিস্ কেহ দেখি দ্যায় শীষ
ছোলা পাঁঠা দড়ি বাঁধা ঝোলে।
কুকুরেতে পাত চাটে কেহ দেখি চুল ছাঁটে
চিলও দেখি ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
জল পড়ে ছাত চুয়ে ঝাঁকার ভিতর শুয়ে
ঝাঁকা মুটে কসে নাক ডাকে।
লজ্জাশীলা কোনো নারী মনে মেনে লজ্জা ভারী
দেখে পথ তুলি খড়খড়ি

অঙ্গুষ্ঠ

জল পড়ে নড়ে পাতা   চলে লোক হাতে ছাতা
ভেজে কেহ হাতে নিয়ে ছড়ি।
এই সব দেখি দেখি   ভাবি যত তত লিখি
তবু ভাব প্রকাশ না হয়
প্রকাশের বেদনাতে   নিদ্ নাহি আঁখিপাতে
চুলগুলো উস্কুখুস্কু রয়।
যেদিকে তাকাই হায়   ভাবের বন্যা ধায়
লিখিবার বিষয় কত রে
মুখে অন্ন রোচেনাক   বৌদিদি বোঝেনাক
খোঁচা দ্যায় বিবাহের তরে।
ভাবের সমুদ্র বুকে   রয়েছি সৃজন সুখে
প্রকাশের ব্যথা কারে কই
নোট বই সাথে ফেরে   রেখেছি পেন্সিল বেড়ে
প্রস্তুত হইয়া সদা রই।

যদি—

আমি যদি হতেম বেড়ালছানা
কোলের পাশে শুতেম তুমি করতে নাক মানা
আদর করে চুমো খেতে মুখে
গলা ধরে নিতে আমায় বুকে
মেরে ঠোনা বলতে "সোনা রাগ ক'রো না, না—না"
আমি যদি হতেম বেড়ালছানা।

অঙ্গুষ্ঠ

ফিরতেম আমি তোমার আগু পিছু
—আমায় শুধু দেখ্‌তে পেতে লাজে যখন করতে নয়ন নীচু
খাওয়ার সময় বসে' পাতের কাছে
দিতেম নাক দৃষ্টি তোমার মাছে
চেয়ে তোমার নয়ন পানে বিদ্ধ হতেম নয়ন বাণে
দেখতে শুধু বুঝতে নাক কিছু,
ফিরতেম আমি তোমার আগু পিছু।

তুমি যখন চাইতে না মোর পানে
চম্‌কে উঠে চাইতে হত কাপড় ধরে কে গো তোমার টানে
রাগে আমায় ফেলতে তুমি ছুঁড়ে
কাছে আস্‌তাম আবার ফিরে ঘুরে
আদর আমায় করতে গেলে যেতেম তখন দূরে চলে
খুঁজে আমায় পেতে না কোন্ খানে
তুমি যখন চাইতে না মোর পানে।

—*—

খোনা-পিকের শীষ্

কবির মনের পথ খোঁজে ঐ হা রে রে রে কোন্ বোকাটা?
কবির ভাবের শূন্য সিঁদুক তাতে কথার কুলুপ আঁটা!
মামুলী সব প্রেমের বুলি—
টেনে তোমার কাব্য-গুলি
বেঁহুস সবাই পড়্‌ছে ঢুলি (হায়রে দাদা)—

তাইতে ভাব কবি তুমি, বাড়্‌ছে তোমার বুকের পাটা—
মগজে হায় কুলুপ আঁটা।

Modernism তোমার মত মডার্ণ যুগে করছে কে গো'
বিদেশ কবির পচ্‌লানি সব কাব্যে তোমার ঝর্‌ছে যে গো।
আজ্‌কে তোমায় বুঝ্‌বে না কেউ,
পেছনে তাই লেগেছে ফেউ ;
ভবিষ্যতের আসছে যে ঢেউ ! (হায়রে দাদা)—
ভাব্‌ছ তুমি সফল হবে খোনা পিকের শীষ্‌ দেওয়াটা
মগজে যে কুলুপ আঁটা।

—*—

Dietz লণ্ঠনের একটি Calendar এর ছবি দেখিয়া

ওগো তুষার দেশের মেয়ে—
কেন এই বাঙলা দেশের গোবেচারীর পানেতে রও চেয়ে।
তোমার ঐ নীল নয়নে নিমেষ নাহি
ফ্যাল্‌ফেলিয়ে আছ চাহি
প্রণয়-ভীতু-কুমারীদের
নয়ক রীতি যে এ !
ওগো তুষার দেশের মেয়ে।

যে দিন কিনে ছ'আনাতে
গোলদিঘীর ঐ পূব কোণাতে

অঙ্গুষ্ঠে

সুমুখের ঐ দেওয়ালটাতে
টাঙ্গিয়ে দিলেম তোমায়
সেদিন হতে আজও
তোমার একটু নাহি লাজও
তোমার নিমেষ বিহীন নয়ন বাণে
বিঁধছ কেবল আমায়!
আমার কাজ অকাজে ঘুমের মাঝে
মনটি আছ ছেয়ে—
ওগো তুষার দেশের মেয়ে।

তোমার ঐ সোনার বরণ চুল,
দুধে আলতায় রংটি তোমার
দেখে ক্ষণে ক্ষণে আমার
আপনাকে হয় ভুল;
আমি ভুলে গিয়ে কলেজ মেসে
কোন্ পাহাড়ঘেরা তুহিন দেশে
তোমার সাথে ফিরি ঘুরি কোন্ সাগরের কূল
বিদেশী কোন্ মধুর ভাষায়
Duet গেয়ে গেয়ে।
ওগো তুষার দেশের মেয়ে!

তোমার বরফ-সাদা দাঁতের ফাঁকে
একটু মধুর হাসি।

অঙ্গুষ্ঠ

লাল টুক্‌টুক্‌ ঠোঁট উপ্‌চে
উঠ্‌ছে যেগো ভাসি !
তোমার গালেও দেখি লালের আভা
যায়না তোমায় নিলাজ ভাবা
টানা তোমার বাঁকা ভুরু
বড়ই ভালবাসি !
অলক গোছা পড়্‌ছে তোমার
ললাটে বেয়ে বেয়ে—
ওগো তুষার দেশের মেয়ে।

প্রিয়ে তুমি অবুঝ বড়
যে সে আসে যখন তখন
খেয়াল নাহি কর ;
কেন তুমি তাকাও হেন
ফিরাও নাক' মুখটি কেন
বল্‌তে কথা লজ্জা পেয়ে
হই যে জড় সড় !
আমার ভাব দেখে যে মুচ্‌কি হাস
তবুও রও চেয়ে—
ওগো তুষার দেশের মেয়ে।

কাজের সময় ব্যস্ত হয়ে
তারিখ দেখ্‌তে গিয়ে,

অঙ্গুষ্ঠ

তাকিয়ে থাকি হাস তুমি
কেমন রীতি ছি এ !
পড়া শোনা গেছে চুলোয়,
বইগুলো সব লোটায় ধূলোয় ;
যেখানে যাই সবার ঘরে
তোমায় দেখি প্রিয়ে ;
তবু দিবানিশি তুমি আমার
মনটি আছ ছেয়ে—
ওগো তুষার দেশের মেয়ে ।

আমায় ভালবাস কিনা
বুঝতে নাহি পারি,
হাস কেবল কওনা কথা
দুষ্টু তুমি ভারী !
একলা ঘরে দুজন রহি
দৃষ্টি দিয়েই কথা কহি
বাইরে যেতে মন সরে না
প্রিয়ে তোমায় ছাড়ি ;
আমি সব ভুলেছি তোমারে ঐ
একটু মাত্র পেয়ে
ওগো তুষার দেশের মেয়ে ।

—*—

বিরাট ব্যাপার

একি বিরাট ব্যাপার ভাই—
বিশাল বিশ্বে যে দিকে তাকাই কুল বা কিনারা নাই !
কয়লার রঙ কেনই বা কালো
সূর্য্যি উঠিলে কেন হয় আলো
বর্ষায় কেন ব্যাঙ ডাকে বল রোদ্দুরে ফাটে পিঠ।
পথে লোক কেন দিনরাত চলে
কারো হাতে ঘড়ি কারো চেন গলে
জামা পরে সবে কত রকমের রঙ বেরঙের ছিট।
(মেয়েদের কেন বড় হয় চুল
আম পেকে কেন করে তুলতুল
কাঠ পুড়ে গেলে কেন শুধু থাকে কয়লা এবং ছাই !
একি বিরাট ব্যাপার ভাই !)
বসন্তকালে কেন উড়ে ধূলো
লেপ কেন হয় খোলে ভরে' তুলো
কুকুরেতে কেন ঘেউ ঘেউ করে মানুষেতে কথা কয়
আঁধার রাত্রে পুকুর ঘাটেতে কেন করে ভয় ভয় !
তেঁতুলের কেন থাকে বল বীচি
ঘুষ খেলে কেন লোকে করে ছি ছি
ভাত খেলে কেন বাঙলা বেরোয় মদ খেলে ইংরাজী।
কবিরা কবিতা কেন গিছে লেখে
লাথি খেয়ে পায়ে দেয় তেল মেখে

অঙ্গুষ্ঠ

আধা ইংরাজ অর্দ্ধ বাঙালী কেন ফেরে সং সাজি।
লোক ম'লে কেন বলে হরিবোল
চোর এলে কেন মিছে করে গোল
ছেলে হলে কেন ঢোল কাঁসি বাজে বিয়েতে বাজে সানাই
একি বিরাট ব্যাপার ভাই!

রাগ হ'লে কেন চক্ষু রাঙায়
আলিসায় কেন কাপড় টাঙায়
চুল পেকে গেলে কলপ মাখিয়া কেন করে চুল কালো,
গয়না কাপড়ে পত্নীরা কেন স্বামীদের বাসে ভালো।
অ আ কেন ক খ গর আগে
দেনা ভয়ে কেন দেনাদার ভাগে
গায়ে কেন মাখে সর্ষের তেল মাথায় কুন্তলীন,
ছারপোকা কেন চেয়ারে চেয়ারে
কথা কাটাকাটি এয়ারে এয়ারে
ইংলণ্ড কেন ইউরোপে হ'ল জাপানের পাশে চীন।
দিন আর রাত কার কারসাজি
কল্কেতে খায় অম্বুরী সাজি
গলা খোলা কোটে কেন পরে' লোকে কলার এবং টাই
এ কি বিরাট ব্যাপার ভাই!

পেটে পেটে কেন পিলে বল থাকে
উড়ে বাঙলায় এল লাখে লাখে

অঙ্গুষ্ঠ

দিল্লীতে কেন হ'ল রাজধানী মক্কাতে হয় হজ
মাথায় না থেকে বিদ্যা কেন বা পেটে করে গজ্ গজ
কবি কেন লেখে অঙ্কের বই
ভাজা চালে কেন হয় মুড়ি খই
কই মাছ কেন ম'রেও মরেনা কেরোসিনে আলো জ্বলে
দাঁতে দাঁতে পোকা লাগে বল কেন
বেরস বিচার কেন করে হেন
দেশ নেতা কেন মামুলী বুলিই কপ্‌চায় হলে হলে,
জুজুর ভয়েতে ছেলে কেন কাঁদে
ঘুঘু দেখে লোক নাহি দেখে ফাঁদে
কপি দিয়ে কেন ঝোল রাঁধে বল কুম্‌ড়োর অম্বল।
বাঙলায় কেন কাগজ চলে না
সাদা কথা কেন সকলে বলে না
সন্ন্যাসী হ'লে নিতে হয় কেন লোটা আর কম্বল।
গোলদিঘী কেন চৌকোণা হ'ল
দশ শালে কেন টেকো রাজা মল
সাপ্তাহিকটা চালাতে গেলেই ট্যাঁক ভারী হওয়া চাই
একি বিরাট ব্যাপার ভাই!

সার্থক জীবন

১

নধর মেড়া এক আসিল কোথা হতে
বাঁকান শিং, ন্যাজ-কাটা,
বলিতে নাহি পারি উজান কোন্ স্রোতে
আসিল কচি কালো পাঁঠা।
দু'জনে দেখা হ'ল বাটে—
যেথায় কুলুকুলু বহিছে ভাগীরথী
তীর্থসার কালিঘাটে।

২

এ চাহে চমকিয়া উহার চাঁদ-মুখে,
পাইয়া জুড়ি এত দূরে
মেড়ার ট্যারা চোখ মুদিয়া এল সুখে ;
ডাকিল পাঁঠা মিঠা সুরে।
উভয়ে উভয়েরে কহে,
"পূরবে পশ্চিমে আসিনু জয়ী হ'য়ে
মোদের জুড়ি কেহ নহে।"

৩

যে চলে রাজপথে গুঁতোয় তারে যেয়ে
দু'ধার হ'তে দুই জনে,
খাইল লুটাপুটি হয়ত মার খেয়ে
ভদ্র জন-সাধারণে।

সকলে কহে, "এ কি জ্বালা!
যেখানে এতকাল করিনু সুখে বাস,
সেখানে এ কি ঝালাপালা!"

৪

বিপদে পড়ি সব দ্বিপদ দ্রুত ভাগে
আপনা বাঁচাইতে চায়,—
বিজয় গৌরবে দু'জনে অনুরাগে
পরস্পরে চুলকায়।
কহিল মেড়া, "পাঁঠা ভাই,
দু'জোড়া শিং হ'তে এদেশ হ'ল ফতে
বিশ্ব জয়ে চল যাই।"

৫

পূজারী কালীমার সেদিন পথে যেতে
হেরিল রাজপথ-ধারে,
বিজয়-গরবেতে দু'জনে আছে মেতে;
ভাবিল বাহা বাহা বারে!
সফল আজ পথ-হাঁটা
দেখিনি বহুদিন এমন বেড়ে মেড়া
এ হেন কচি কালো পাঁঠা।

৬

নিকটে গিয়ে দুই বগলে চাপি দুয়ে
চলিল মন্দির পানে,

অঙ্গুষ্ঠ

নধর দেহ ছুটি ডোবায় দিল ধুয়ে,
কহিল কাঁমারের কানে,—
"বলির ঘরে নিয়ে যারে,—
হবেন খুসী মাতা এমন বলি পেয়ে,
আগামী অমা-শনিবারে।"

—*—

বুয়ারে ইংরাজে

বুয়ারে-ইংরাজে যুদ্ধ বাধিয়াছে, 'নাকী'র ছোট মহারাজে—
'নাকার' মেজ-শালা লগন-চাঁদাবাবু কহিল রাজ-সভা মাঝে,
"উচিত নহে এই রণ,
ছ'দলে কাটাকাটি করিছে মিছা কেন, আমরা আছি ছুই জন!
এমনি ঝুটা কাজে করিয়া খোঁচাখুঁচি রক্ত কেন করে বার—
হুকুম কর যদি 'কুচিয়াকোলে' খোকারে করে দিই 'তার'।"

কহিল ছোটরাজা মেয়েলি ঢঙে, "কহিলে যাহা বটে ঠিক,
ওহে হে রামধন, আনত F 6, কষিয়া দেখি statistic(s),
probability আছে বটে,
হাজারে তিনশত মরিতে পারে লোক, এসব change যদি ঘটে।
যা হোক্ Doctrine, পড়ি না, জানি তবু—প্রথম কেবা, কেবা পরে
কাটিতে চাহ যদি পরের কান, কুমীরে ডাক নিজ ঘরে।"

নিকটে ছিল যারা কাতরে দ্যাখে, দুজনে ভেবে হ'ল খুন,
এ কহে— কয়লা লোহা ও চিনা মাটি, ও কহে তেল আর মুন।

"উপায় ভাবিয়াছ কিছু ?"—
শুধাল ছোট-রাজা, কহিল চাঁদাবাবু নয়ন ছুটি ক'রে নিচু
"আপনি আছ—তুমি বুঝিয়া হালচাল, ডাকিয়া ফেল এক সভা
এ ঘোর দুরযোগে মোদের কাজ কিবা, সকলে তাই তুমি ক'বা।"

শেষেতে হ'ল স্থির—বসিবে সভা, পাঠান হ'ল পীত লিপি,
আসিল শ্রীহট্ট, ঢাকা ও কালিঘাট, আসিল বাঘমারী, C, P.
আসিল আরো কত লোক,
সভায় বুড়া-রাজে না হেরি, দুখী হাজারো উৎসুক চোখ।
কহিল চাঁদাবাবু বিলাতী ছাঁদে, "অতীব গুরুতর ইয়ে—"
"সমস্যা," পিছে থেকে কহিল ছোট-রাজা, "বুঝুন সবে বিচারিয়ে—

"বুয়ারে ইংরাজে যুদ্ধ বাধিয়াছে, যুদ্ধ কভু ভাল নয়—
মশা ও ছারপোকা দু'হাতে মেরে মেরে কেহ কি করিয়াছে ক্ষয় ?
দেখুন সকলেই ভেবে,
আমারে নিয়ে যারা করেছে ঘাঁটাঘাঁটি, তাদের দেখে নেব এবে।
বিপদ ভয়ানক এবার Monsoon আসিবে অতিশয় দ্রুত,
লুটিতে চাহে টাকা—অতীব পাজী ওয়া—করিয়া যুদ্ধের ছুতো !"

(শুনিয়া সকলের চক্ষে ধারা বহে) "দেখুন, কথা নহে ভালো,
খাকী যে কোট প্যাণ্ট্ তাহার সাথে নাহি মানায় জুতা কালো
দেখেছি পরীক্ষা করি',
খাকীর সাথে যদি পাদুকা হয় কালো, সময় ঠিক রাখে ঘড়ি।

অঙ্গুষ্ঠ

একথা জোর ক'রে বলিতে পারি বটে—ঘুরিয়া এনু বহুদেশ,
সকলি বুঝি আমি, অনেক কিছু মোদের চাঁদা বুঝে বেশ।

বুয়ারে-ইংরাজে যুদ্ধ তাহা হ'লে থামিয়ে দেওয়া হ'ল স্থির।"
সকলে কহে—দাও বৃদ্ধ-রাজে ভার বিচার-নিষ্পত্তির।
কহিল 'নাকা'পুর চাঁই—
"সমান হয় কভু ছিপির সাথে ওজন করি যদি ছাই ?"
উঠিয়া ছোটবাবু মধুর নাকি-সুরে কহেন অতি মৃদুভাবে—
"কে পারে কহিবারে বাদল নামে কিনা, শ্যাওলা পড়ে যদি ঘাসে ?"

বুয়ারে-ইংরাজে যুদ্ধ বুড়া-রাজা লিখিলা এই লিপিখান,
'দুদল দুই দলে করুক বিনিময় চুরুট, চা, ও মিঠা পান।
* বেচারা এক পাশে আছি,
আমারে ছুঁয়োনাক করিয়া বুড়ি, যদি বা খেল কানামাছি।
পাঞ্জা লড়িবার সুবিধা যদি পাও, কোমরে দিও কাতুকুতু,
উচিত নহে কভু, কুকুরে লাথি মারি' ফিরিয়া ডাকিবারে তুতু'।"

বসিল ছোট রাজা চেতায়ে বুক, হাসিল 'ঠোঁটে-কলা' চাঁদা,
খোকার বোকা-হাসি দেখিয়া সকলে ঘুচিয়া গেল সব ধাঁধা।
সকলে করে কানাকানি—
বাঁচিলে ছোট-রাজা চাঁদার সাথে আর-ও কত হবে জানি।
চায়ের দোকানে বাড়িল খদ্দের, ধোঁয়ায় ধোঁয়া হ'ল দেশ,
বুয়ারে ইংরাজে যুদ্ধ থামিয়াছে,—পাকিয়া সাদা, কালো কেশ!

গান

শনিবারের বার্বেলাতে, যাবনা আজ রঙ্খেলাতে,
'সবাই-কবির-দেশ' পেয়েছি, এঁদো গলির ঘরেকোণে।
হৃদাগানে ফুল্‌ফোটেনি, তাই বলে' কি ভাজোটেনি ?
রবি-কাব্যের জাব্না খেয়ে কাল্কাটে তার রোমন্থনে
এবং ক্বচিৎ উগ্দারণে।

* * *

খাতাপাতা শুক্ক বটে,
রস আছে মোহ্র্দয় ঘটে—
উপ্‌চে সে রস কলম বেয়ে গড়িয়ে ছড়ায়
কালির্গনে!

* * *

কাব্যি-হাওয়া ঘুমিয়ে আছে,
গাকুক্কা তায় কেই-বা যাচে ?
প্রিয়ে তোমার কুলোর্বাতাস দখিণ হাওয়া আমার কাছে!

* * *

নীরব হলেও বায়স বঁধূ,
তোমার বাণী ঢাল্‌বে মধু—
দিবস নিশি লাগ্বে সমান কণ্ঠ ঢাকের পিট্টায়নে!
এবং ক্বচিৎ প্রহারণে।
'সবাই-কবির-দেশ' পেয়েছি এঁদোগলির ঘরেকোণে!

গৃহীর প্রভাত চিন্তা

হব সন্ন্যাসী, হব সন্ন্যাসী—
ইন্দ্রিয়জয়ী ব্রহ্মচারী, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী
ক্রোধের কারণ যত হোক্ আমি কই রাগি!
প্রভাতে ভাবি যে বসি পড়িব পড়িব খসি
এই সংসার বৃক্ষ হইতে শুষ্কপত্র মত;
মানিব না বাধা মায়ার কান্না, লব সন্ন্যাস-ব্রত।
আমি আপিল করিব না,
বাহানা মাফিক গৃহিণীর গহনা
সাধের নিদ্রা রাত্রে বাঁচাতে তাহাও গড়িব না।
সকালে উঠিয়া ঝাঁকা হাতে লয়ে ছুটিব না বাজারে
আমি ট্যাক্স দিব না কর্পোরেসনে, বিজাতীয় রাজারে।
প্রতি রবিবারে ধোপার পিছনে হইবে না ছুটিতে
হবে নাক' যেতে শ্বশুর গৃহেতে প্রত্যেক ছুটিতে।
পরের শ্রাদ্ধে, দেশের কারণে আর নাহি দিব চাঁদা
দুঃখ হবে না কোলে নিতে ছেলে কালো-রোগা-নাক-খাঁদা।
সর্দ্দি মুছায়ে বিলাস-বস্ত্র নোংরা হবে না আর
মাসের শেষেতে যার তার কাছে লইতে হবে না ধার!
দাড়ি গোঁফে দিব অবাধে বাড়িতে
ডাকিব না প্রাতে নাপিত বাড়িতে
দুধে জল হেতু গোয়ালার সাথে হবে না ঝগড়া-ঝাঁটি
'পড়্ পড়্' বলে ছেলের মাথায় মারিতে হবে না চাঁটি,

অঙ্গুষ্ঠ

কিবা ভয় আর বাড়ন্ত যদি গিন্নীর ভাণ্ডার
তীর্থে তীর্থে হব না ত্যক্ত হস্তেতে পাণ্ডার।
অশৌচ নাহিক অসুখের কালে ডাক্তারে ফিস্ গোণা
ছেলের পিলেটা সারাবার তরে খুঁজিতে হবে না চোনা।
দুর্জ্জয় শীতে ঘামিতে হবে না চোর ডাকাতের ভয়ে
অপমান আর কিছু নাহি হবে মামলায় পরাজয়ে,
মেয়ে বিয়ে নিয়ে ছেলের বাপের পায়ে পায়ে তেল দিয়ে
ফিরিব না আর—না হবে ভাবিতে পূজার তত্ত্ব নিয়ে,
বাসন মাজার ফ্যাসাদ নাহিক চাকর পালিয়ে গেলে,
পাড়াপড়শীর নালিস নাহিক পাজী যদি হয় ছেলে।
সাহেবের লাথি, বাপান্তি গাল হবে না শুনিতে আর
ছেলে মেয়ে আর স্ত্রীর ফরমাসে ছেড়ে যাব সংসার।
অসহ্য সব নিশ্চয়ই আমি হয়ে যাব সন্ন্যাসী
ভাবিতেছি বসে—পত্নী নিকটে আসিয়া যে কন হাসি।
"তুমি হেথা বসে এদিকে যে চাটা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হ'ল
বুদ্ধি হোলো না বয়স যদিও এক কুড়ি আর ষোল।"
চার ক্ষুধা আর গৃহিণীর তাড়া জুড়াইয়া দিল মোরে,
আজ শুনি কথা, ভাবা যাবে ফের আগামী কল্য ভোরে।

অঙ্গুষ্ঠ

অঙ্কুর

১। ‘এই দাও’
‘ওই নাও’
‘মাথা খাও’
শুনছি।

চৌপর
দিন্‌ভর
ফরমাস্‌
শুণছি।

ফিস্‌ফিস্‌
গুজগুজ
দিনরাত
কর্‌ছে,

ডালমুঠ
মুঠমুঠ
পেট্‌টায়
ভর্‌ছে;

আব্‌দার
হর্‌দম
ঘাড়টায়
চড়লে—

অঙ্গুষ্ঠ

ছল ছল
দুই চোখ
চোখ লাল
করলে।
প্যান্ প্যান্
ঘ্যান ঘ্যান
আনচান্
মন যে
গণ্ডের
বিষফোর
পত্‌নীর
বোনরে।
কম্বল
সম্বল
জঙ্গল
চল্‌ব
সংসার
নিঃসার
সব ঠাঁই
বল্‌ব।
নাই পাই
যেই ঠাঁই

অঙ্গুষ্ঠ

চঞ্চল

চক্ষে

আস্‌তান

সেই স্থান

গাড়লেই

রক্ষে।

২। ঘেঁষাঘেঁষি

মেশামেশি

শেষাশেষি

রেশারেশি

ছি এ!

কানাকানি

টানাটানি

হানাহানি

দানাপানি

নিয়ে।

৩। চপল আঁখি?

সত্যি নাকি!

আমায় ফাঁকি

দিচ্ছ না ত!

অঙ্গুষ্ঠ

ফর্সা'ত চাম ?
'উজ্জ্বল শ্যাম ?'
বাপের কি নাম ?
'রাম গাঙ্গাতো'

বিষ্ণুগড়ে
দোকান করে
রেস্ত ঘরে
আছেই কিছু !

ছেলেমেয়ে ?
'ছটি' হ্যাঁহে
একটি বাড়ে
বছর পিছু ।

বয়স কত
ঠিক জান ত
মনের মত
চতুর্দ্দশী ?

বোকা বড়
একটি ফটো
আন্‌লে কত
হতুম খুসী ।

৪। উন্মাদ

(র‍ঁলা—রাসেল-কেচালফ ছন্দ)

হে উন্মাদ
একি পরমাদ
এ কিম্ভূত
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
কবিতা লিখিলে তবু,
স্বর্গ হ'তে সশরীরে অবতীর্ণ নাহি হন প্রভু
তোমারে দানিতে কোল!
চেলারা পিটায় ঢোল
এত
সেত
বুঝি সঙ্গীত শুনিয়া—
(ইত্যাদি)

আরও ৭০৩ লাইন ছিল স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

ফণী-মনসার স্বপ্ন

(গান)

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে' ফুট্‌বে গো ফুল ফুট্‌বে গো
মধুর লোভে গন্ধ ব্যাকুল মধুপকুল জুট্‌বে গো—!
বল্‌বে সবাই, বেশ ত তুমি—
কর্‌ছ আলো কানন ভূমি"!

অঙ্গুষ্ঠ

ফণী মনসা নামটি আমার টুট্‌বে গো আজ টুট্‌বে গো-
দিকে দিকে কাঁটা ফুলের গন্ধ আমার ছুট্‌বে গো!
কাঁটা আমার বোঁটা হ'য়ে
হাওয়ার ভরে দুল্‌বে গো—
গন্ধ আমার বনস্থলী
আকুল করে' তুল্‌বে গো!
গোলাপ, বেলি চামেলি দি'র মাথা ছুঁয়েই লুটবে
হিংসাতে সব মর্‌বে ফেটে কাঁদ্‌বে মাথা কুটবে!
আমি তখন সোহাগ ভরে
দুল্‌ব কাঁটা বোঁটার পরে
গর্ব্বে আমার পাঁপড়ি গুলো রঙীন হয়ে উঠ্‌বে গো
সুন্দরীরা হাতে নিয়ে দলগুলি মোর খুঁট্‌বে গো।

—*—

পত্র

কল্যাণীয়াসু,

*　　*　　*

আজি হতে দীর্ঘ পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে
ষষ্ঠি পঞ্চ বয়সে তোমার, হে প্রেয়সী,
ছবিটি জাগিছে তব, মুগ্ধ এ অন্তরে,
লোলচর্ম্ম-বৃদ্ধা-বেশ, অয়ি পঞ্চদশী।
সুকৃষ্ণ কুন্তল ঘন, শণ-শুভ্র হ'য়ে
শোভিতেছে ক্ষুদ্র তব বিরল মস্তকে,

অঙ্গুষ্ঠ

কপোল কুঞ্চিত শীর্ণ কাল-ঝঞ্ঝা স'য়ে
অধর পাণ্ডুর জীর্ণ সংসার-পরখে।
দশন অভাবে মুখে ভীষণ ভ্রূকুটি,
কুব্জ হয়ে ফিরিতেছ, ভগ্ন কটিদেশ;
কপালে গণ্ডেতে রেখা উঠিতেছে ফুটি;
নয়ন-কমলে আর নাহি জ্যোতিলেশ।
বিশীর্ণ অঙ্গুলি তব কাঁপে থরথরি,
মুখে বাক্য বাহিরায় অবোধ্য অস্ফুট,
বিড়বিড় বকিতেছ রাত্রিদিন ধরি
অকারণে বধূদের ধরিতেছ খুঁত!
নাতি ও নাতিনী লয়ে কাটাইছ বেলা
রঙ্গ রস পরিহাস বিরক্তি-বিভ্রাটে;
বিনিদ্র রজনী বুকে আনে স্মৃতি-মেলা,
অষ্টোত্তরশত নামে শেষরাত্রি কাটে।
শীতে অঙ্গ জর জর নামাবলী গায়ে
বসেছ উঠান-কোণে রোদে পিঠ দিয়া,
নাতিনী লেপিছে তৈল শুষ্ক তব পায়ে
তার সাথে পরিহাস কর মোরে নিয়া।
আমার এ পত্রগুলি কালজর্জ্জরিত
দেখাও তাহারে গর্ব্বে অতি সঙ্গোপনে,
গোপনে শুধাও নাত-জামাতার রীত,
কহিয়া আমার কথা হৃষ্ট মনে মনে।

অঙ্গুষ্ঠ

সন্ধ্যায়, লেপেতে তব সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া
কহিছ কাহিনী কত, অতীতের কথা,
স্মৃতি যত আছে তব হৃদয় জুড়িয়া
জীবনের সুখ-দুঃখ-বিষাদ-বারতা।
মুকুরে দেখিয়া মুখ ভাবিছ বিরলে
পঞ্চাশ বছর আগে কে ছিল সুন্দরী—
বেঁধেছিল হৃদি কার চঞ্চল অঞ্চলে,
কে রাখিত প্রেম-পাত্র পরিপূর্ণ করি' !
ভাবিছ যৌবন-নিশি উন্মাদনা কত,
অর্থহীন প্রলাপের বিনিদ্র রজনী,
শঙ্কা, অভিমান, দ্বন্দ্ব, মিলন নিয়ত,
নব নব অতিথির ফুল্ল আগমনী।
হয়ত বিরহ-ব্যথা গিয়াছ পাসরি',
হয়ত মিলন-সুখ মনে নাহি জাগে,
অতীত সম্বল তবু রয়েছ আঁকড়ি
রঙীন পরাণ গত যৌবনের রাগে !
ফাগুন যামিনী একা কাটাই প্রেয়সী,
ভাবী জীবনের কথা ভাবি অকারণ—
সেদিনের কথা ভেবে ওগো পঞ্চদশী,
কবিতা-কল্পনা মোর মানে না বারণ।
তোমারে লিখিনু লিপি ছন্দোবদ্ধ করি,
এই লিপি সেই দিন পড়ি' সযতনে,

অঙ্গুষ্ঠে

চতুর্ব্বিংশ বৎসরের পতিটিরে স্মরি'
পঞ্চদশ বর্ষ তব আনিও স্মরণে।
সেদিনের তোমা লাগি রচিলাম গান
পার যদি গেয়ো ইহা নাতিনীর কাছে—
গান গেয়ে মনে যদি জাগে অভিমান
নিয়ো প্রতিশোধ প্রিয়া পতি যদি বাঁচে।

অলকে কলপ না দিয়ো,—
খোঁপার ফাঁদ না ফাঁদিয়ো,—
দন্তবিহীন শুষ্ক বদনে
ফোক্‌লা কান্না কাঁদিয়ো!
সাড়ীর আঁচলে দোক্তা ও চূণ
সযতনে প্রিয়ে বাঁধিয়ো!
পাকা রোহিতের ফুলকোটি দিয়া
শাক-চচ্চড়ি রাঁধিও।
এস এস বিনা ভূষণেই
হাঁড়িতে কি সখি ভুষো নেই,
তাই দিয়ে চুল কালো করে প্রিয়া,
নাতির চক্ষু ধাঁধিয়ো।
কুঁজো হয়ে পথে চ'লো চ'লো সখি,
লাঠি দিয়ে দো'রে ঘা দিয়ো!

অঙ্গুষ্ঠ

আজিকার লিপি পড়ে হর্ষ সেদিনের
কল্পনায় দেখি আমি মধ্যরজনীতে,
এই পুরস্কার প্রিয়ে প্রণয়ীজনের,
নহে মূর্খ ক্রিটিকের প্রশংসাবাণীতে !
চিঠি লিখে অর্দ্ধরাত্রি করিনু যাপন
বিরহের ক্লান্তি আসে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে,
কল্পনা-পীড়িত শিরে দেখিব স্বপন
পঞ্চষষ্ঠী বৎসরের বৃদ্ধা প্রেয়সীরে।

ইতি···

বর্ষা-বিরহ

হায়রে বর্ষা, নিশীথ রাতে গুমরে মরে কোন বিরহী,
বিরহিনী বয় বিরহ-ভার !
মেদুর আকাশ, কথনো বা গগন সঘন, পঙ্কমহী—
একলা পথে কাহার অভিসার !
ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন পুলক-ভরা কণ্টকে,
ডোবার ধারে বিলাপ দাদুরীর ;
কলাপ-কলায় কেকার রবে বনে ছড়ায় হর্ষ কে ?
শিউরে দেহ বকুল কেতকীর।
তড়াগ-বাপী-নদীর বুকে অধীর আবেগ উচ্ছলে,
নীল আকাশে কালো মেঘের সার-

ক্ষণে ক্ষণে ঘোম্‌টা খুলি' বিজ্‌লীবালা কোন্ ছলে
চমক্ হানি' বাড়ায় অন্ধকার।
মাদল আজি বাজায় কে গো? বাদল গগন ঘর্ঘরে—
গুরু গুরু গুমরে কার হিয়া—
যক্ষ-বঁধু বধূর খোঁজে কাগজ-মেঘে দূত করে;
মিলন-রসে কে উঠে সরসিয়া!
নিবিড় বনে শ্যামল শাখা সজল বায়ে মর্ম্মরি
টুপুর টুপুর নূপুর কাহার বাজে!
তালীবনের চূড়ায় চূড়ায় কে ফিরিছে সঞ্চরি'
আধো আলোয় বনবীথিকা সাজে।
ভরা বাদর ভাদর মাহে শূন্য দেউল কার আজি
জলের ধারায় ভিজায় নিচোল বাস;
এক্‌লা নিশি কে জাগে গো! পরাণ উঠে কার বাজি',
মেঘের ডাকে কাহার বুকের শ্বাস!
জলের ধারার কলরবে রাগিনী কে শুন্‌ছে গো,
বাদল বায়ে উতল হ'ল কে!
কুসুম গণি' মিলন দিনের হিসাব কে সে গুণছে গো,
গাঁথিয়া রাখে শিথিল অলকে।
মাটির বাসে, ফুলের বাসে জলধারায় একটানা—
বিরহী জাগে বাদল নিশীথে—
লক্ষ যুগের কবিরা সব বক্ষে তাহার দেয় হানা
নিবিড় ব্যথা জাগায় তার চিতে!

অঙ্গুষ্ঠ

হায় কালিদাস, হায় জয়দেব—বিদ্যাপতি-মৈথিলী,
হায় রবীন্দ্র, হা রায়-কালিদাস!
বাদল রাতের নিদ্রা নিবিড় ভাঙ্‌লে গো তোম্‌রাই মিলি—
মগজেতে গজিয়ে হা হুতাশ!
কাব্যি পড়ে বুকের ভেতর গাঁজিয়ে ওঠে ঘোর ব্যথা—
বৃষ্টিধারায় আকাশ কাঁদে, ভাবি—
জল থৈ থৈ দেখ্‌লে ডোবা বুকের মধ্যে শূন্যতা
পরাণ পাখী অন্তরে খায় খাবি।
পেশা আমার কলম-পেশা, গিন্নী গেছেন পিত্রালয়—
অঙ্গনেতে জম্‌ল আঁস্তাকুড়,
পঁচিশ দিন এক শয্যা পাতা, চাদরখানা ঘর্ম্মময়—
পেয়ালা সব ভেঙেই হ'ল চুর।
বইগুলি সব ধূলিশয়ান, যদিও সতীন পত্নীটির
তাদের লাগি যত্নের নাই শেষ!
খাটের তলে বেড়ালছানা, মাছের কাঁটার জম্‌ল ভীড়—
ঘরের চেয়ে অধম নহে মেস।
তবুও যে ছিলাম ভালো, আপন মনে খাই বসি
নাই অভিমান নেইক অভিযোগ—
নেইক নাকী ঘ্যানঘ্যানানি, নেই ক্রন্দন উচ্ছ্বসি'—
রোজ সকালে নিত্যি নতুন রোগ।
নেইক কাঁদন সুর বেসুরে নেই খোকা আর নেই খুকী—
দুধ ও শটির নেইক বিষম রোজ,

অঙ্গুষ্ঠ

মোটের ওপর দিবস কাটাই চা খেয়ে সিগ্‌রেট ফুঁকি,
আলুসিদ্ধ ভাতে লাগাই ভোজ।
গুমোঠ গরম জামা কাপড় ঘর্ম্মে ভিজে স্যাঁতস্তেতে,
রাত্রে জ্বালায় মশক ছারপোকায়—
কল-পাখা নাই, তাল পাখাতে হাঁসফাঁসানি ভোর রেতে,
থাক্‌লে প্রিয়া বাঁচাই হত দায়!
আম জাম আর কাঁঠাল লিচু, গিন্নী বাসেন খুব ভালো—
থাক্‌লে তিনি উজাড় হ'ত থলি—
হপ্তা পেছু একটি আনা, তাতেই নিবিড় প্রেম ঢালো
দূর থেকে হয় প্রেমের গলাগলি।
কালবোশেখী সন্ধ্যে বেলায় যতই খুসী যাক্ রুখে
গিন্নী থাক্‌লে থাক্‌তে হ'ত কাছে,
তুল্‌তে তাঁহার লেপ-কাসুন্দী থাক্‌তে হ'ত তাল ঠুকে
ছুট্‌তে হ'ত আমসত্ত্বের পাছে!
মাছ না হ'লে খান না প্রিয়া, খবর জানে সন্ধানী
কাদার মধ্যে হাটের হট্টগোল,
ভিজে কাপড় প'রে প'রে পরাণ ওঠে আন্‌চানি—
তবু কচিৎ মিলে মধুর বোল!
আকাশ ভেঙে বিপুল ধারে বাদল যেদিন নাম্‌ত গো—
কাদায় কাদা উঠান রান্না ঘর—
খোলার ঘরে খোলাগুলি কখন জানি ভাঙ্‌ত গো
খাট সরানোর লাগ্‌ত কি বহর!

অঙ্গুষ্ঠ

গিন্নী খোকা নেইক এখন এক ঠাঁইয়েতে রাত কাটাই
নেইক সর্দ্দি নেইক সর্প ভয়—
নেহাৎ প্রয়োজনে ক্বচিৎ কেরোসিনের দীপ জ্বালাই—
পাঁচটি পয়সা প্রত্যহ সঞ্চয় !
আর কিনি না দুদিন যেতে পাইরেক্স আর জারমলীন—
পাউডার বা হিমানী হেজ্‌লীন ;
জবাকুসুম নইলে কার আর ব্যাথায় মাথা রাত্রিদিন—
পান খেতে চাই জর্‌দা ভরি তিন।
নেহাৎ সুখে এক্‌লা ছিলাম চা চুরুট আর সিগ্‌রেটে ;
চিঠি লিখেই মিটাই প্রিয়ার দাবী—
হেথা হোথা সুখেই ফিরি আড্ডা-ভোজের পাত চেটে
গুমোঠ-গ্রীষ্মে বন্ধ হৃদয়-চাবী।
অনেক ঠেকে শিখেছিলাম—বাপের বাড়ী গিন্নীকে
পাঠিয়ে দেবার বর্ষা খাঁটি কাল—
কবি-কুলের ছন্দে কাঁদন আজকে হঠাৎ মন্‌টিকে
নাচিয়ে দিয়ে বাঁধাল জঞ্জাল।
প্রিয়ার সনে মিলন-আশে ক্ষসিয়ে দিল চিত্ত গো
তাদের দুঃখে গভীর দুঃখ জাগে—
আফিস ঘুমের সময় ছাড়া যেটুকু উদ্‌বৃত্ত গো
চাহি প্রিয়ায় ব্যাকুল অনুরাগে !
যক্ষ হ'য়ে কল্পনাতে মেঘকে কভু দূত করি—
মেঘ জম্‌লে বসি দুয়ার পাশে—

অঙ্গুষ্ঠ

ভরা পুকুর-জলের উপর বৃষ্টি ঝরে ঝর্ঝরি—
নিশীথ রাতে শিউরে উঠি ত্রাসে,
নীল্ নবঘন আষাঢ় মেঘে প্রিয়ার মুখটি যায় দেখা
ফুটো চাল আর কর্দ্দমে হয় ভুল,
কালো মেঘে চক্ষু প্রিয়ার বিজ্‌লি-চমক রাগ-রেখা—
মেঘের মতন প্রিয়ার এলোচুল !
কী ছোঁয়াচে ব্যারাম এটা বাদলদিনের এই বিরহ—
ছিলাম সুখে হঠাৎ ব্যথায় মন—
ঘরে যাদের নেইক অন্ন তাদের পক্ষে দুঃসহ—
বুঝ্‌বেনা তা সুখী কাব্যিজন।
পোক্ত-পেটা দালানে যার চোব্য-চোষ্য বর্ত্তমান—
বর্ষারাতে অনেক স্বপন দ্যাখে,
কাদায় যাদের হাঁট্‌তে হবে কাব্যি তাদের নয় মানান—
বিরহ তার রৌপ্য যাহার ট্যাঁকে !
দোহাই ওগো নরেন্দ্র দেব—রুবিয়াতের অনুবাদক—
দোহাই রাধা ভাবের কবিকুল—
নিরীহ এই কেরাণীটির কাঁচা মাথার হ'য়ে খাদক—
বিছানা ভোর ফুটিয়ে দিলে হুল।
বর্ষারাতে মিল খুঁজে হায় চক্ষে দেখি অন্ধকার
মোটা গিন্নী হ'ল তন্বীশ্যাম ;
চিঠি প'ড়ে অবাক তিনি লিখ্‌ছেন খেতে নার্ভিগার—
অফিস যেতে লিখ্‌ছেন চ'ড়ে ট্রাম।

*   *   *   *

হে কবিকুল বর্ষা এলে প্যাখম তুলে নেচো খানিক—
খেলোনাক ছন্দ মিলের খেলা—
মর্‌বে তোমরা, ছাপিয়ে কিন্তু যাবে ও সব পদ্য-মাণিক—
আমরা গরীব ভুগ্‌ব তাহার ঠ্যালা।
আমরা যেথায় দেখি কাদা, তোমরা দেখ পঙ্কজে
ফাটা ঘরেই গড়্‌ছ মিনার তাজ—
হাজা পায়ে গিন্নী চটেন বোঝেন না তার মর্ম্ম যে
মেঘে নয়ক চক্ষে তাঁহার বাজ।
হায় পুরাতন!—বনের মাঝে সিমেণ্ট করা পথ বেয়ে
অভিসারিকা চল্‌ত অভিসারে—
রহিম চাচার দল ছিল না আগ্‌লে ঘাঁটি পথ চেয়ে—
পুলিশ রোঁদে ফির্‌তে নাত হারে!
মেঘ ছিল আর জল ছিল আর ছিল নদীর কলোচ্ছ্বাস
কেতকী নীপ কুন্দযুঁথীর বন—
এখন ঘেঁটু, ব্যাঙ, বিছুতী, মাতাল গুণ্ডা জাগায় ত্রাস—
হায় রে নতুন, হায় রে পুরাতন।

পিতাপুত্র সংবাদ

গত বচ্ছর পূজোর সময় করিয়ে দিলেম জামা,
এরি মধ্যে লক্ষ্মীছাড়া ফেল্‌লি সেটা ছিঁড়ে!

অঙ্গুষ্ঠ

শীত এসেছে এখন ব্যাটা থাক্‌না খালি গায়ে,
জামা ছেঁড়ার মজা এখন পাওনা কিছু টের।

কি বল্‌লি ? পচা ছিল, রদ্দি ছিল মাল,
দু দিন যেতে পকেট দুটো গেছলো ফুটো হয়ে !
পাঁচ সিকেতে কিনুনু জামা রদ্দি হ'ল তাই—
পাঁচ সিকে কি যা তা হ'ল, পয়সা আশীখানা !

টাকা পেছু রোজ যদি হয় একটি পয়সা সুদ
চারটে কুড়ির সুদ সেটা তোর হিসেব তা কি আছে ?
আর এক কুড়ি হ'লেই হ'ল একশখানা টাকা,
পাঁচটি সিকের জামা ফেল্‌লি এক বছরে ছিঁড়ে !

টেঁপীর বিয়ের সময় তোকে কিনে দিলাম চটি,
সেটাও ত দেখ্‌ছি না তোর আছিস্ খালি পায়ে,
দরাজ মেজাজ ! কাউকে বুঝি হয়েছে দান করা ?
বাপের সর্ব্বনাশ কি ব্যাটা এম্‌নি করতে হয় !

ভোঁদার* ভাতের সময় সেদিন চুরী গেছে সেটা,
বাবাজি† কি একটা জুতো দেন্‌নি তবু কিনে ?
আমায় কেন বলিস নি ক ? পূজোর তত্ত্ব থেকে
চুরী যাওয়া জুতোর দামটা নিতেম আমি কেটে।

ভোঁদা—টেঁপীর পুত্র।
বাবাজি—অর্থাৎ 'জামাতা' টেঁপীর স্বামী।

অঙ্গুষ্ঠ

চুল কেটেছে ব্যাটা দেখ ঘোড়ার সহিস যেন,
আর কারো নয়, নিশ্চয়ই এ হারু নাপ্‌তের কাজ
কি ? সেলুনেতে চুল কেটেছ ! হায়রে কপাল মোর,
গলা আমার তার চাইতে কাট্‌লে ভাল হ'ত !

দেখি দেখি কাপড়খানা ছিঁড়লি কেমন ক'রে ?
ছেঁড়া নয়, ও দাগ ! তাই বা লাগ্‌বে কেন শুনি ।
বল্‌না ওরে গুণধর এই ছেলে-রত্নের জ্বালায়,
আফিম কিনে খাব কিম্বা দেশান্তরী হব !

মা নেই বলে তোকে আমি বক্‌ছি মিছি মিছি !
নেই কি ব্যাটা ! সৎমা বুঝি মা নয়কো তোর ?
গিন্নী দেখি ঠিক বলে তোর পেটে পেটে প্যাঁচ,
নইলে কি তুই আপন পথটা দেখ্‌তিস নাক নিজে ।

থাক্ থাক্ থাক্ ঢের হয়েছে কান্না কেন বাপু,
চান্‌টি করে চাট্টি গিলে বেড়িয়ে এস পাড়া,
আমার যেমন পোড়া কপাল জন্মালি তুই যবে
মারল নাক বড় গিন্নী নুন খাইয়ে তোকে ।

শিবের বৈরাগ্য

একদা সে অতীব কুক্ষণে
মাত্রাধিক গঞ্জিকা সেবনে,
ঢুলু ঢুলু রক্ত আঁখি ভ্রান্তিবশে কাছে ডাকি
উমারে শ্যালিকা সম্বোধনে,
রহস্য করিলা শম্ভু রঙ্গভরে অতি হৃষ্টমনে।

কোপান্বিতা সরলা পার্ব্বতী,
ভুলিয়া পরম গুরু পতি,
নিদারুণ রোষভরে গঞ্জনা বর্ষণ ক'রে
মহেশের করিলা দুর্গতি,
সরোষে ছিনায়ে রাখে কলিকাটি সঙ্গোপনে অতি।

গালি খেয়ে বৈরাগ্য উপজে
গৃহত্যজি চলে পদব্রজে ;
নীলকণ্ঠ ক্ষুণ্ণমনে শ্মশানে মশানে বনে
ভ্রমি ফিরে মাখি ভস্মরজে,
মৌতাত অভাবে শিব যেথা সেথা যারে তারে ভজে।

ধৈর্য্যহারা মহাদেব শেষে
গৃহে ফেরে ভিখারীর বেশে,
'ভিক্ষা দাও সন্ন্যাসীরে' উমারে কহিতে ধীরে

অঙ্গুষ্ঠ

'কিবা চাহ' শুধালেন হেসে
শঙ্কিত শঙ্কর ভাবে ধরা বুঝি পড়িলাম এসে।

ক্ষুদ্র এক কলিকা প্রার্থনা,
নহে অন্ন নহে রত্নকণা
লজ্জাশীলা বিরহিনী আপন পতিরে চিনি
হেরে সুখে কম্পিতনয়না,
'কলিকা রাখিনু কোথা' ইহা ভাবি হইল উন্মনা।

খুঁজিয়া ফিরিল সব ঠাঁই
কোথাও সে কলিকাটি নাই
ভাণ্ডার উজাড়ি খুঁজি মেলে না পতির পুঁজি
ভাবে, "হায়, কোথা খুঁজে পাই
আপন কর্ম্মের দোষে ললাটেতে পড়িবে কি ছাই।"

কোথায়ও সে কলিকা না পেয়ে
পতিপার্শ্বে আসে সতী ধেয়ে
অতিশয় লজ্জাভরে কহিলেন মহেশ্বরে,
'চুরী করি নিল জানি কে এ
পায়ে ধরি ঘরে এস আছি তব পথপানে চেয়ে।'

ত্রিলোচন বিরস বদনে
নিবেদিল পার্ব্বতী সদনে,
"কলিকা না পেলে মোর বৈরাগ্য সাধিব ঘোর

এই স্থির করিয়াছি মনে
দুঃখ করিওনা প্রিয়ে, 'কিবা ফল বিফল রোদনে!'

এতবলি চলিলেন শূলী
ব্যর্থ মিনতিতে নাহি ভুলি
পড়িয়া গ্রহের ফেরে সাধের গঞ্জিকা ছেড়ে
ধরিলেন চরস ও গুলি
সে হ'তে আউট শিব টোঁ টোঁ করে নিয়ে ঝোলাঝুলি।

অস্থানে কুস্থানে সদা ঘোরে
অখাদ্য কুখাদ্য পেটে পোরে,
ছাই মেখে সর্ব্ব গায় অন্ন দুটি ভিক্ষা চায়
ঘুরে ফিরে' গৃহস্থের দোরে,
গুলি খায় বিরহেতে বুকখানা যবে ওঠে ভ'রে।

পার্ব্বতীর চক্ষে ধারা বহে
আশায় আশায় বসি রহে,
কভু চমকিয়া উঠি বাহিরে আসেন ছুটি
বৃষ আসে শম্ভু এত নহে,
না সেবি পতির পদ পার্ব্বতীর অন্তর যে দহে।

পথে পথে আজো ফেরে হর
ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে যোগীবর,
খুঁজি তন্ন তন্ন করি হতাশায় মহেশ্বরী

অঙ্গুষ্ঠ

রহি রহি শিরে হানে কর
শিব সে শ্মশানচারী উমা কাঁদে হেরি শূন্যঘর।

খোঁনার বচন

রাতদিন হেঁটে হেঁটে ফেঁসে গেল টুপিটা,
কোদালে-কুড়ুলে মেঘ দেখ যদি আকাশে,
তেরী কেটে গেঁটে বাতে ভুগে ম'লে গুপীটা
তেলীদের ফেলী দেখো হয়ে যাবে ফ্যাকাশে।

উত্তুরে হাওয়া দিলে, গাওয়া ঘিয়ে এয়োরা
আগপাতা ভেজে, মাথা ঘসে যেন দেওয়ালে ;
হাটে যেতে ঘাটে যদি হাত চাটে গেঁয়োরা,
ভরা সাঁঝে গোর খুঁড়ে মড়া খাবে শেয়ালে।

তেলতেলে পিঠে খেলে মিঠে হাতে চিম্‌টি—
কুকুরের চুম খেয়ে দুপুরেতে ঘুমিও ;
বোন্‌পোর কেলে ছেলে মেরে গেলে খিম্‌টি,
তাক্ বুঝে চুলকিও বোঁচা নাক তুমিও।

বাঁ-ধারের ফুটপাতে ছাত হতে যদিরে
ফেলে কোনো টেরা ছেলে এঁটে-কলা-ছোবরা,
লাল তুলো গালে পূরে ঘুরে এসো নদীরে
সাথে সাথে কুলো হাতে যায় যেন গোবরা।

অঙ্গুষ্ঠ

টুলে বসে খুলে রেখো দোয়াতের ঢাক্‌নী—
ধাপে ধাপে লাফ দিয়ে নেমো না ক' সিঁড়িতে,—
রোদ্দুরে ঘুরে এসে লুচিভাজা ছাঁক্‌নী—
দক্ষিণ মুখে ঠুকো বার তিন পিঁড়িতে !

অঘ্রাণ মাসে যদি ঠান্‌দির কাপড়ে,
আরশোলা বেঁধে, ছোলা ভেজে খাও দুকুরে ;
শশা খেয়ে দুটো মশা মেরো দেড় চাপড়ে,
পাঁক খুঁজে নাক বুজে ডুব দিও পুকুরে।

গুঁফো লোকে খেলো হুঁকো বুক খুলে খেলে রে
গ্যাঁদা ফুলে ছ্যাঁদা করে এক চোখে দেখবে ;
কল থেকে জল যদি রেতে কেউ গেলে রে
ঝুঁকে পড়ে ফুল শুঁকে বসি বসি ঠেক্‌বে।

আঙুলের কোণে যদি চুল যায় জড়িয়ে—
আসনে বাসন লেগে এঁটো যদি হয় রে,
তিনকোণা মাঠে এসো তিন দিন গড়িয়ে
টিপ করে ছিপ ফেলো কিছু নাই ভয় রে।

দেড় চোখো লোকে যদি টাকে হাত বুলিয়ে,
বেরালের লেজ মলে টেবিলের তলাতে—
বাঁকা দেখে ফাঁকা পথ মাথা যাবে ঘুলিয়ে,
খলে মেড়ে জল খেলে আট্‌কাবে গলাতে।

অঙ্গুষ্ঠ

ঝোলাগুড় লাগে যদি নীল ডুরে সাড়ীতে,
ছুটো ফুটো হয় যদি ঘোমটার বাঁ-ধারে ;
ঝুল মাথা চুল বেঁধে রেখো পাকা দাড়ীতে
ছুরি নিয়ে সুড়-সুড়ি দিয়ো ঘোর আঁধারে।

মসমসে জুতো যদি ছুতোরের চাতালে,
ঘুঁটের আড়ালে থেকে দাঁড়কাকে ঠোক্‌রায়—
ঠোঁট ফেটে গেলে ঠিক গিয়ে হাস-পাতালে,
শীষ দিয়ে পুল্‌টিস্‌ বেঁধো ডান চোখটায়।

বোশেখের শেষে যদি চিঠি লেখে শালীতে,
তিল তেলে কালী ঢেলে রেখো সেটা চুবিয়ে ;
ঘর যদি পোড়ে কারো বেলুড়ে কি বালীতে,
ঘটি ভরে' ছেঁড়া চটি ঘাটে রেখো ডুবিয়ে।

ধান ভান্‌তে শিবের গীতি

ধান ভান্‌তে শিবের গীতি
গাইছি মোরা নিতি নিতি ;
মই চালিয়ে সমান করি
পরের পাকা ধান ;
নাই কোন কাজ, পাই নাক লাজ,
বেসুরে গাই গান।

অঙ্গুষ্ঠ

যা' তা বলি পথে চলি
কাটা যে এক কান—
আমরা শিবের গান গেয়ে যাই
ভান্‌তে গিয়ে ধান।

বোঝে বুঝুক অর্থ খুঁজুক
যা খুসী যার মনে ;
উঁচিয়ে লাঠি লুকিয়ে থাকুক্
আঁধার গলির কোণে !

ব্যথা যদি কারো লাগে
বলে রাখ্‌ছি আগে ভাগে,
সখ মেটানো মোদের শুধু ;
খেয়ালীদের দান।
সাম্‌নে যা পাই তাই কেটে যাই
এইত মোদের প্রাণ।

গাঁজার মেলা খুসীর খেলা
নয় এ অপমান—
আমরা শিবের গান গেয়ে যাই
ভান্‌তে গিয়ে ধান।

কাঁটা ফোটা

(গান)

কমল নিয়ে খেল্‌তে গিয়ে ফুট্‌ল হাতে কাঁটা,
দেখ্‌নু শুধু মৃণালবাহু দেখিনি হায় ঝাঁটা!
ছুট্‌ল কখন মুখের আগল
বাহির হল 'গাল'-হলাহল,
বললে, আমি আস্ত পাগল,
নয় ত দুকান-কাটা;
গালও খেলাম ফুলেও দেখি উঠেচে মোর গা'টা।

এত করেও মনটি তোমার হায়গো না পাই যদি,
মর্‌ব ডুবে যেখানে হোক্‌ খাল ডোবা কি নদী।
মেটাব মোর গায়ের জ্বালা
বুঝবে তখন অবোধ বালা,
টান্‌লে কি হয় সাধের চুলে
ছ-দশ-আনী ছাঁটা।
মিছে হবে তখন ওগো হাকিমবাড়ী হাঁটা।

—*—

মসী বিদ্রোহ

কবিতায় বিদ্রোহ বিদ্রোহ কবিতায়
কলমেতে আঁকি যাহা বিদ্রোহ ছবি তাই।

অঙ্গুষ্ঠ

বিদ্রোহ-কবিতার বিদ্রোহী ছন্দ
কাঁচা কৎবেলে যেন টক্ টক্ গন্ধ।
যত সব গালভরা দাঁতভাঙ্গা শব্দ
জুতে দিলে হয়ে যায় পাঠকেরা জব্দ ;
বিট্‌কেল শব্দের শুধু রবে ঝঙ্কার
অর্থ না থাকে থাক্ আছে ত রে টঙ্কার !
ঝড়ের মতন ছুটে হাসি হাহা হিহি-হি ;
ঘোড়া হয়ে মাঝে মাঝে ডাকি চিঁহি হিঁহিঁ চিঁ ;
রণ-বাজা বাজে ঘন, রণ রণ ঝন ঝন,
ধমকি ধমকি চলে গমকি গমকি বলে,
ঘোরে বোঁও বন্ বন্ গদা শোঁও শন্ শন্,
শীতে হিহি হিহি কাঁপি ঝঞ্ঝা সাপটি ঝাঁপি,
হুহু হুহু শন শন শির দাঁড়া চন্ চন্,
ঝনন ননন রণ ঝন ঝন ঝন ঝন্,
পাঁজরে ঝাঁঝর ঝম ধূর্জ্জটি বম্ বম্,
নিশিথিনী থম্ থম্ পাঁজরে ঝাঁঝর ঝম্,
তলোয়ার খন্ খন্ পেট করে কন্ কন্,
বন বোঁও বন বন খুন করে চন্ বন্,
কাড়া খাঁড়া কড় কড় রথ চাকা ঘর্ ঘর্,
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বল্ জ্বল্ থৈ থৈ খল্ খল্,
কট্ কট্ পট্ পট্ ধড় নড়ে ছট্ ফট্,
আঁসু ঝরে ঝর ঝর দাঁত করে নড় নড়,

অঙ্গুষ্ঠ

ব্যাং-বীর নেড়ে ঠ্যাং ছেড়েডে ডেডেং ড্যাং,
হুর্‌র হুর্‌র হুররো দূর্‌র্‌ দূর্‌র্‌ দূররো,
স্বাগতং স্বাগতং কবিবর আগতং,
ভারতী ভাগতং—খুন-আঁখি রাগতং,
জয়গান গা বরং, বন্দে—মাতরং!
কাল-মুখে থুথু দি, আর কাতুকুতু দি,
শোঁও শন্ সাঁই সাঁই ঘুরপাক ধাঁই পাঁই,
দিল নাচে ঝঞ্ঝায় প্যালারাম পঞ্জায়,
দ্রাম দ্রাম দ্রাম দ্রাম ছোটে মোর কাল ঘাম,
এম্‌নি কবিতা মোর ঘোর রে চরকা ঘোর্,
খাড়াবড়ি থোড় খাড়া, কাব্যেরি এই ধারা,
আর কত আছেরে, বলি কার কাছেরে,
মোর সবই সৃষ্টি আছে করা লিষ্টি।
উদোর পিণ্ডিটারে চাপাই বুদোর ঘাড়ে,
ঠুংরিতে ছায়ানট খেমটায় হিন্দোল—
মাঝে মাঝে ফিং দিয়ে দিয়ে ফেলি তিন্ দোল!
কেরোসিন টিন নিয়ে খাড়া চৌমাথাতে,
ধাঁই ধাঁই ধপাধপ লাগি সেটা হাতাতে
পিপেতে বাসন পুরে তেতলার ছাদেরে,
সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে কি ভীষণ নাদেরে—
ধপ ধপ দুম দাম ঝন ঝন ঝন্ ঝন্
তালে তালে যাবে শোনা ঠন ঠন খন খন,

অঙ্গুষ্ঠ

উঠোনেতে ঝগ্‌ড়া ঝি-গুলোর শোনা যায়,
কাঁদে দুটো কচি ছেলে মা'র কাছে ঠোনা খায়,
শব্দ যে ওঠে ঘোর মিলি এই সর্ব্ব
কবিতাতে লিখি তাই এই মোর গর্ব্ব!
তাল আছে ধপাধপ ঝি'র দল কাটে তাল,
এম্‌নি কবিতা মোর ছন্দের নাজেহাল!
ভগবান বুকে লাথি মারি আমি হরদম,
বিদ্রোহ-গঞ্জিকা সেজে দিই জোর-দম!
বিদ্রোহী কবি লিখি বিদ্রোহ-ছন্দে,
ভালো বলে ভালো লোকে গাল দেয় মন্দে।
কবিতার চর্চ্চা এমনিই কর্‌ব,
ইতিহাসে লেখা হবে আমি যবে মর্‌ব।
ছন্দের বিদ্রোহ বিদ্রোহ কবিতাই,
কবিতায় বিপ্লব অর্থের খোঁজ নাই!
মোরা সব ভাই ভাই গলাগলি চুমু খাই।

—*—

বিদ্রোহ absolute

আমি ঠ্যাং তুলে সোজা লম্বা দি,
শত্রুর মুখে রম্ভা দি—
খাই ঘুরপাক বলি দুর্ব্বাক্ করে' বুরবাক্

অঙ্গুষ্ঠ

তহবিল্ ফাঁক্ বিল্‌কুল্ ;
ঠিক্ ঠিক্ মিল্ দেখে নিক্ বিল্
নেই গোঁজামিল্ তিল্ ভুল্ ।
ওস্তাদ্ আমি পাকা বিদ্রোহী
চুরি করি তবু তোফা নিদ্ রহি,
পত্নীর আমি মত নিয়ে কত যত্নেতে করি কাজ—
আমি বিদ্রোহী যত ছিদ্রোহী মোরে
মিছে বলে ধড়িবাজ ।

নাহি শঙ্কা মেরে ডঙ্কা
যাব কোচিন্ চীন্ কি লঙ্কা,
আমি ডরি না কাকেও থাকে যদি ট্যাঁকে
চুরি করা কিছু টঙ্কা ।
অর্থ সঙ্গে নহিলে রে
ব্যর্থ বঙ্গে রহিবে কে,
দ্বারভাঙ্গা গিয়ে হাড়ভাঙ্গা খেটে
বেঁটে করে চুল্ বিল্‌কুল্ ছেঁটে,
খদ্দরই পরি তাজ—
ডাল রুটী দুটি জুটিবে না ওরে
বিড়ি বেঁধে যদি ফিরি ফিরি করে !
অদ্ভুত করি সাজ
পত্নীর আমি মত নিয়ে কত যত্নেতে করি কাজ !

অঙ্গুষ্ঠ

বিনা ভনিতায় কহি বনিতায়
প্রতি শনিবারে চেপে পণিটায়
দেশে এসে আমি হেসে হেসে দিই রেস্,
রবিবারে আমি চার্চ্চেতে গিয়ে
তেরছা তাকাই, মাঝ রেতে প্রিয়ে
খোঁচা দেবে বলে বোঁচা নাকে মোর
নাক ডেকে নিই বেশ।

পড়শীরা করে খালি তাড়া
বর্ষিয়া মরে গালিধারা,
তিন্ গুষ্ঠির কুষ্ঠি কুটি যে আমি গো,
করে ফিস্ ফিস্ বুঝি নিস্‌পিস্ করে হাত
শুনে মিঠে মিঠে বুলি গিঁটে গিঁটে ধরে বাত,
ফল ভেবে আমি ভয়ে ভয়ে রই
খালি জেবে তালি দেখাইয়ে কই,
দীন মুষ্টির তুষ্টি জুটিলে থামিব।

সুদে ধার নিয়ে শুধি না ধার,
ঘরে দ্বার দিয়ে রুধিয়া মার,
দেখাই যেন রে নবাব খানান্ খান্‌জা—
আমি তাঞ্জামে চড়ি না,
গাঞ্জামে চড়ি না'—

অঙ্গুষ্ঠ

আমি সস্তায় টানি বস্তায় বসে
ভিখারী বানানো গাঞ্জা!
যার তার সাথে লড়ি যে পাঞ্জা,
আপনার হাতে করি যে মাঞ্জা,
আমি তড়ি ঘড়ি করি চায় করিবারে প্রাণ যা।

জানি না নাচিতে জানি ত বাঁচিতে
হাঁচি টাচি কিছু মানি না,
বর্ম্মা চুরুটে ধরি করপুটে খুরুটেতে গিয়া টানি না।
আমি বিদ্রোহী সাঁচ্চা
ঝুটা নহি এক কাঁচ্চা,
বৌ-ছেলে নিয়ে হৈ হৈ করি আর কিছু আমি জানি না।

—*—

কাব্যি-ঝড়

ধর্, ধর্, ধর্ মোরে সখি তোরা ধর্, ধর্, ধর্,
ফর্ ফর্ করি আমি; করি ফর্ ফর্—
কাব্য-মরু-সাহারাতে তুলি আঁধি ঝড়;
হস্ত-কণ্ডূয়ন নাশি' মসী-অসি-ঘাতে,
কালি-লিপ্ত বাহু মম পত্ন্যাঞ্চল ছাড়ি, ঘোর যুদ্ধে মাতে;

অঙ্গুষ্ঠ

কাব্যের দাপটে মম
ভীত ভেক-সম
ছন্দ-ভাব রসাতলে নিমেষে লুকায় ;
মোর কাব্য-তাণ্ডবের খাণ্ডব-দাহনে ভাব যত জ্বলে পুড়ে যায়।
বিষম ধাক্কায় মম খান্ খান্ কবিতার নিরুদ্ধ দুয়ার,
মসীতে আগুন জ্বালি হ্রেষা সে দুয়ার্কি ধরে কাব্যের ধূয়ার।
ছন্দের কল্লোলে জাগে কেশের নর্ত্তন ফর্ ফর্,—
বহিছে কাব্যের মহা ঝড়।
স্বজনের সুখে ঝরে আঁসু-(১) বন্যা ঝর্ ঝর্ ঝর্,
ধর্, ধর্, ধর্ মোরে সখি তোরা ধর্ ধর্ ধর্।
ভাণ্ডারে সঞ্চিত মোর বি-ভাষার (২) তীক্ষ্ণ শব্দবাণ,
লেখনী-চামুণ্ডা ঢালে উল্কারূপী অগ্নি অশ্রু
কাব্য-শ্বশ্রূ (৩)
ভয়ে কম্পমান
[পাঠান্তর—কাব্য-শ্মশ্রু (৪) হয় বহ্নিমান।]
আমি কবি, পদতলে সাহিত্য-কুঞ্জর, হস্তে মোর লেখনী-অঙ্কুশ ;
আঁচড়ে আঁচড়ে তার কাব্য-জুতা কালো করি—
দিই তাতে ছন্দের বুরুশ।
হস্তে নিয়ে শুভ্র খাতা মোর মনেতে ঢোলের বোল ভাঁজি,
বিচিত্র কল্পনাগুণে ধরায়ে পীরিতি টীকা বিদ্রোহ-গঞ্জিকা শুধু সাজি।

---

(১) অশ্রু (কবি নজরুল ইসলামের প্রয়োগ) (২) বিদেশী ভাষা (৩) কাব্যকে কবি শাশুড়ীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। (৪) অর্থাৎ দাবদাড়িতে আগুন লাগে।

অঙ্গুষ্ঠ

আমি শুধু খাতা-মসী ল'য়ে খেলি লুকোলুকি খেলা,
আরোহিয়া বিপ্লবের লাল ঘোড়া পাঠকেরে ছুঁড়ে মারি কবিতার ঢেলা
কি যে বলি অর্থ তার নাহি বুঝি নিজে,
ভক্তবৃন্দ আঁখি মুদে রসে যায় ভিজে ;
মগজে কল্পনা নাই হেথা হোথা হ'তে নিয়ে শব্দ বাছা বাছা—
শুধু তাই দিয়ে বাঁধি কাব্য-লাউমাচা।
আমি কবি খ্যামটার 'নার' (৫) মেখে গেয়ে যাই লণ্ডি ভণ্ডি
শান্তির হাম্মাম, (৬)
ললাটের ঘর্ম্ম মুছি, ছুটে চলে কল্পনার বিপুল তাঞ্জাম
আমি কবি মহাশত্রু স্বস্তি শান্তি শ্রীর,
বন্ধু পরস্ত্রীর—
আমি কবি শ্মশান-সুষুপ্তি-শান্তি, জয়নাদ আমি অশান্তির।
দিকে দিকে মোর কাব্য-ঝঞ্জনা-ঝাঁঝর
ঝঞ্ঝা জগঝম্প ঘোর—বাজায়ে তুলেছি ঝড়—
ঝণাৎ ঝণাৎ ঝণ
ঝমর ঝমর ঝম ঝনন রনন শন—
হুঁ হু কাব্য ঝড় বয়—
ভক্ত দল "বাহা বাহা বেড়ে বেড়ে" মাথা নেড়ে কয়।
সজল কাজল-পক্ষ্ম মুগ্ধা নারী কাব্য পড়ে একা,
অর্থেতে অনর্থ বাড়ে, অর্থ খুঁজে হয় ভ্যাবাচাকা ;

(৫) অগ্নি (৬) স্নান-ঘর

অঙ্গুষ্ঠ

নয়ন-গগনে তার নেমে আসে ঘুম
শূন্যে হানে চুম,
ভিজে যায় চোখের কাজল ;
মলিন করে যে তার কালো আঁখিতারা
পাতা-ঝরা কবিতার ভাব পরিমল।
সে কোন শ্যামলী মেয়ে হ্যাংলা এ বাংলায় কেঁদে কেঁদে যায়,
নবোদ্ভিন্ন কাব্য-কদম্বের ঘন যৌবন-ব্যথায়।
জেগেছে বালার বুকে এক বুক ব্যথা আর কথা,
এক ছাদ রোদে ব'সে শুকায় সে চুল,
কাব্য পড়ে পড়ে তার চক্ষে আসে ঢুল,
কথা শুধু প্রাণে কাঁদে, ব্যথা শুধু বুকে বেঁধে, মুখে ফোটে শুধু আকুলতা
শ্যাওড়া আমড়া আর বেগুন তলায়
দূর্ব্বাদল মখমলে শ্যামলী আল্‌তা তার মুছে মুছে যায় ;
বাধে বেণী, ফেণী-কাঁটা-বনে
বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিণী কবি-কথা ভাবে মনে মনে।
দাদুরীর আদুরী কাজরী
শোনে আর আঁখি-মেঘ-কাজল গড়ায়ে
প্রেম-বারি পড়ে ঝরঝরি ;
দাদুরীর ডাকে তার কবিকে যে মনে পড়ে যায়
দীর্ঘশ্বাস হা হুতাশে ঝড় উঠে আকাশের গায় ;—
রিম ঝিম রিম ঝিম, রিমি রিমি রিম ঝিম
বাজে পাঁইজোর।

অঙ্গুষ্ঠ

কে তুমি ভাবুক বালা? আর যেন নাহি পাই জোর

কলমে আমার,

ও বাজা আমারও বুকে বাজে—

ঝিল্লীর ঝিমানী ঝিমি ঝিমি শুনি যেন মোর প্রতি রোমকূপ মাঝে।

আমি কবি? ঝড় আমি? না না আমি সাকি পেয়ালার—

ওষ্ঠে কার উছলিয়া বক্ষ ভেসে যায়—

রঙীন বন্যায়।

ঝড় কোথা? কই কই—

বিপ্লবের লাল ঘোড়া ওই ডাকে ওই

আকুল-চিকুর;

প্রিয়ে, ওই শোন তার হ্রেষার চিকুর,

ওই তার স্থরহানা মেঘে—

না, না, ছাড়, যাই প্রিয়া,

পলাতক মোর হিয়া—

বিদ্রোহ রাখিয়া গেনু—সে রহিল জেগে,

হে বিদ্রোহী-কলম-দেবতা, শোন শোন মুগ্ধা হুরী ওই ডাকে ওই

প্রিয় কই কই—

হাত ইসারায়—

যায় যায় সব ভেসে যায়—

কাব্যি-ঝড়-বায়—

হায়—

বিদায় বিদায়!

কবির প্রলাপ

আজ কবির 'লালসা' প্লাকে মগনা বাণী,
করে ললাটে আঘাত দুরভাগ্য মানি।
পচা গন্ধে বিকল মন,
এ কী মাছি ভন্‌ভন্‌—
খুঁজে ফিরে ক্ষত-'ব্রণ'
আঁস্তাকুড়ে;
ঘেয়ো কুকুরেরা তাই বুঝি ধুঁকিছে দূরে।

কাম-কণ্টক ব্রণ হ'য়ে ফুটেছে গায়ে,
কবি-অঙ্গ ভরেছে কাম-রাঙানো ঘায়ে;
আহা, বিষমাখা মিশ্‌কালো
ক্ষতেতে ভরেছে গালও,
তবু মন চায় ভালো—
বাসা বাসিতে—
দেখে' তরুণী ঘামিয়া উঠে দারুণ শীতে!

কবি মদনের বাণহানা শব্দ শোনে,
ওঠে স্মৃতির আগুন তার জ্বলিয়া মনে,
সেই কপোলে কপোল ঘষা
এক সাথে শোয়া বসা,
প্রেমক্ষেত্রে এত চষা
কেন চষিল—
হায় যৌবন-খুনে কেন মাথা ঘষিল।

অঙ্গুষ্ঠে

কেন করিল না প্রেম শুধু কালি-কলমে,
আজ হ'ত না লেপিতে তবে জ্বালা-মলমে।
শুধু ছন্দ গাঁথিলে যদি,
পাওয়া যেত প্রেম-গদি,
মরা-পচা-এঁদো নদী
কেন হ'ল পার।
হ'ল 'লুণ্ঠন-নির্ম্মম দস্যু-তাতার।'

কবি এ সব স্মরিয়া মুখ ফেলিল ঝাঁপি,
তার মনে জেগে গেল জোর খুন-খারাপি!
তাই ঢাকিয়া পাঁচ্ড়া-ছুলি,
নিল সে কলম তুলি—
দিয়ে চোখা চোখা বুলি
লেখে কবিতা;
থাকে সঞ্জীবা লেখনী আজো 'অপরাজিতা'।

আজ কাগজে-কলমে কবি স্মুরৎ করে,
আহা পীন যৌবন কার ফাটিয়া পড়ে!
কার নিধুবন উন্মন,
কামাগুনে গন্‌গন্‌
চুঁয়ে পড়ে চুম্বন
ঘামের সাথে,
কার কাঁচাঘুম বেমালুম ভাঙ্গিল রাতে।

অঙ্গুষ্ঠ

আহা, 'কামিনী কাজল-আঁখি কাঁদে বিষাদে,'
তারে ঘুমে দেখা দিয়ে স্কিছা বাদ কে সাধে !
তার দেহ করে ঘিন্ ঘিন্,
গাথা করে ঝিন্ ঝিন্
গাড়োয়ানী চুমো চিন্—
এখনো গালে ,
ছিছি, সিক্ত কবরী কার মুখের লালে ।

হ'ল কবির লেখনী 'লিচু-মুকুল চিরে',
তোলে কামনা-'বিবশ' করি ছুনিয়াটিরে ।
বনে 'মহুয়া', 'চামেলি বেলি'
খুলে ফেলি লাজ-চেলি,
করিছে কত যে কেলি,
'বিবশ রসে,'
বধূ মাধবী আমের শাথে নাসিকা ঘসে ।

লাল পলাশ শিমুল হ'ল রতি-অলসা,
কোন্ নিষ্ঠুর করে তার এমন দশা !
তারা বিসরি' লজ্জাবাস
করিছে প্রেমের চাষ,
কেউ করে হাঁসফাঁস
নখে আঁচরে,
হ'ল মাতাল সকল বন কামনা-জ্বরে ।

অঙ্গুষ্ঠ

আজ এ-কী উচ্ছল ভাব ঘেঁটুর বুকে,
মরে ধুতুরা ও আকন্দ এমনি ধুঁকে !
ফণী-মনসা বাধায় গোল,
কাঁট্‌কিরী উতরোল,
বলিছে 'ঘোমটা খোল,
পাগলী বুড়ি।'
শুনে লজ্জায় রাঙা হ'ল 'ঘাসের কুঁড়ি।'

ওরে, কবিরে এবার তোরা থামিয়ে দেরে
কচি বন-বালাদের আজ দিক্ সে ছেড়ে।
নিয়ে বুকেতে মদন-জ্বালা
হ'ল তারা ঝালাপালা,
'বুকে চন্দন-লালা'
লেপিছে মিছা—
আহা সারা গায়ে কামড়ায় কামের বিছা।

আজো মানুষ অনেক হেথা আছে গো বেঁচে,
কবি তাদের নাচাক্ তারা বেড়াক নেচে ;
ওরে 'জুলেখা' ও 'জুলিয়েট',
আজো পায় নাই মেট, (Mate)
তাদিকে কাব্য ভেট
পাঠাক কবি,
আজো 'সবুজ করিতে বাকী সাহারা গোবি।'

অঙ্গুষ্ঠ

কবি কামাগুণে জ্বলে তাই ছন্দ কাটে,
তার ভাঙিল কলসীখানি ভাবের হাটে ;
কিছু দড়িও জোটে না কি রে
ডুব দিতে প্রেম-নীরে,
বাণীরে নখেতে চিরে
কেন সে জ্বালায় ?
কেন ধাপার-মাঠের-ছাঁদে কলম চালায় !

তার ছন্দ-পতন যদি অনেক ঘটে,
নব ছন্দের ওস্তাদ তবু সে বটে !
তাকে 'বসন্ত' দিল রবি,
তাই না ভুলেছে ভবী,
যা লেখে কাব্য সবই
কী চমৎকার।
তার পদ্য বহে না বৃথা অর্থের ভার !

ওরে বল্ তোরা ক্ষ্যামা দিক অনেক হ'ল,
সবে কাব্যের পচানিতে জ্বলে' যে ম'ল !
তার গন্ধে টেঁকা যে দায়
মাছি ওড়ে ঘেয়ো-গায়,
কবিতা মরেছে, হায়,
দম ফাটিয়া !
ওরে দেরে তোরা 'হরিবোল', আন খাটিয়া

—*—

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ

তোমারে পেয়ার করি
কপ্‌নি-লুঙ্গি পরি'
লো আমার কিশোরী নাতিনী,
সুদূর ভবিষ্য-লোকে নিশীথে নির্জ্জন কুঞ্জে হে টোকা-ঘাতিনী,
তোমারে পেয়ার করি ।—
শৈশবের ওগো উলঙ্গিনী
অ-পাতা শয্যায় মম অ-শোয়া সঙ্গিনী,
তোমারে পেয়ার করি ।
নাম নাহি জানি তব কিবা তব ভাষা
তবু লহ চুমু মোর—লহ ভালবাসা ।
জানি না কে হবে পত্নী—ইংরেজ তাতার কিম্বা হাব্‌সী ভামিনী
কি নাম-নাগিনী—
কন্যা, পুত্র যদি হয় কবে কোন্ ভাষা,
দিবে ভালবাসা
কোন্ দেশী পুরুষে, নারীরে
ফরাসী, ইয়াঙ্কি কিম্বা উড়িয়া-হাড়িরে—
তুমি হবে কোন্-রঙা, কটা কিম্বা কালা,
চক্ষে তব কি জ্বালাবে জ্বালা—
আজি নাহি জানি লো প্রেয়সী ;
তবু তুমি উঁকি মার বদ্‌নার অন্তরালে বসি ;—

অঙ্গুষ্ঠ

ধরিবারে যাই
আব্‌ছায়া পেয়ে তোরে পলকে হারাই,
পুলকে রোমাঞ্চ হয় দেহে
চালফুটো ঝুলভরা গেহে।

তোমারে ভাবিয়া মনে হে ভাবী নাতিনী
হে নির্ম্মমা নিষ্করুণা হে দাদু-ঘাতিনী,
মনে জাগে মানবের চিরন্তন প্রেমের বারতা,
ফুরাবে না লিখিলে বারো তা'
সেই সব ব্যথা
কথা অনাগতা।

গাঁজিয়া উঠে যে পেটে ফিলজফি কত
কিছু শোনা, কিছু পড়া চুরী-ভারানত—
কবিতার পংক্তি দুই চারি,
মনের আবেগে দিই ঝাড়ি,
তবু ব্যথা নাহি কাটে—
সূর্য্য যায় পাটে।

লাঙল টানিয়া ফেলি দূরে,
ললাটের ঘর্ম্ম মুছি গাহি যে বেসুরে
প্রেম-সাম্যের গান—গান পড়ো-ধরা
রাগিনী বর্ব্বরা।

অঙ্গুষ্ঠ

ছাড়িনু লাঙল মনতুখে

কিনিলাম জয়-ঢাক, ফ্লাল ঠুকে

বাজায়ে ঢাকুয়া, ফিরি লক্ষ প্রেয়সীতে ঘেরা ব্যূহপথে

নপুংস শিখণ্ডী যথা অর্জ্জুনের রথে—

তবু শান্তি নাহি পাই—কোথা শান্তিপুর—

কোথা কত দূর—

চলিতে চলিতে আন্‌মনে গাহিতে গাহিতে গান

মন করে আন্‌চান্‌—

একদা নিদাঘশেষে ঢাক কাঁধে আছাড়িয়া পড়ি—

মৃত্তিকায় হস্ত গেল ভরি,

দেখিনু চাখিয়া—

এই সেই মাটি, সে মৃত্তিকা, শান্ত হ'রে হিয়া

মৃদঙ্গ হইত ইথে,

সাথে ছিল মিতে

মাস্‌তুতো ভ্রাতা মম—সে বলিল, 'ভায়া—

এস করি হরি নাম—এ জগতে সব কিছু মায়া'—

তুজনে বাঁধিনু ডেরা

বেড়া দিয়ে ঘেরা—

সেই খানে—

নিঝুম তুপুরে হোথা পল্লীবালা ঘাটে চলে স্নানে

ঘট কাঁথে করি—

আধ-নিমীলিত-নেত্র বলি 'হরি হরি'।

অঙ্গুষ্ঠ

নাজন্মা নাতিনী মোর ভুলিনি তোমারে—
যত করি হরিনাম চিত্ত মোর তত কাঁদে হা রে—
মস্তিষ্কে ঘনায় তত্ত্ব-কথা—
পাহাড়ী-দেশের-সখি কুজ্ঝটিকা যথা
মাঘ-রাত্রি-শেষে—
কিম্বা যেন কবি-বিদ্রোহীর ঢাক্‌পেটা কাব্য সর্ব্বনেশে,
কিম্বা বিষ্ণুপুর গড়ে আধ-পোঁতা কামানের মত—
কিরূপে ছুঁড়িবে তারে কেহ আজো নহে অবগত—
দল-মাদল নাম,—
চটোনা প্রেয়সী, ধান ভানিবারে গিয়ে বৃথা শিব-গীত গাহিলাম।
নাতিনীলো ভুলিনি তুঁহারে—
তোরে ভাবিবারে গিয়ে দিশেহারা হই বারে বারে—
কাজ ভুলে শুয়ে পড়ি স্বপ্ন-হিন্দোলায়—
জগতের যত নারী জাত ও অজাত সবে ফিং দিয়ে দোলা দিয়ে যায়
আমার নয়ন-অগ্রভাগে;
হব মাতা হ'তে সুরু করি, সবে আমি ভাবি অনুরাগে—
কেহ তার অনামিকা কেহ বা নামিনী—
আয়েষা দেস্‌দেমনা, জুলেখা বা পট্‌লি ভামিনী;
কেহ ছোট কেহ বড় কেহ কালো কেহ খুব সাদা,
কেহ বা ভিখারী-কন্যা কারো পিতা নবাব শাজাদা,
কেহ চুলা কেহ চুলহীনা,
কেহবা ঘাগরাপরা কেহ পুরে সাড়ী ফিন্‌ফিনা,

কেহ সতী কেহ গতিশীল,
কারো চুল ঘাড়-ছাঁটা গালভরা কারো কালো তিল,
কেহ সুদূরিকা আর কেহ নিকটিকা—
কারো বাজুবন্ধ হাতে কারো হাতে 'ওমেগা' ঘটিকা,
ইত্যাদি সবাই আসে ;
আমি বলি 'উতারো নেকাব'—
গোয়ালে 'হাম্বিল' গরু ডাবায় নাহিক বুঝি জাব—
টুটিল স্বপন,
খড়ের বেড়েছে দর টাকা পিছু মাত্র পাঁচ পণ।

হুঁকাটি লইয়া বসি তুমি ডাক হেলায়ে তর্জ্জনী—
হে আমার প্রপৌত্র-জননী।
ফের বসি স্বপ্ন-রচনায়—
পিঁজিত তূলার মত পবনের যবনিকা সরে সরে যায়-
দেখি দূরে নয়ন প্রসারি—
জগতের যুবতিনী যত বসিয়াছে সারি সারি সারি—
মরু মাঝে যেন মরীচিকা,
হাওয়া-পরী সবে যেন ললাটে মোহের দীপ্তটীকা !
স্বপ্ন ভুলি যাই ধরিবারে
ভুলি আঁখি-ঠারে—
শূন্যেতে মিলায় সবি থাকে শুধু দুরন্ত কামনা
চাঁদে চাই ধরিবারে হইয়া বামনা—

অঙ্গুষ্ঠ

কেঁদে ফিরে আসি—
দেখি শূন্য মরুমাঝে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-হাসি—
দিগন্ত বিস্তৃত বালু—তারি মাঝে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এক—
নড়িছে বলিছে হাসি ওরে মূর্খ দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্
নারীর নারীত্ব তুই চাস্ ধরিবারে—
রূপ হরিবারে—
বৃথা এ কামনা—
নিখিলের নারীকুল করিছে এ অঙ্গুষ্ঠ-নাড়না।

অনাগত প্রেয়সী আমার—
তোমারে চেয়েছি বারম্বার—
বর্ষা হ'য়ে আসিয়াছ মাথে—
ছাতি হ'য়ে কভু তুমি আসিলে না হাতে,
পিলে হয়ে আসিলে উদরে,
পিলো (pillow) হ'য়ে আসিলে না ঘরে,
শিশিতে আসিলে তুমি ফিবার মিক্শ্চার—
পেয়ালায় নাহি এলে দ্রাক্ষারসসার।
আরো কত ভাবি আমি দিবসের কর্ম্ম-অবসানে
তপ্ত উঠানের পরে মাদুর পাতিয়া, থেলো হুঁকাটির প্রতি টানে টানে
যাই স্বর্গলোকে—
সৃজিয়া ধূমের পুঞ্জ ধূলা দিই স্বর্গদ্বারী-চোখে
কত কি যে ভাবি—বিজ্ঞানে দিয়েছে তার কী-ism নাম,
বলো না কারেও প্রিয়া সঙ্গোপনে তোরে কহিলাম,

অঙ্গুষ্ঠ

ভাবি মনে এমুহূর্ত্তে যত স্ত্রীং চুমা পড়িতেছে দুনিয়ার যত পুং অধরে,
অশ্বে অশ্বে গজে গজে কুকুরে কুকুরে নরে নরে—
যত নারী হানিতেছে, চুম দর্পণেতে,
যত মেম—পূড্‌ল্‌-অধরেতে
যতেক কিশোরী-বালা প্রেমস্রাবি-উপন্যাসপাতে
আঁচলের খুঁটে কিম্বা চার পেয়ালাতে
চিঠিতে বিশেষ স্থল বুঝে
স্বপ্নে বালিশেতে মুখ গুঁজে,
সকলি পড়িল ঠোঁটে মোর—আমিও চুমিনু প্রাণপণে
পায়ে পায়ে শূন্য বায়ে কাগজে কলমে কিম্বা মনে।
এ লাইনে ভাবিলাম আরো কত কি যে
বলিতে পারি না প্রিয়া লজ্জা পাই নিজে.
পারিবে বুঝিতে
জন্ম যদি নাও তুমি শ্রাবণের গহন নিশীথে।
চিন্তি যত চিন্তা বেড়ে যায়
সকলি উলটি দেখি আপন উপুড় বাসনায়—
দেখি সবে ভালবাসে মোরে সব নারী, যুবতী কিশোরী,
সপ্তমী নবমী বালা পঞ্চাশতী ষষ্ঠ গোপেশ্বরী
বাক্‌দেবী বাগ্দিনী,
সকলেই চেনে মোরে আমি যেন সকলেরে চিনি।
শচী, লেডা জুনো আর পরীহুরী আছে যত যেথা
বিবাহিতা বাগ্‌দত্তা কিম্বা যার হয়নিক বে'থা,

অঙ্গুষ্ঠ

সবে ভাবি আঁকড়ি বালিশে
হৃদয়ের ব্যথা দূর হয় না ত চিন্তার মালিশে।

হে নাতিনী না-জন্মা নাতিনী
তুমি কেন ছল' মোরে, তোর তরে আমি ত পাতিনি
কোন জাল—
কেন বা করিস্ নাজেহাল।
যারে ভাবি একবার সে হয় সুন্দর,
অমনি অপরা হাঁকি বলে মোরে, 'ছি ছি ও কি কর
দেখ আমি সুন্দরতর',
চেয়ে দেখি তাই বটে—
(কিছু সত্য তার যাহা রটে)
যারে পাই তারি বুকে না-পাওয়ারে বাসি আমি ভালো
কোথা তুমি যে করিবে আলো
হৃদয় গহন মম—কোথা তুমি হে অপরিচিতা
কোমরে ঘুন্‌সী বাঁধা—চুলে বাঁধা রাঙ-দেওয়া ফিতা,
কোথা তোরা কুহেলিকা,
জন্মে জন্মে মোর কাছে নব প্রহেলিকা
কোথা তোরা এ-ওর সতিনী,
ঘৃণা-জাগানিয়া কোথা, কোথা তোরা গজেন্দ্রগতিনী!
আসিবে না?—বেশ তবে থাক,
মোরে ঘিরি মোহজাল আর পেত নাকো

অঙ্গুষ্ঠ

মোর চারিদিকে আর উড়ায়ো না যৌবনের পাখা—
ধরা-ছোঁওয়া নাহি যায় ফুস্‌মন্তর রূপের বলাকা !
আমি জানি রঙ সত্য রাঙতা সত্য নয়
আমি একা তোরা দেখি সহস্রেকময় ;
পাত্রে পাত্রে যেন একই সুরার তলানি
ভিন্ন রূপ তবু এক জানি,
নারী চিরন্তন ; মিথ্যা রূপ মিথ্যা দেহ মিথ্যা বিভিন্নতা
দেখেছি একতা—
যে দেহেই থাক তুমি সকলি সমান,
মন্থন করিয়া নাও একই সুধা করিবে যে পান !
কালি এক কলম যে বহু,
ভিন্ন মানুষের দেহে বহে যথা আদমের লহু ;
প্রতিরূপে অপরূপ, প্রতি পাত্রে সমান খোঁয়ার—
সকল নদীতে যথা একটি জোয়ার
ঘটিতে গাড়ুতে কিম্বা ক্যানে বদনায়
একই সলিল উথলায়,
ফণীমনসার গাছ ভিন্ন—এক কাঁটা,
মেছুনী বিভিন্ন এক ঝাঁটা—
লো নাতিনী যত বলি গ্রন্থ বেড়ে যায়,
একটা বাজিল রাত্রি দূরের গির্জ্জায়—
ঘুমে আঁখি আসিছে মুদিয়া—
গোয়ালে শ্যাম্‌লা গাই মঙলারে ঢুঁ দিয়া

অঙ্গুষ্ঠ

করিতেছে জ্বালাতন।
এতরাত্রে শুনি আলাপন,
পাশের ফ্ল্যাটেতে—স্বামীস্ত্রীতে ফর্দ্দ গহনার—
মাদ্রাজীর নাক ডাকে—খাঁদু ওই কাসে বার বার,
আজ আর থাক্ লো নাতিনী—
জন্ম হয় নাই আজো তবু বুকে ছুরিকা-ঘাতিনী,
পরে হবে কথা—
হায় সর্ব্বনাশ—'পায়ে জাগিতেছে ব্যথা'—
হবে বুঝি বেরিবেরি—
ঘুম দিল পেঁচা পেঁচী—নদে'তে ঘুমালো নেড়ানেড়ী।

শীতলা

নহ দুর্গা, নহ কালী, পুরাণেতে বিশ্রুত-কাহিনী—
হে শীতলা গর্দ্দভ-বাহিনী !
মর্ত্ত্যে যবে গঙ্গা নামে নীলকণ্ঠ-জটাজূট ত্যজি,
কোথা ছিলে গুপ্ত, সতী, কোন্ সে দেবতারত্নে ভজি ?
লজ্জানম্র, কম্প্রবক্ষ, ছিলে তুমি কিশোরী বালিকা—
পূজিতে পতির পদ ঘেঁটু-পুষ্পে রচিয়া মালিকা,
বসন্ত-পালিকা !
অস্ফুট কোরকসম ছিলে, হে কোপনে,
অতি সঙ্গোপনে।

অঙ্গুষ্ঠ

যৌবনের সন্ধিক্ষণে পতি-অঙ্কে উল্লাসে শায়িনী
ছিলে তুমি গর্দ্দভ-বাহিনী।
পতি-গৃহে বধূবেশে গৃহ-কর্ম্মে নিয়ত ব্যাপৃতা ;
লজ্জা, শঙ্কা, দ্বিধাময়ী; ক্বচিৎ হইলে অসম্বৃতা—
ভ্রূকুঞ্চনে, অভিমানে, রাগদ্বেষ নিমেষে ভুলিয়া,
চঞ্চল চরণে চলি চপলার চমক তুলিয়া
হেলিয়া দুলিয়া—
আত্মহারা হতে পুনঃ সংসার-স্বপনে,
কল্পনা-বপনে।

যৌবন-সঞ্চারে হলে দ্যুলোকের হৃদয়-দাহিনী—
পূর্ণকায়া গর্দ্দভ-বাহিনী !
বিদ্যুৎ-চমক তব বজ্রের গর্জ্জনে হ'ল হারা,
নয়নে বচনে তব বরষিল হলাহল ধারা,
শতমুখী হস্তে ল'য়ে জড়ায়ে অম্বর কটিদেশে,
ঝঞ্ঝার দাপটে তুমি ফিরিতে গো গৃহ-নটীবেশে—
আলুলিত কেশে।
ভীতি-মূর্ত্তিমতী গৃহ-সমর-অঙ্গনে,
অয়ি বরাঙ্গনে !

ধীরে ধীরে স্বর্গে হয়ে নিদারুণ ভীতি-প্রদায়িনী—
হে সুন্দরী গর্দ্দভ-বাহিনী !

অঙ্গুষ্ঠ

মর্ত্ত্যে হলে অবতীর্ণা আরোহিয়া গর্দ্দভে সুন্দর—
দুর্ভাগা এ মর্ত্ত্যজন-স্কন্ধে করি একান্ত নির্ভর ;
পতি প্রতি ক্রোধ যত নিঃশেষে বরষি নর শিরে—
কুষ্মাণ্ড কদলী দুগ্ধ মিষ্টান্ন ও নবনীত ক্ষীরে
উদর তুষ্টি রে—
পরিত্যক্ত পতিগৃহে ফিরিতে বাসনা—
নাহি চন্দ্রাননা।

আজও কি মেটেনি ক্রোধ দ্বন্দ্বময়ী পয়স-পায়িনী,
হে অনন্ত বসন্ত-বাহিনী !
বর্ষে বর্ষে কোপানলে দগ্ধ করি দীন মর্ত্ত্যভূমি
গাত্রদাহ মেটেনি কি ? তেমনি প্রচণ্ডা আজো তুমি ?
মনসা ওলার সাথে হে দেবী কি রবে চিরদিন,
দুগ্ধ কলা আতপ তণ্ডুলে হয়েছে কি দেহ পীন—
গতিশক্তি হীন !
বসন্তের বন্যা-স্রোত বর্ষ বর্ষ ধরি
ঢালিবে সুন্দরী !

শিব, দুর্গা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কালী, কৃষ্ণে কভু ত চাহিনি
হে মোহিনী গর্দ্দভ-বাহিনী,
যুগে যুগে তব পদে সঁপিয়াছি পূজা-অর্ঘ্যভার,
সিন্দুর-মণ্ডিত খণ্ড-প্রস্তর দেখিলে শতবার

অঙ্গুষ্ঠ

ভক্তি ভরে নতি করি গৃহিণীর ভীতিনাশ তরে,
দ্বিধা শঙ্কা উঁকি মারে দীক্ষাজীর্ণ শিক্ষিত অন্তরে
ভয় ভয় করে—
মুখে অস্বীকার করি পূজি সঙ্গোপনে
জান ত কোপনে!

স্তব গান আর কারো হে সুন্দরী কভুত গাহিনি—
ভীতিপ্রদা গর্দ্দভ-বাহিনী!
বন্দি চরণারবিন্দ, বন্দি তব গর্দ্দভ-বাহনে,
কৃপা দৃষ্টি করে মাগো দহিওনা নয়ন দাহনে—
শিক্ষামদে মদমত্ত শিক্ষা দেহ যত অন্ধজনে,
মুছি দাও দুদিনের পুঁথি পড়া মোহের অঞ্জনে
নয়ন-রঞ্জনে!
তাবিজ-বন্ধনে আর পাদোদক দানে—
রাখ প্রাণে প্রাণে।

শীত-মঙ্গল

ঐ আসে ঐ, অতি কম্পন-কাঁপনে,
লেপ-কাঁথা গায়ে আরামে যামিনী যাপনে,
দাঁতে-দাঁত-লাগা ঠক্‌ঠকি-কাঁপা-শীতরে,
এস কসে গাই গীতরে।

অঙ্গুষ্ঠ

ব্যাপারে চাদরে সাদরে অঙ্গ মুড়িয়া
নলে মুখ দিয়া গুড়-গুড়ি গুড়-গুড়িয়া
অতি হরষিত চিত রে।
গীত গাও ক'সে, আসে বুঝি আসে শীত রে।

নিয়ে এস চা—একটি কি দুটি পেয়ালা,
টেবিল বাজাও, বাজিও না আজ বেহালা!
বেহাগ-রাগিণী আজ দেখো সখি গেয়ো না,
আঁখি ঠারে আজ চেয়ো না।
ছিলিমের পর ছিলিম বসিয়া ফুঁকিব,
বন্ধ-ঘরেতে ঝুলের গন্ধ শুঁকিব ;
শীতকালে সখি নেয়ো না ;—
চপল আঁখিতে হেথা হোথা সেথা চেয়ো না।

ফুলকপি আর কাবুলী মটরশুঁটিতে,
রুই মুড়ো দিয়ে কি মজা লুটিব দুটিতে!
ওল বাঁধা-কপি, শাঁক আর গোল আলু রে
ভাবিয়া সরস ভালু রে!
পোলাও কোপ্তা কাবাব অভাবে খিচুড়ী—
ঘৃত যদি থাকে করিনে কেয়ার কিছুরি—
থাকিলে শয্যা ঢালুরে!
গরম-গরম ভাজা পলাণ্ডু আলু রে!

অঙ্গুষ্ঠ

দুজনে বসিয়া রাজা ও উজীর মারিব,
যা খুসী বলিব কারো ধার নাহি ধারিব।
তুমি কাঁথা নিয়ে বসিবে সেলাই করিতে,
কিম্বা পাকাবে সলিতে।
কাছিমের মত লেপে ঢাকা রব দুজনে—
কুঁড়ে যদি বলে বলুক বেরস কুজনে—
শীতে পার না চলিতে ;
থামিব সহসা এটি উঠি সেটি বলিতে !

চায়ের পেয়ালা চুমুকে চুমুকে চাখিয়া—
অধরের পরে তপ্ত অধর রাখিয়া—
তুমি গলা ধ'রে 'প্রিয়তম' শুধু বলিবে ;
হৃদয় আমার গলিবে !
মাঝে মাঝে শুধু শীতেতে হি হি হি কাঁপিয়া
লেপেতে তোমার মাথা হ'তে পদ ঝাঁপিয়া
অঙ্গে আমার ঢলিবে,
হরষ-আবেশে 'প্রিয়তম' শুধু বলিবে !

ভাত-টাত খেয়ে হাত-ফাত কিছু ধোব না,
কন্‌কনে জল রাত্তিরে সখি ছোঁব না।
দোষ কিবা তাতে মুছিব হস্ত রুমালে
দুটি চুমো খাব দু'গালে !

অঙ্গুষ্ঠ

কাহিনী বলিয়া তোমারে রাখিব ভুলায়ে,
ক্রীম-মাখা মুখে দেখিব হস্ত বুলায়ে।
পাশে তুমি সখি ঘুমালে—
আল্‌গোছে আমি ছুটি চুমো দেব ছ'গালে।

দশটায় উঠে রোদ্দুরে বসে উঠানে,
বর্ম্মাচুরুট শেষ ক'রে দেব ছ'টানে!
চা'র কাপ হাতে খবর-কাগজ পড়িব—
ফুরালে পেয়ালা ভরিব;
তুমি বসে' পাশে ছোট্ট মোড়ার উপরি
আঁচল ভরাবে কাটিয়া কাটিয়া সুপারি—
এখানে সেখানে নড়িব;
রোদে বসে' তেল মেখে আমি স্নান করিব!

সন্ধ্যায় সখি ঘর হতে বার হব না—
গলিতে গলিতে চিম্‌নীর ধোঁয়া সব না।
ছ'জনে মিলিয়া বসিয়া ঘরের ভিতরে
কসিয়া গাহিব গীত রে
প্রভাত-মুখো'র চারু-বন্দ্যোর গল্প
চুম্বন ফাঁকে পড়িব অল্প অল্প
রসিয়া উঠিবে চিত রে!
কাছ ঘেঁসে ব'স এল বুঝি ঐ শীত রে।

—o—

মৎস্য-গন্ধার প্রতি পরাশর

আজন্ম-সঞ্চিত-বিত্ত ব্রহ্মচর্য্য করি আত্মসাৎ
কুটিল-কটাক্ষ-লক্ষ্যে শীর্ণ-বক্ষে মম অকস্মাৎ—
জাগালি স্পন্দন !
রে মোহিনী, ভ্রান্ত নারী, কলঙ্কিনী অনাচারী—
কঠিন শৃঙ্খলে তোর কেন মোরে করিলি বন্ধন !
একটি নিমেষপাতে যুগান্তের শুভ্র পুণ্যধারা
দিল কলঙ্কিত করি' তোর ওই দৃষ্টি সৃষ্টিছাড়া
অশনির পারা !

সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য—কৃপণের স্বর্ণমুষ্টি সম ;
লুব্ধা নারী অনুক্ষণ দৃষ্টি হানে লোলুপ, নির্ম্মম—
চৌর্য্য-অভিলাষী ।
লোকালয় হতে দূরে, দুর্গম পর্ব্বত-চূড়ে,
ফিরি তাই ব্রহ্মচারী শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী—
মোহবর্ত্মে-ভ্রাম্যমান্ বিশ্বে হেরি ক্ষুব্ধ ক্ষণে ক্ষণে ।
কামনার বহ্নিশিখা জ্বালিলি রে শুভ্র শান্ত:মনে—
কটাক্ষ-ঈক্ষণে !

পবিত্রতা ভেসে যায় ও দেহের হিল্লোল-বিলাসে,
পুলক-স্পন্দন জাগে মুগ্ধ দেহে স্পর্শ-অভিলাষে ;
চিত্ত আত্মহারা !
যুগযুগ তপস্যার দেবদত্ত ফলভার—
সংযম, শুচিতা সব হ'তে চায় বাধা-বন্ধ-হারা ।

অঙ্গুষ্ঠ

স্বর্গের চক্রান্ত তুই—নরকের পথ-নির্দ্দেশিনী ;
সন্ন্যাসের অচল মহিমা খর্ব্ব ক'রে, হ'স্ উল্লাসিনী
পতঙ্গ-সঙ্গিনী ।

নব-দেহ-ধারী নারী পুরুষের ভোগ-উপচার ;
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে পূর্ণ করে কামনা-সম্ভার
দেহ-অর্ঘ্য-দানে ।
যোগী-শ্রেষ্ঠ-মহেশ্বর, দহিল তাঁহারে স্মর—
কোমল-পার্ব্বতী-শর যোজি তার নির্ম্মম-সন্ধানে !
সমুজ্জ্বল জ্ঞান-নেত্রে লেপি দিলি মোহের অঞ্জন ;
আয় তুই বক্ষে নারী, বৃথা তোরে করি রে গঞ্জন
—নয়ন-রঞ্জন !

মৎস্য-গন্ধ ওদেহের পদ্ম-গন্ধ হোক্ ক্ষণতরে ;
রে রূপসী, রূপবহ্নি দ্বিগুণ জ্বলুক মোর বরে—
ক্ষণেকের লাগি !
আয় তুই বক্ষে মম, মন্দারের মাল্যসম—
তপঃক্লিষ্ট-চিত্তে মম রত্ন সম থাক্ তুই জাগি !
লজ্জা কেন রে মোহিনী ! নরকের পথের দীপালি
করুক ও দেহ তোর—বাসনার স্নেহ-রস ঢালি
বক্ষ ক'রে খালি !

সম্ভোগিয়া ওই দেহ স্বপন-বাঞ্ছিত দেবতার—
রুদ্ধ করি দিব সব উন্নতির পথ তপস্যার—

অঙ্গুষ্ঠ

রে প্রেয়সী নারী।
জ্বলিয়া ও দেহ তোর ইন্ধন জোগাক্ মোর
বাসনার; দেহরন্ধ্রে হর্ষাবেশ ফিরুক সঞ্চারি!
পূর্ণ এ বাসনা যবে চূর্ণি যাব বন্ধন-শৃঙ্খল—
ছিন্ন করি বাহুপাশ—উপেক্ষিয়া মিনতি সকল—
রব অচপল!

পুনঃ হব ব্রহ্মচারী, তপোজ্যোতি ঘিরিবে আমারে,
তপস্যাপ্রভাবে লভি আজন্মবাঞ্ছিত দেবতারে—
লভিব নির্ব্বাণ।
তুই রবি কলঙ্কিনী, ওরে নারী নারকিনী,
নিমজ্জি' কলঙ্কপঙ্কে পুনঃ দেহ করিবি রে দান!
পুনঃ কোন তপোভ্রষ্ট সন্ন্যাসীরে দিবি পরিতাপ
পরিত্যক্ত হয়ে পুনঃ করিবি রে নিষ্ফল বিলাপ,
দিনু অভিশাপ!

মানের তরী

ভবনে গরজে প্রিয়া, নাহি ভরসা-
কখন ঝরিবে জানি মান-বরষা—
করে বুঝি করে তাড়া,
রাশি রাশি ভারা ভারা

অঙ্গুষ্ঠ

বরষিয়া গালিধারা খর-পরশা।
ভাবিতে ভাবিতে প্রাণে নাহি ভরসা।

একখানি ছোট ঘর, আমি একেলা—
রাস্তাতে ছেলেগুলো করিছে খেলা।
দেয়ালে খোকার আঁকা,
ছবি কত মসী মাখা,
খুকী শুয়ে লেপ-ঢাকা সকালবেলা
মন দুখে নলমুখে আমি একেলা।

রাগ ক'রে গেছে ভোরে গিন্নী হা রে—
মান ভাঙা হবে দায়, চিনি উহারে!
দুম্‌দাম্ আসে যায়,
মোর পানে নাহি চায়,
ডাকি, আর কি উপায়—স্যাকরাটারে
গড়াইতে হ'ল দেখি পুষ্পহারে—

ওগো তুমি দেখে যাও আছি পিতেশে—
ভেজাবে ভেজাও চিঁড়া, এখানে এসে—
মিছে কেন আস যাও—
যাহা খুশী গালি দাও,
শুধু চোখ তুলে চাও, ক্ষণিক হেসে।
পান সাজা হয় না-কি এখানে এসে!

অঙ্গুষ্ঠ

চাও যত নাকখত দিব তত রে—
আর থাক্—দেখ নাক গিয়েছে ছ'রে ;
এত ভালবাসি ব'লে
পার দিতে কান মলে—
দেখিবে কে এস চ'লে—এস ভিতরে—
শাস্তি যা দেবে দাও চড়ে-চাপড়ে !

রাগ নাই, রাগ নাই। হে সুন্দরী—
চুম্বন দাও তবে করুণা করি ;
খুকী দেখ পাশ ফিরে—
কথা কও ধীরে ধীরে,,
বাহু পাশে মোরে ঘিরে রাখগো ধরি—
খালি ক'রে দিয়েছ ত মানের তরী !

—*—

সন্ন্যাসীর সান্ধ্য-চিন্তা

সাজিয়া গাঁজার ক্ষুদ্র কলিকাটিরে
রেখেছি আদরে দক্ষিণ কর-পুটে ;
'বম্ ভোলা' ব'লে টান যবে দিব ধীরে—
সরিষা-কুসুম নয়নে উঠিবে ফুটে।
বটের তলায় ধূনিটি জ্বেলেছি আমি ;
ভক্ত-বৃন্দ প্রসাদ-সেবন-কামী
'জয় গুরু' বলি সঘনে চরণে লুটে।

অঙ্গুষ্ঠ

সেই সে গাঁজার তীব্র মধুর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া বাতাসে বাতাসে ভাসে,
পথিক যতেক বুঝিয়া গতিক মন্দ,
গঞ্জিকা-বাসে নাসিকা চাপিয়া কাসে,
ধূম্রস্বরূপী অমৃত-কুণ্ডে ভাসা
মুক্তিকামীর একটিমাত্র আশা
ব্যাধি-মায়া-ভরা এই সংসারাবাসে,

. .

সংসার ছেড়ে পথের প্রান্তে এসে
সন্ন্যাস নিয়ে গাঁজায় আত্মহারা,
শিষ্য করিয়া ফিরিতেছি দেশে দেশে
ফেরারী-বিবাগী কত না দিতেছে সাড়া !
খুনীজন দেহে গৈরিক বাস তুলি'—
পুলিশের চোখে অবহেলে দেয় ধূলি—
ঋণীরা এড়ায় উত্তমর্ণ তাড়া।

হে মোর কলিকা, তোরে সাথে-সাথে
অতি সযতনে ঝুলির ভিতর ঢাকি,
তোমার প্রসাদে দারুণ শীতের রাতে
শুধু ছাই মেখে শীতেরে যে দেই ফাঁকি !
তোমার কৃপায় ভুলি সংসার-রীতি ;
কত যে দুঃখের স্মৃতি ও সুখের প্রীতি
লালচোখে বুকে কিছু নাহি থাকে বাকী

অঙ্গুষ্ঠ

যা কিছু করেছি সব যায় চুকে বুকে—
রঙীন স্বপ্নে নিখিল বিশ্বপুরে,
তোমারি প্রসাদে রহি যে গোষ্ঠীসুখে
কত যে অচিন অজানিত দেশ ঘুরে,
সেবিয়া তোমায় রহি যবে মাতোয়ারা
এই সংসার মনে হয় ঘোর কারা
যশ মান ধন ধোঁয়া হ'য়ে যায় উড়ে।

ওগো

ওগো সখি শার্দ্দূল-নয়না!
রসনা-গঞ্জনে তব এ কর্ণের পটহ-স্পন্দনে
রেখেছ ধাঁধিয়া! ব্যস্ত যবে সুক্তুনী রন্ধনে
কটাহে সম্বরা, আর জিহ্বায় প্রচণ্ড ধার তব
কি প্রবল আলোড়ন তোলে বক্ষে,
তবু রক্ষে—
ওই রণচণ্ডীবেশে নাহি রহ পার্শ্বেতে শয়না।

ওগো সখি হাস্যলাস্যময়ী!
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গী, সদ্য-গড়া বলয়নিক্কণে
যবে প্রেম গদগদ, অয়ি কৃষ্ণা, তৈল-সুচিক্কণে!
কুণ্ডলিত কেশরাশি ফোঁসে যেন কেউটের ফণা,

অঙ্গুষ্ঠ

অকারণে ক্রুদ্ধা যবে, ক্ষণপরে—
ম্লান ভরে
মৌন, উপবাসী হ'য়ে ক্রমে ক্রমে হও সর্ব্বজয়ী।

ওগো সখি হে বিষ-বচনা,
মুখে বিষ, হৃদি-ঘটে প্রেম তবু রাখিয়াছ পূরে;
সাগরের ঊর্ম্মি যথা তট-বক্ষে কি প্রচণ্ড সুরে
করিয়া আঘাত, লুকাইছে মণি মুক্তা গর্ভে তার।
রহি রহি প্রেমব্যাত্যা তোল প্রাণে—
কানে কানে
মধুমাখা-বাক্যস্রোত কত ওগো কর যে রচনা!

ওগো সখি কায়স্থিনী মোর,
মস্তকের মণি তুমি, কাব্যে মিল, হৃদয়-ভরণী
কালো তুমি সেই ভালো, কেবা চাহে দুধাল্‌তা-বরণী
ল্যাম্পপোষ্ট সম তুমি নহ ওগো প্রাণস্পর্শহীনা,
শুভ্র দন্তপাতি হেরি ওগো কৃষ্ণা,
ক্ষুধা তৃষ্ণা
দূরে যায়; শিহরিয়া উঠি রাত্রে অন্ধকার ঘোর।

আমরা ও তোমরা

(আমরা রাত্রি জাগিয়া লিখিয়া মরি
মাসিকে ছাপিয়া তোমরা পয়সা পাও ;
অনেক যতনে প্রকাশ করিলে বহি
হেলাফেলা করি শুধু গালাগালি দাও।
বিজ্ঞাপনের বহরে থাক যে ভুলে,
লেখকের দিকে নাহি দেখ চোখ তুলে ;
অর্থ দিও না, নাহি তাহে তত ক্ষতি
প্রীতি রেখো শুধু লেখক-জনের প্রতি।)

যা খুশী খেয়াল কাটিছ মোদের লেখা—
দাড়ি কমা দিয়ে করিতেছ একাকার ;
কবিতার পদ অযথা কাটিয়া দিয়া
পূরাইয়া নিজে ভাবিছ চমৎকার !
ব্যাকরণভুল শুদ্ধ করিয়া দিও,
বর্ণাশুদ্ধি তাও ঠিক করি নিও।
উকীলজনের যুক্তি কবিতা 'পরে
কোরো না প্রয়োগ কহিতেছি জোড়করে।

সকল বিষয়ে দখল সমান জানি
সাহিত্যভূমে তোমরাই জানি রাজা !
প্রসন্ন হ'লে আকাশে তুলিতে পার—
কোপে পড়ে যেই মিছে তারে দেও সাজা !

অঙ্গুষ্ঠ

লেখক জনের তোমরাই শুধু গতি—
দুই বেলা তাই তোমাদের করি নতি,
যাহা বল তাতে হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে চ'লে আসি
নিষ্ফল ক্রোধে নয়নসলিলে ভাসি।

গরীব করিয়া সৃষ্টি করেছে বিধি
পকেট দুইটি দেয়নি অর্থে ভরে'
মাঝে মাঝে ভাব কলমের আগে আসে
জানি না প্রকাশ (publish) করিব কেমন ক'রে
লিখিয়া যতনে তোমাদের দ্বারে আসি,
হাতে সঁপি দিয়া বিনীত হাস্য হাসি—
চাপা দিয়ে রাখ অতি অবহেলা লয়ে,
ঘরে ফিরে আসি হতাশে নিরাশ হ'য়ে।

মনোনীত হ'য়ে বাহির হয় না লেখা,
মাস মাস করি বছর চলি যায়—
কুলীন লেখক যতকাল নাহি হই
অতীব যতনে সেলাম ঠুকিব পায়;
তোমরা কোথায়, আমরা কোথায় আছি—
একই চীজ কেহ মক্ষিকা কেহ মাছি!
কাগজের পরে কাগজ চালায়ে যাবে—
লেখা হাতে ফ্যাল্‌ফ্যালিব এমনি ভাবে!

তোমরা ও আমরা

তোমরা রাবিশ লিখিয়া ভরাবে পাতা,
পড়িতে মোদের প্রাণ যে ওষ্ঠাগত !
কেটেকুটে যদি ভদ্র-গোছের করি—
আত্মগর্ব্বে হয় না মনের মত ;
ব্যাঙের ছাতার মতন বাড়িয়া চল—
আঁদাড়ে-পাদাড়ে তোমরা লেখকদল,
আমরা সবাই অতি ভয়ে ভয়ে থাকি,
লেখার চাপেতে কখন ফেলিবে ঢাকি !

কবিতা লিখিয়া গরবে নিজেরে ভাব—
শেলী-বাইরণ-গ্যেটে-ব্রাউনিং-রবি,
গদ্য পদ্য যদিচ না যায় বোঝা—
হুইটম্যান্ হ'য়ে হও যে গদ্য কবি !
দিস্তা দিস্তা লিখে আন ছাইপাঁশ—
কাছে এলে তাই মনে মনে জাগে ত্রাস !
ওজন দরেতে বেচিয়া ফেলিব তাও
টিকিট পাঠায়ে সে সুবিধা নাহি দাও !

পছন্দ কেন হ'ল না সে কৈফিয়ৎ—
দিতে দিতে প্রাণ মরুভূমি হ'ল প্রায় ;
লেখক-কবল হইতে বাঁচিতে গিয়ে
মিথ্যার বোঝা প্রতিদিন বেড়ে যায় ।

অঙ্গুষ্ঠ

তোমরা যাহা খুশী আসে মনে—
পড়িয়া মোদের গালি দেবে জনে জনে,
শুধু নিজেদের দুঃখের হিসাব রাখ—
দুঃখ মোদের কখনো বুঝিবে না ক'।

পাকা রুই হ'তে চুনোপুঁটি যত আছ
সকলেই জান ধরিতে সমান ফণা,
মনে যাহা আসে লেখ খস্‌খস্‌ করি—
উদরে যদিও নাহিক বিদ্যাকণা।
জঙ্গল তব আমরা করিব সাফ—
কমল বাছিব মন্থন করে পাঁক,
লেখার চেয়ে যে পড়ার জ্বালাটা বেশী
তবু তোমাদের নাম থাকে শেষাশেষি।

প্রুফ পড়ে' পড়ে' চক্ষু অন্ধ হ'ল—
গোলযোগ হ'লে তবু গাল খেয়ে মরি,
তোমাদের লেখা বেচিয়া কিছু না পাই
বিজ্ঞাপনের কৃপায় যে যাই তরি'!
খাওয়া-পরা হায় কিছু ঠিক নাহি থাকে,
অসময়ে আস তোমরা যে ঝাঁকে ঝাঁকে—
তোমাদের হাতে কাব্যের ঝড় বয়—
ছাপাতে মোদের ঝক্কি পোহাতে হয়!

—*—

অভুক্ত

খাবার আহ্বান—
বরযাত্র দলে-দলে, হাসি মুখে গেল চলে—
চিবাইয়া পান।
করিয়াছ নিমন্ত্রণ, আসিয়াছি বহুক্ষণ—
বসি এক কোণে,
সুমুখে বারান্দা 'পরে সারি সারি পাতা পড়ে—
গণি মনে মনে।
বেজে গেল এক দুই, পেট করে চুঁই চুঁই
না নিয়ে সন্ধান,
একক্ষণ পরে এসে করিতেছ ভালোবেসে
খাবার আহ্বান।

ঢের হ'ল যাও যাও, [redacted]! নড়িব না এক পাও,
কর সাধাসাধি!
দিবে যাহা অবহেলে, হেন খাদ্য পায়ে ঠেলে
আমি নাহি কাঁদি।
আছে মোর ঘর-বাড়ি, অন্ন দুটি পেতে পারি
এখনো সেখানে!
যাব আমি খালি পেটে— অপমান পাত চেটে,
হব না এখানে।

অঙ্গুষ্ঠ

জেনে রেখো এইক্ষণে বন্ধুত্ব তোমার সনে
হ'ল অবসান,
আরো যারা বাকী আছে যাও না তাদের কাছে—
শুনেছি আহ্বান।

চলি আমি সোজাসুজি, ক্ষমাটমা নাহি বুঝি
শিক্ষা হ'ল ঢের,
বন্ধুর বোনের বিয়ে সেথা নিমন্ত্রণ নিয়ে
নাহি যাব ফের।
মোর লাগি আয়োজন মিথ্যা কেন এ বচন,
নহি এত গুণী—
খাইব না হেথা কভু, কি কি হ'ল বল তবু
যাই তাহা শুনি।
গৃহিণী শুধালে পরে বলিব ফলাও ক'রে
রাখিতে সম্মান।
তাহারে বলা কি যায়, হেথা এসে পাই নাই
খাবার আহ্বান!

লুচি ও বেগুন-ভাজা, আছে মালদহী খাজা,
ইলিশের ডিম—
কপির ডাল্‌না আছে, হয়েছে ত দ'য়ে মাছে
এতক্ষণ হিম!

অঙ্গুষ্ঠ

রাবড়ী সন্দেশ দই, ভেজেছে যশুরে কৈ,
আছে দরবেশ—
ফলমূল আছে কিছু এক প্লেট জন-পিছু ;
বেশ ভায়া বেশ !
আয়োজন মন্দ নয় ভুল কেন তবে হয়
করিবারে স্থান—
চল হে কি আর কব, ওই দেখ ভৃত্য তব
করিছে আহ্বান ।

প্যাঁচা

ওরে হুতোম ওরে আমার প্যাঁচা—
ভর সাঁঝেতে, শ্যাওড়া-ডালে,
প্রাণ খুলে তুই চ্যাঁচারে আজ চ্যাঁচা !
ড্যাব্‌রা চোখে মিটমিটিয়ে দেখে,
পোড়ো-বাড়ীর ভাঙা আল্‌সে থেকে,
ঘরের কোণের কালি-ঝুলি মেখে
পুচ্ছটি তোর ঢুলের ভুলে নাচা !
আয় রে হুতোম আয়রে আমার প্যাঁচা !

২

দ্যাখ্‌না কোকিল খাঁচায়-পোরা ওরে,
আর ত কিছুই জানে না সে
ডাকৃতে জানে খোনা খোনা করে' !
ঐ যে বায়স কেবল করে কা কা,
বঙ্গবীরের বাক্য যেন ফাঁকা
এক চোখেতে তাকায় বাঁকা বাঁকা—
ন'স্‌ যে রে তুই ওদের মতন কাঁচা ;
পাকা রে তুই আয় রে হুতোম প্যাঁচা !

৩

গলা ছেড়ে ডাক ছাড়ে না কেউ,
যেন কিসের ভয় লেগেছে
পেছনে কি লাগল ওদের ফেউ !
সবাই ওরা ধর্‌ল চোস্ত বুলি,
আইন মাফিক হাঁকে মুখটি খুলি'—
ভর্‌ল তাদের সকল ঝোলাঝুলি
চুরী-করা শব্দ নিয়ে বাছা।
Original হুতোম আমার চ্যাঁচা !

৪

তোরে হেথায় সবাই দেবে বাধা,
গলা ছেড়ে গাইবি যখন
নাক কুঁচ্‌কে বল্‌বে এল গাধা !

গাইবি হুতোম যা খুশী প্রাণ চায়
না কী ছেড়ে চ্যাঁচা জোর গলায় ;—
ন্যাকা-প্রেমের গান যাহারা গায়
ধরিস্‌নেক' দেখিস্ ওদের ধাঁচা।
আয় রে হুতোম আয় রে আমার প্যাঁচা।

৫

ডাক শুনে তোর যেন নিশুত রাতে
আঁৎকে ওঠে পিলে সবার,
শিউরে ওঠে আঁধার বিছানাতে!
অলপ্পেয়ে তুই রে চিরকালের
পোড়োবাড়ীর শুক্‌নো শ্যাওড়া-ডালের,
আদ্যিকালের হুতোম, নস্ রে হালের
মাণিক রে তুই অশুভ-সাগর-সেঁচা!
আয় রে হুতোম আয় রে আমার প্যাঁচা

৬

প্রাণ আছে তোর আছে রে তোর গলা,
ন্যাকামি সব ঘুচিয়ে দে না
ভেঙে দে রে নক্‌লি ছলা-কলা!
মোলাম হয়ে গোলাম হ'ল যারা
বাক্যি যেন মিষ্টি মধুর পারা,
হেঁড়ে গলায় কর্ রে তাদের তাড়া

অঙ্গুষ্ঠ

সাধা কানে মার্‌রে তাদের খোঁচা
আয় রে হুতোম আয় রে আমার প্যাঁচা

কলাপ

মনের গগনে খনে' খনে' কেগো
চমক হানিয়া যায়—
চিতে উতরোল বরষায় !
আজ নামেনি বাদল—কোথাও বাহিরে,
অন্তর মাঝে—কেবল চাহিরে—
তিল ঠাঁই সেথা নাহিরে নাহিরে—
নিবিড় ঘনঘটায়—
হৃদয় আমার ময়ূরের মতো
পেখম মেলিয়া চায়,
চিতে উতরোল বরষায় ।

আজ প্রভাত হইতে ঝরিতেছে জল—
আকুল বিপুল ধার—
হৃদয় অন্ধকার—
ইলিশ চিতল কোন্ মাছ ভালো—
এ নিয়ে গিন্নি কোঁদল বাধালো—
মতে মিলিলো না মুখ হ'ল কালো,
নয়নে নামে আসার—

অঙ্গুষ্ঠ

এ হতে প্রমাণ হ'য়ে নাকি গেলো
কম্‌তি ভালবাসার—
হৃদয় অন্ধকার !

হাঁড়িপারা মুখ লইয়া প্রেয়সী
বসেছে ঘরের কোণে,
মেনি বেরালের সনে—
চায়ে আজ চিনি দিতে হ'ল ভুল—
ভাতের মধ্যে প্রেয়সীর চুল,
যা বলি তাতেই ফোটে নাকি হুল
কোমল নারীর মনে ,
বিয়ে ইস্তক যত অপমান
সরবে তাহাই গণে,
মেনি বেরালের সনে।

অকারণে প্রিয়া রাগ করে দেখি
আমিও গেলাম রাগি—
অভিমান ওঠে জাগি !
বরষা নামিল, নিবিড় তিমির—
সুবিধা হইল পাচক ও ঝির—
গিন্নী উঠানে ভুঁয়ে পাতি শির,
শুলেন মরণ মাগি,

অঙ্গুষ্ঠ

গেলাম বাহিরে না করি চেষ্টা
মানভঞ্জন লাগি,
অভিমান ওঠে জাগি।

রজনী-আহার হ'ল অবসান
হুঁকাটি লইয়া বসি,
পাশেতে নাই প্রেয়সী।
হঠাৎ বিরহ জাগিল মরমে
না পারি ডাকিতে গরবে সরমে—
যত টানি হুঁকা উঠিনু চরমে
ভাঁড়ার ঘরেতে পশি
বলিনু ··"চিতল অনেক শ্রেষ্ঠ
হে মম হৃদয়-শশী,"
প্রেয়সী উঠিল বসি।

তখনো বাদল কাটেনি আঁধার
কিছু ছিল হৃদি ঘিরে—
প্রেয়সীর আঁখি-নীরে—
রজনী-শয়নে দু-মুখে দু-জন —
নামিল আসল বরষা-প্লাবন,
বিজলীচমক মেঘ-গরজন—
সৃষ্টি ডুবিবে কিরে!

অস্পষ্ট

শিহরি প্রেয়সী লুকাল বক্ষে
হাসিয়া উঠিল ধীরে,
কাটিল বরষা, বরষা যেমনি
নামিল আকাশ ঘিরে।

গদি

হে প্রাচীন গদি,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব তল—
ছারপোকা দলে দল
চলে নিরবধি।
কামড়ে শিহরে কায়া, মারিবারে যাই রুদ্রবেগে,
ছিদ্রহীন খাটিয়ার কোন্ ফাঁকে যায় যেন ভেগে,
চুপ ক'রে বসি যবে, উঠে জেগে।
রহি রহি তীব্রগন্ধ পশে নাসিকার রন্ধ্রপথে,
জমে-যাওয়া তুলারাশি হ'তে ;—
খাঁজে খাঁজে উল্লাসে বিহরে—
থরে থরে
ধাড়ি বাচ্ছা ডিম্ব যত
কর্ব্বুরের মত।

অঙ্গুষ্ঠ

হে তোষক, শয়ন-সঙ্গিনী,
হে তৈলাক্ত সুপ্রাচীন কৃষ্ণকায়া, হে তুলা-অঙ্গিনী—
গন্ধে ভরপূর।
ছারপোকা শূর
তোমারে কি নিয়মিত দেয় ভাড়া ?
সর্ব্বনাশা প্রেমে তার মোরে তুমি কর শয্যাছাড়া
অসভ্য সে ব্যবহারে—
কে রহিতে পারে ?
ঘন ঘন মারে খোঁচা—ছাড়ে না অমনি,
শোণিত শোষণই—
একমাত্র লক্ষ্য তার, বিঁধিয়া আমূল
জ্বালাময়ী রক্ত-চোষা হুল—
করে যে আকুল—
অসহায় এই দীনহীনে,
চঞ্চল হইয়া উঠি তবুও বাঁচিনে।
দিবসের কর্ম্ম অন্তে আসে ঢুল—
কত দেখি স্বপনের ভুল ;
মনোরথে
চড়ি, ধাই স্বর্ণময় পথে—
সহসা তখন তুমি দ্বার খুলে দাও—
মোরে নাহি চাও !

অঙ্গুষ্ঠ

অমনি উধাও
যা-কিছু স্বপন মোর, জানিঁনা কি পাও
ছারপোকা দল হ'তে ! নিঃশঙ্ক নির্ভয়—
তারা, করে নয়ছয়
কামড়ে কামড়ে মোরে, রক্ত শুষি করে দেহ ক্ষ

যে-মুহূর্ত্তে সচেতন, সে-মুহূর্ত্তে কোথা কেহ নাই,
জাগি যাই—
পলায় সবাই !
সবারে লুকাও তুমি রন্ধ্র খুলি',
শয্যাসহচরে ভুলি',
সহিবে বল কে—
নিমক-হারামি তব পলকে পলকে !
যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে
যত্ন ভরে
মোরে চাহি, সখি,
জাগিয়া চমকি'—
খুলিয়া ছিদ্রের মুখ দূর করি দাও কোনো মতে
ছোট বড় পুষ্ট রুগ্ন কালো সাদা
দুষ্ট ছারপোকা গাদা গাদা
সবারে ঠেলিয়া দাও মোর দৃষ্টিপথে—

অঙ্গুষ্ঠ

একে একে বিনাশিব আঙুলের ভারে,
নিব প্রতিশোধ হুহুঙ্কারে—
কাটি ফেলি শোণিত-শোষিণী ছলে
চড়াইয়া দিব মৃত্যুশূলে !

ওগো গদি, নিশাসহচরী—
ছার-পোকা অরি,
বুকে তব আপনারে নিত্য গুপ্ত করি'
প্রতিদিন নেয় হরি
রক্তরূপ আমার জীবন—
ভয় হয়, কালাজ্বরে কবে ঘটে হঠাৎ মরণ !

ওরে গদি, মোরে আজ করেছে উতলা,
তব ছারপোকারাজি, শোণিত-চঞ্চলা
অলক্ষিত কামড়ের বিষময় জ্বালাময় জ্বালা।
খাঁজেতে খাঁজেতে তব দুষ্টদের শুনি পদধ্বনি
দেহ মোর উঠে কনকনি ;
নাহি জানে কেউ
পশ্চাতে লেগেছে মোর লক্ষ লক্ষ ফেউ !
বুকে জাগে বাঁচিবার ব্যাকুলতা ;
মনে আজি পড়ে সেই কথা

অঙ্গুষ্ঠ

সন্থ যবে আসিলে চলিয়া—
শ্বশুরে ছলিয়া
নব রূপে,
বিবাহের যূপে,
ফুলশয্যা-দানে—
সেদিন প্রভাতে
দানের খাটিয়া সাথে
বদ্ধ হলে তুমি গদি, যেন প্রাণে প্রাণে
কিসের সন্ধানে!

ওরে দেখ, ফের তারা হানিছে কামড়
আমারে করিছে জরজর।
তোমার সঞ্চয় থাক তোমারেই ঘিরে
চাহিব না ফিরে—
ফেলি তোরে টানি'
সাথে লক্ষ প্রাণী—
রাজপথে,
শ্বশুরের দেওয়া খাট হ'তে
ওই আঁস্তাকুড়ে—জঞ্জাল-পর্ব্বতে!

অকারণ

শুধু অকারণ কুলোকে—
কুৎসা আমার করে যে রটনা
পাঠায় আমারে চুলোতে।
যাহা মুখে আসে তাই বলে যায়,
সত্য মিথ্যা কেহ না শুধায়—
নিন্দুকে বলে, শোনে যারা হায়
শুনে যায় মহা পুলকে—
ধীরে ধীরে দেখি রটিল কুৎসা
সকল দ্যুলোকে ভূলোকে।

দুষ্ট লোকের কাহিনী।
চুরিও করি না করি না ডাকাতি
আড়চোখে কারে চাহিনি-
সুদ নিতে আমি নহি ছিনে জোঁক,
ভোগাও দিইনি কারো টাকা থোক,
রেশ খেলাতেও নাহি মোর রোখ,
স্ফূর্তি-সায়রে নাহিনি!
বাগান-বাড়ীতে যাই নাই কভু—
নিয়ে মোসাহেব-বাহিনী।

অঙ্গুষ্ঠ

উড়াইনি টাকা সুরাতে –
সাহেবের বাড়ী পাঠাইনি ভেট
ঝুটা টাইটেল কুড়াতে।
দেখেছ কি মোরে গলিতে-ঘুঁজিতে—
পালানো ঝিয়ের ঠিকানা খুঁজিতে—
নজর দিইনি কাহারো পুঁজিতে
নিজ গহ্বর পূরাতে।—
দ্বিতীয় পক্ষে করেছি বিবাহ
প্রথমার আয়ু ফুরাতে।

মিছে মোর এই কাঁদনি—
অকারণে যারা করে গো নিন্দা
মানে না সাধ্যসাধনি।
ইষ্টদেবেরে রাখিয়া সমুখে,
বলি যদি আমি হাত দিয়ে বুকে,
কিম্বা সজোরে বলি তাল ঠুকে
তাতেও কি আছে বাঁচনি,
কে মানিবে আমি যাইনি সেদিন
কলপ কিনিতে চাঁদনী।

শুধু অকারণ কুলোকে—
মুখে যাহা আসে বলিতেছ তাই
হাঁহু, রাধু, কেলো ভুলোকে-

অঙ্গুষ্ঠ

রটে গো নিন্দা যদি অকারণ
পাজী সাজিবার কি আঁছে বারণ,
তুনিয়ার যাহা ধরণ ধারণ
এড়াইতে পারে বল কে ?
যা করে রটনা তাই যদি করি
থামিবে নিন্দা পলকে !

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে

(গভীর বৈরাগ্য-ভাবাত্মক কবিতা)

পরশ্ব রাত্রিরে ছিনু আমি যাত্রীরে,
আজ দেখি খুঁটি গেড়ে ঘর বেঁধে বস্‌লাম ;
চরণে চরণে মিল ছিল না ক এক তিল
আজ কত ছন্দের Problem কষ্‌লাম।
আত্মীয়-বন্ধুর কোলাহলে ভরপূর
ঘরে ছিনু, পরে দেখি চারিদিক শূন্য।
কাল তারা আস্‌বে, বহু ভালবাস্‌বে,
ছেড়ে যাবে থাকে যদি পূর্ব্বের পুণ্য।
মুঠি তুই অন্ন কেঁদে তার জন্য
অন্যকে অন্ন আজ কত দিচ্ছি—
গুণ যবে ছিল, নাম হ'ল মোর 'পরে বাম
গুণহীন হ'য়ে আজ মিছে নাম নিচ্ছি !

অঙ্গুষ্ঠ

মৃত্তিকা-শয্যায় নাহি ছিল লজ্জা,
আজ ঘুম নাহি হয় পুষ্পক শয়নে ;
অভাবে ছিলাম যবে, রঙীন লাগিত ভবে,
সবি আজ রসহীন ভোগীর এ নয়নে।
কাল যারা ছিল নীচে, চলেছি তাদের পিছে,
কাল যারা রাজা ছিল আজ নেয় ফকিরী,
গর্ব্বিত ছিল যারা, ধর্ষিত হ'ল তারা।
মনিব করিছে দেখি চাকরের নকিরী।
সময়ের চক্কর সবে দেয় ঠোক্কর
লণ্ড ও ভণ্ড হয়ে যায় দেখি সব,
তবু কৌলীন্য নাহি হয় ছিন্ন
ঠাঁই নিয়ে কাড়াকাড়ি, হানাহানি, কলরব।

আশুহাসিনী ভারতমাতা

[কবিবর আব্বাস বিট্‌কেলের "বিদ্রোহিণী
ভৈরবী রাগিণীতে" গেয়]

আশুহাসিনী ভারত মাতা,
অভাগা এ তোর সন্তান দলে
মুখ তুলে চেয়ে হরষে মাতা !

অঙ্গুষ্ঠ

একবার হাস মা,
তুমি অনেক কেঁদেছ, অনেক কেটেছ,
সুখনীরে একবার ভাস মা।
দুখনিশি ভোর হ'ল হ'ল ওই
চোখ চেয়ে একবার হাস মা।

ওমা ভেঙেছে মোদের মায়া-মোহ ঘোর,
বুক বেঁধে লব হাসি দেখে তোর ;
জেগে দেখ নহ জড়িত-নয়না,
নাহি শুধু তব ছিন্ন কাঁথা,
আশুহাসিনী ভারতমাতা।

একবার হাস মা,
সেই পুরাণ যুগের সুবেশ-সাজে
দৈন্য মোদের নাশ মা!
সেই হেমঝলমল রজতধবল
প্রাণখোলা হাসি হাস মা।
জাপান হাসিছে, হাসিতেছে চীন,
চীন হাসে, হাসে তুর্কী নবীন,
তুমি হাস মাগো বুকেতে তোমার
আর ইংরেজ পেষে না জাঁতা।
আশুহাসিনী ভারতমাতা॥

বীরনারী গাথা

(দরদী আবেদন রায়ের সুরে)

তামিল তেলেগু অথবা বাঙ্গালী হইব রমণী বীর,
পতিতান্ত্যজ ব্রাহ্মণ কেবট তুলিব উচ্চ শির—
হায়, নহিক বীরের নারী,
তাহে মোরা কি করিতে পারি ?
নিজেরা সবলা হইয়া আমরা দূরিব লাজ পতির—
(মোরা) মাথা খাড়া করি তুলিব দেশের লাজ-অবনত শির।

স্বামী কাপুরুষ, কাপুরুষ পিতা, ভ্রাতা কাপুরুষ হোক,
বীর সন্তান গর্ভে ধরিয়া সৃজিব নূতন লোক !
মোরা আনিব নূতনালোক,
সখি ভোল তবে মিছে শোক—
এলায়িত চুলে কোমর বাঁধিয়া হও সবে সুস্থির—
নূতন শিক্ষা কর পত্তন উঁচাইয়া তোল শির।

ভাব দ্রৌপদী Joan * তারাবাঈ আর বগিবিন্দীর † কথা,
Sanger দিদি উঠে লেগেছেন ঘুচাতে মোদের ব্যথা।

* Joan of Arc। † দীনবন্ধুর মিত্রের 'জামাইবারিক' দ্রষ্টব্য।

অঙ্গুষ্ঠ

ভেঙে ফেল ক্ষীণ দেহলতা,
ধর পাদপের সবলতা ;
মনু পরাশর সোপেনহাউরে যে ভাবে ভাবুক পীর,
তাদের রচিত শাস্ত্রে লাথিয়া তুলিব উচ্চ শির।

'মোরা বীর নারী হব, বীর নারী হব' জপে যাব অবিরাম,
গম্ভীর নাদে কাঁপাইব বীর-প্রসূ-প্রসবিনী ধাম !
মোরা দাঁড়াব আপন পায়ে—
নহে পুরুষের পদছায়ে ;
এ মহামন্ত্রে পরদা জেনানা কেটে হবে চৌচির—
জেগেছি আমরা, জাগিয়া আমরা উঁচা করিয়াছি শির ॥

ইংরাজ-বন্দনা

[এই বন্দনাগীতিটি একটি পুরাতন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত হইল। পুঁথিটি যে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের লেখা তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও আধুনিক হইলে ইংরাজ-মনের নবতন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এই কবিতায় পাইতাম। কোনও আধুনিক কবি প্রাচীন ছন্দেই এই কবিতাটি সম্পূর্ণ করিয়া দিলে কবিতাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। সুদুর ইংলণ্ড হইতে আসিয়া ভারতে হিন্দুমুসলমানের গৃহবিবাদ ইংরাজ কি ভাবে দূর করিতেছে তাহাও এই কবিতার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত।]

ইংরাজ সরকার
দুনিয়ায় পর'কার ?
ভুবন ভ্রমিয়া তারা ভেবে ভেবে হ'ল সারা,
কারে কি করিবে দান,
কার কি যে দরকার ! ধ্রু ।

বুনো আফ্রিকা দেশ, মেয়েরা বাঁধে না কেশ,
দেহে নাই বসন বালাই।
আপনার খরচায় ইংরাজ সেথা ধায়
কহে, পর কাপড় ধোলাই ॥
মানে না সিংহ-সাপ ম্যালেরিয়া, সূর্য্যতাপ,
বিজন বিদেশ নাহি মানে ।
শুধু পরহিত লাগি ফেরে বিভু-কৃপা মাগি'—
তার পর ? দেখি সেইখানে ॥
সোনার স্বদেশ ছাড়ি ক্রমে বাঁধে ঘরবাড়ী—
কত দুখ লয় বুক পাতি ॥
ল্যাঙ্কাশায়ারে খাস, বিদেশীর দেহ-বাস
জোগাবারে সে কি মাতামাতি ॥
নিকষ-কষিত হেম এই অহেতুক প্রেম,
বর্ণিবারে ভাষা না জুয়ায় ॥
যদি থাকে কৃতজ্ঞতা গাহ ইংরাজের কথা
সবে ধর এই এ

অঙ্গুষ্ঠ

ইংরাজ সরকার
দুনিয়ায় পর কার ?
হিসাব কে রাখে কহ, কে করিল সত্যাগ্রহ,
ক্ষেপিয়া উঠিল প্রাণ
কোথা কার লড়কার !

তিব্বত কোরিয়া চীন হলেই বা সুপ্রাচীন
ধর্ম্ম তাহাদের অতি ওঁচা।
ধর্ম্ম দিতে তাহাদেরে ইংরাজ কাঁদিয়া ফেরে
দেখেও দেখে না নাক বোঁচা ॥
ছাড়িয়া প্রাণের মায়া স্বদেশে ত্যজিয়া জায়া,
দলে দলে চলে মহাচীনে।
উদার হৃদয়ে তারা ক্রমে হয় সর্ব্বহারা,
দেশে ফেরে চীনাংশুক কিনে ॥
কোকেন আফিম তরে চীনারা কাঁদিয়া মরে
ইংরাজেরা বহু ভালবেসে।
স্বধর্ম্মের সাথে সাথে তাও গুঁজে দেয় হাতে
সভ্যতা বাড়াতে চীন দেশে ॥
নিকষ-কষিত হেম এই অহেতুক প্রেম
বার্ণিবারে ভাষা না জুয়ায়।
যদি থাকে কৃতজ্ঞতা গাহ ইংরাজের কথা
সবে ধর এই এ-ধুয়ায় ॥

অঙ্গুষ্ঠ

ইংরাজ সরকার
দুনিয়ার পর কার ?
আনিল কে মর্ত্ত্যধামে দুই ধর্ম্ম দুই নামে
করিতে পাপীর ত্রাণ—
আফিম, মো—টরকার !

ভয়ঙ্কর এ ভারতে প্রবেশিয়া কোনো মতে
কে সারিছে সমাজের ত্রুটি।
কে ক্রমে জাগায় বোধ সতীদাহ-প্রথা রোধ
গ্রামে গ্রামে বসে নীলকুঠি॥
হইয়া অনন্যব্রত অসভ্যের শিল্প যত
বস্ত্র-শিল্প, কারু-শিল্প আদি।
ক্রমশঃ করিল লোপ ফেলিয়া বিদেশী টোপ
রেল্, হোটেল, বিধবার সাদী॥
শিখায়ে আপন ভাষ সকলি করিল খাস
বাহির ভিতর নিল দুই।
হেন আত্মত্যাগী কেবা করিতে পরের সেবা
আসিয়াছে বিদেশ বিভুঁই॥
নিকষ-কষিত হেম এই অহেতুক প্রেম
বর্ণিবারে ভাষা না জুয়ায়।
যদি থাকে কৃতজ্ঞতা গাহ ইংরাজের কথা
সবে ধর এই এ ধুয়ায়॥

অঙ্গুষ্ঠ

ইংরাজ সরকার
দুনিয়ায় পর কার ?
করিছে খবরদারী — কে ভাঙিছে কার হাঁড়ি
করে তেল সন্ধান
অপরের চরকার !

লেক-লেখ

গড়িয়াহাটা—
রচিতে কোটর যেখানে মোটরে
পরদা আঁটা।
যেখানে আলোক বাড়ায় আঁধার—
নাহিক আইন ডান কি বাঁ ধার,
চলিছে পাল্লা কালো ও সাদার ;
পাঠী ও পাঁঠা—
পথের মাঝারে চরে, প্রেম করে—
গড়িয়াহাটা।

যেখানে লেকে,
খোকা অনঙ্গে মাতায় রঙ্গে
সাপে ও ভেকে।

অঙ্গুষ্ঠ

ছায়াছবি সম জোড়ায় জোড়ায়
সমানে ঘুরিছে কালা ও গোরায়,
চরম তৃপ্তি মোটরে ঘোরায়
পরদা ঢেকে—
রসের উজান এল কি বঙ্গে
ঢাকুরে লেকে ?

কেহ কি জানে,
কার শিল কার নোড়ার গাত্রে
পরাণ হানে—
স্তিমিত তারকা আব্‌ছা আলোয়,
মাধবী সোহাগে সহকার ছোঁয়—
কোন্‌ আঘাটায় কে চরণ ধোয়
কিসের টানে,
কে ঢালে পানীয় কাহার পাত্রে
কেহ কি জানে !

একেলা কেহ
যেও না সেখানে আঁধার যেখানে
ধরিছে দেহ—
মড়া ঘাস যেথা নড়ে পেয়ে প্রাণ
থামকা আঁধার ওঠে গেয়ে গান—

অঙ্গুষ্ঠ

পাষাণ বেঞ্চি সেও করে দান
মাটির স্নেহ!
যেও না সেখানে অজানার টানে
একেলা কেহ।

চাঁদমারি

চাঁদনী রাতের চাঁদোয়ার তলে চলে চাঁদমারি প্রেমিকদের,
কারো গুলি লাগে বক্ষে, কাহারো চক্ষে, নিশানা হারায়ে ফের
কোনো মহাবীর করিছে তাক্—
কালো খাঁদা বোঁচা যাহারে পাক,
যেখানে পাক—
খাড়ি ও বাচ্চা হরিণের লাগি ঝোপেঝাড়ে হের ফিরিছে শের,
বনে জঙ্গলে লোকালয়ে আজো আদম ইভের খেলার জের
সমানে চলিছে চলিতে থাক্—
কোথাও মিলন কোথাও ফাঁক—
চিচিংফাঁক—
গুলি খেয়ে কেহ ঢলিয়া পড়িল, কেহ বা পাষাণ পায় না টের,
চাঁদনী রাতের চাঁদোয়ার তলে চলে চাঁদমারি প্রেমিকদের!

প্রেমিকে প্রেমিকে চলিছে নিশানা, ঠিকানার খোঁজে ফেরে দালাল,
চাঁদের কৃপায় লাল হয় সে যে, প্রেমীজন শুধু হয় নাকাল।

অঙ্গুষ্ঠ

নাকাল হতেছে তবুও তার
নামে না বুকের কামনাভার,
বিষম ভার,
দরদস্তর ঠিক করে শেষে দস্তরী দিতে হতেছে ঘাল,
মাল খেয়ে চোখ লাল করে কোনো প্রেমিকের চাল হয় বেচাল,
ফ্যাকাশে আকাশ, জ্যোৎস্নাধার—
দেবতারা যেন ফেলেছে চার
প্রেমের চার—
লোভে লোভে সবে ফিরিছে ঘুরিছে জাল পাতা আছে নাহি খেয়াল।
প্রেমিকে প্রেমিকে চলিছে নিশানা, ঠিকানার খোঁজে ফেরে দালাল।

স্বর্গ-ইডেনে হবা ও আদমে কি ছাই শেখাল সে শয়তান,
তারি স্মৃতি ভেসে আসিল মরতে যেথা সেথা ডাকে প্রেমের বান!
কারো বা জলদে, কারো বা ঠায়,
লজ্জা সরম ভাসিয়া যায়,
চুলোয় যায়!
লেকরোড আর ষ্ট্র্যাণ্ডরোড আর ইডেন বাগানে তার প্রমাণ
পেতে চাও? তবে ট্যাক্সিতে চেপে করিও একদা জ্যোৎস্না-স্নান!
অতি সাবধানে যেও সেথায়,
গুলি খেয়ে যদি বুক ব্যথায়
সুখ ব্যথায়—
'প্রধান স্পেশাল' সিগারেট কিনে চোখ বুজে মেরো দুচার টান,
চকিতে ভুলিবে হবা ও আদমে কি ছাই শেখাল সে শয়তান।

নিদাঘ-নিসর্গ

'নিদ দূরে গেছে নিদয় নিদাঘ, নিদান নিদেশি' তার,—
কর্ম্মে মর্ম্ম মজে না, ঘর্ম্মে চর্ম্ম পরিষ্কার!
মাঠ নয়, মরু গবি,
ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে রোঁদ দেয় দূরে' বোদা' গোদা ভোঁদা রবি
গলদঘর্ম্ম বলদ ঝিমায় পথচলদল ছায়,
হেয় সারমেয় তারো দেহ স্নেহ-অনুলেহ কার চায়!
ঘুরঘুরে পোকা ঘুরঘুর করে ঘুঘু ডাকে লঘু তান,
চড়াই ফেরে না বড়াই করিয়া খাইয়া মড়াই ধান।
আয়সে বায়স চুপ,
ভাবিছে চাতক কি পাতকে তার হয়েছে বিধি বিরূপ!
উচ্ছেদ করি উচ্ছের ঝাড় উচ্চে পুচ্ছ তুলে,
ছাতারের দল কাতারে কাতারে দ্বারে দ্বারে নাহি বুলে!
আগুনে বেগুন ক্ষরে,
কবুতর সুখে উতোর গাহে না চবুতর চত্বরে।
আকাশের নীলে দিল খুলে চিল করে না ক' চীৎকার,
নারিকেল-শাখে থাকে থাকে ডাকে, আর্ত্ত সে হাহাকার!
বিকল বিবশ মন,
হেথা রোদ্দুর, কুসুম-সুষমা ভরে কার প্রাঙ্গণ!

বারীণ-বারুণী

(মহাত্মা গান্ধীর প্রতি বারীন্দ্রকুমার)

দাওয়াতে হাওয়ার মত বসেছ গান্ধী বুড়ো,
পরণে নেংটিখানি, শিরেতে টিকির চূড়ো,
নও তো আমার দাদা, যাওনি পণ্ডিচারী,
হয়েছ হঠাৎ বড়, আমি কি সইতে পারি ?
করনি বাগানবাড়ী, করনি তৈরী বোমা,
যাওনি আন্দামানে, বাড়লে ক্যাম্‌নে ওমা !
আমরা দুভাই যবে ধরেছি মৌনব্রত,
তখনই ফাঁক্ পেয়েছ, (বেনেটা চালাক কত !)
দুহাতী নেংটি প'রে কাটিয়া তালের গাছে
সাগরের জল শুকিয়ে ক'রে নুন রোদের আঁচে;
করিবে স্বাধীন দেশে, ওরে ও নেংটিপরা,
হল কি মুখের কথা দেশকে স্বাধীন করা !
ছুঁড়েছি জ্যান্ত বোমা তাতেও হয়নি কিছু,
আপনি হাওয়া হয়ে ছুটেছি হাওয়ার পিছু !
দেখেছি অনেক ভেবে, শিখেছি অনেক ঠেকে,
হবে না কিছুই দাদা, নাদাটি শূন্য রেখে !

অঙ্গুষ্ঠ

ভরাতে খালি পেটে এসেছি কোলকাতাতে
লিখিয়া রসের কথা মাসিকের শুক্‌নো পাতে,
বিজলী-মুকুট-শিরে হাতেতে কলমখানি,
আগে তো আদায় করি উদরের অন্নপানি।
পীরিতের কেচ্ছা লিখি, তাইতো আত্মকথা,
কখনো বল্‌ছি কেঁদে, তে হি নো দিবস্ * গতা!
হাতেতে কলম আছে, তোমারে মারছি খোঁচা!
তোমার এ আন্দোলনে নেহাৎই করব বোঁচা!
যদি না হয় সুবিধা ফিরিব দাদার কাছে,
সেখানে আছেন মাতা, মণি ও মণ্টু আছে!
তোমারই কীর্ত্তি যত দাদারে বলব গিয়ে,
বিজলী দুন্দুভিতে তোমারই করব ইয়ে!

দিবসা

আগুন নিয়ে খেলা

শিথিল তনু মোর পুষ্পধনু আজ
আমারে মারিয়াছে কঠোর বাণ,
বিকল মন নিয়ে কষিয়া ডন করি
ভক্তিযোগ পড়ি তবুও কান
উঠিছে গরমিয়া, সলিল বরষিয়া
তপ্ত শিরোপরে, ধেয়ানে বসি,
অজিনাসন 'পরে উঠিয়া ক্ষণপরে
অমৃত অঞ্জন কপালে ঘষি'—
হঠাৎ একি হোল, চোখেতে দেখি ভুল
যেদিকে চাই লাগে মধুর সব,
কামনা জাগে মনে যদি বা বাগে পাই
পরের বধূ কারো করিব rob.
তাহারে আটকায়ে রাখিব হাটখোলা
কিনিয়া দিব রোজ বকুল ফুল,
বিমুখ যদি হয় কিনিব গদী এক
ঝাড়িয়া দিব নিজে ঘরের ঝুল ;

অঙ্গুষ্ঠ

অথবা কাত হয়ে চালাব হাত-পাখা
কাচের গ্লাসে দিব বরফ জল,
তাতে না রাজী হলে যাইব গাজিপুর
সঙ্গী করি লোটা ও কম্বল !
ধরিয়া গুরু এক সাধনা সুরু করি
মন্ত্রে পর-নারী করিয়া বশ,
কভু বা পুরী গিয়া রহিব কুড়ি দিন,
সিমলা যাব যবে নামিবে ধস্—
ধসের সাথে সাথে পড়িব খাতে কোনো
ভাঙ্গিয়া হাড়গোড় হইবে চুর—
দুইটি লাশে সেথা রহিব পাশে পাশে
মরেও-এ উহার র'ব না দূর !
এমনি কত কি যে স্বপন শত শত
মগজে গেঁজে ওঠে তাড়ির প্রায়—
কি হোল আজ মোর ভুলাল কাজ সব
রঙীন ভাবরাজি পরাণ ছায় !
ব্যাকুল আঁখি মেলি সুমুখে থাকি চেয়ে
দূরের বাতায়নে চকিতে কার
দুপুরে ভাঙা ঘুমে সরমরাঙা মুখ
রঙীন দুই ধারে শাড়ীর পাড়—
আমারি পানে ও যে কঠোর হানে বাণ
কাঁপিয়া উঠে মোর ব্যথিত বুক—

অঙ্গুষ্ঠ

প্রেমের ইসারায় করিল দিশাহারা
মাছের গলে যেন বিঁধিল হুক !
আমারি তরে বালা আজিও করে ঘর
ভাবিনু তারে লয়ে কোথায় যাই—
লইয়া সিকা পাঁচ করিয়া ঠিকা গাড়ী
গড়িয়াহাটা গিয়ে গাড়ী থামাই—
থামিলে গাড়ী সেথা ব্যাকুলা নারী কবে,
'তোমার সাথে এসে পাই যে লাজ,
অফিসফেরা স্বামী শূন্য ডেরা দেখি
কি জানি মহামারী বাধায় আজ !'
'পরোয়া কিছু নাহি লইলে পিছু স্বামী
মলিয়া দিব কাণ', কহিনু তায়,
সরম কেটে গেল হাসিতে ফেটে বালা
ফুলের মালা হেন ঢলিল গায় !
তাহারে পেয়ে বুকে উঠিনু গেয়ে গান—
চকিতে চেয়ে দেখি কখন মোর—
হাতের বিড়ি লেগে পুড়িয়া ধীরি ধীরি
ধুতির কোঁচাখানি জ্বলিছে জোর !